উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,৪১৫.৩৫ (+২৩১.৯৯)

নিফটি : ২৩,৭১৯.৩০ (+৬৪.৬০)

উমরের আর্জি শুনবে বৃহত্তর সুপ্রিম বেঞ্চ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন

অধিবেশন কক্ষে তালা কলকাতা পুরনিগমে ৫

থেকে যাওয়ার আর্জি অস্কারকে গো ব্যাক স্লোগান অতীত ১৪

শিলিগুড়ি ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 23 May 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 5

সাদা চোখে সাদা কথায়

একবার মিলা দে... তৃণমূলে তীব্র ছটফটানি

গৌতম সরকার

প্রধানের চেয়ার ফাঁকা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ঘর জনশূন্য। জেলা পরিষদের সভাধিপতির দপ্তর তালাবন্ধ। করিডর শুনসান। কোচবিহারের শীতলকুচি কিংবা উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ। ছবিটা কমবেশি এক। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে সব কেমন হাওয়া হাওয়া...! কেউ কোথাও নেই। যদিও 'এ হাওয়া খুশবু' লুটিয়ে দেয় না। বরং হাহাকার ভাসায়। ভয় ছড়িয়ে দেয়। সঙ্গে ফিশফিশানি-ম্যায় উসসে মিলুঙ্গা... আর কাকুতিমিনতি- একবার মিলা দে...।

প্রকাশ্যে না হোক। গোপনে দেখা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। শুধু পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের নয়। সদ্য প্রাক্তন শাসকদলের নেতা-কর্মীদের একাংশের। নতুন শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হতে মরিয়া তাঁরা। ভাগ্যিস, বিজেপির দরজাটা আপাতত বন্ধ। শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশ, নো জয়েনিং। কোনও যোগদান হবে না। বন্ধ না রাখলে এতদিনে দরজা পার হওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। বিজেপিতে নাম লেখানোর লাইন দীর্ঘ হত। সেটা হয়নি। তবে অনেকে সেই বন্ধ দরজার সামনে হত্যে দিয়ে পড়ে।

দেখা হয়তো যাচ্ছে না। অদৃশ্য সেই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা। কোনওভাবে বিজেপি নেতাদের নজরে পড়া যায় যদি একবার। অন্তত আলাপচারিতার সূত্রপাত ঘটানো যায়। তারই চেষ্টা। এজন্য মিডলম্যানের খোঁজও চলছে। যাঁরা যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন। তৃণমূলের ওই নেতা-কর্মীদের তাঁদের বলছেন- অব উসকো পতা দে, জরা মুঝকো বাতা দে...। হারের পর তিন সপ্তাহও যায়নি। ১৫ বছরের শাসকদল যেন মুচড়ে ভেঙে যাচ্ছে।

এরপর বারোর পাতায়

প্রধানমন্ত্রীকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি উপহার মুখ্যমন্ত্রীর।

'শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, যা বলেছি করবও'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২২ মে : বাংলায় পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা আর কবে? মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণের পর দু'সপ্তাহ কেটে গেল যে। মাত্র ৫ মন্ত্রীর সরকার এখন বাংলায়। এই অবস্থা আর কতদিন- কৌতূহল সাধারণ মানুষের। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নয়াদিল্লি সফরেও প্রশ্নটা উঠল। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট সময় বা দিন স্পষ্ট করলেন না। সাংবাদিকদের প্রশ্নে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'খুব শীঘ্র পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠন হবে। প্রথা মেনে রাজ্যপালের মাধ্যমে তার ঘোষণা হবে।'

কিন্তু সেই ঘোষণা কবে? কোনও আভাস নেই আপাতত। বিজেপি সূত্রে খবর, সময় লাগবে আরও। মে মাসে সম্ভাবনা ক্ষীণ। জুনের প্রথমার্ধের পর পুরো মন্ত্রীসভা শপথ নিতে পারে। যদিও শুক্রবারই বিষয়টি নিয়ে বৈঠক হয়েছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক

উত্তরবঙ্গের জন্য ফের ঘোষণা, মন্ত্রীসভা নিয়ে ধন্দই

ভট্টাচার্য ও দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুনীল বনসলের মধ্যে।

বৈঠকে মন্ত্রীসভার সম্ভাব্য রূপরেখা, দপ্তর বন্টন এবং সরকার ও দলের মধ্যে সমন্বয়ের ব্লু প্রিন্ট আলোচনা হয়েছে। নেতৃত্ব চাইছে, এমন মন্ত্রীসভা গঠন করতে যা একদিকে প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ দেবে, অন্যদিকে দলের অভ্যন্তরীন শৃঙ্খলার শক্তিশালী মুখ তুলে ধরবে।

চলতি সপ্তাহে শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠক করে গিয়েছেন বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। যেখানে উন্নয়নের নির্দিষ্ট কোনও প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ঘোষণা হয়নি। বা কোনও প্রকল্প শুরুর সময়সূচির সিদ্ধান্ত হয়নি।

অথচ নির্বাচনি প্রচারে উত্তরবঙ্গ নিয়ে নানা প্রতিশ্রুতি ছিল বিজেপির। নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে শুভেন্দুর আলাপচারিতার সময় শুক্রবার প্রসঙ্গটি তুলেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। জবাবে তিনি শুধু বলেন, 'সরকার দায়িত্ব নেওয়ার এখনও কুড়ি দিনও হয়নি। আগের সরকারের মতো আমরা শুধু প্রতিশ্রুতি দেব না, যা বলব তা করবও।' নির্দিষ্ট প্রকল্প বা নির্দিষ্ট সময় নিয়ে কিন্তু ধোঁয়াশা থাকলই।

তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের পর শুভেন্দু দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী ফের স্পষ্ট করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর নীতিকে সামনে রেখে রাজ্যকে দীর্ঘদিনের স্থবিরতা থেকে বের করে শিল্পোন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং যুবসমাজের ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু পরে লেখেন, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে কেন্দ্রের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দু'দিনের সফরে উত্তরবঙ্গের 'চিকেন নেক' নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে শুক্রবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি গুরুত্ব পায়। উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

পরে বঙ্গ ভবনে শুভেন্দু বলেন, 'চিকেন নেক দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যা। কেন্দ্র বহুবার চিঠি দিলেও আগের রাজ্য সরকার কোনও কাজ করেনি। এবার ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির মাধ্যমে সেই কাজ এগোবে।' তিনি জানান, পিডব্লিউডি এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির মধ্যে আলোচনা চলছে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সীমান্তবর্তী এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে।

এই সফরে বাংলায় বন্ধ হয়ে থাকা কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বরাদ্দ চালু করা ছিল শুভেন্দুর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

এরপর বারোর পাতায়

'আমার হল শুরু, তোমার হল...'

অনিশ্চিত টক টু মেয়র, রবিতে সরাসরি শংকর

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২২ মে : টক টু মেয়র 'শেষ'! এবারে 'সরাসরি শংকর।'

শহরবাসীর অভাব-অভিযোগ শুনতে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ এবারে আসরে নামছেন। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে 'সরাসরি শংকর' শুরু হচ্ছে। সেদিন সকাল ৮টা নাগাদ বিধায়ক চেয়ার-টেবিল পেতে বাঘা যতীন পার্ক ময়দানে বসবেন। একটানা দু'ঘণ্টা সেখানে বসেই তিনি শহরবাসীর সমস্যার কথা শুনবেন। কেউ সেখানে সময়মতো পৌঁছাতে না পারলেও কোনও সমস্যা নেই। এজন্য নির্দিষ্ট একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও তিনি চালু করেছেন। নির্দিষ্ট সেই নম্বরে মেসেজ করে মানুষ তাঁদের মনের কথা জানাতে পারবে। পরবর্তীতে সেসব লিপিবদ্ধ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

শিলিগুড়ির মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই গৌতম দেব টক টু মেয়র কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। আধিকারিক সহ বাস্তুকারদের উপস্থিতিতে সপ্তাহের প্রতি শনিবার পুরনিগমে বসেই তিনি শহরবাসীর অভাব-অভিযোগ শুনতেন। নির্বাচনি আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পরও তিনি সেই কর্মসূচি জারি রাখতে চেয়েছিলেন। তবে কমিশনের কোপে সে সময় তা বাতিল হয়। এরপর নিজের বাড়িতে বসেই তিনি সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শোনার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মোতাবেক তিনি টক টু গৌতম কর্মসূচি শুরু করেন। ভোটের ফল ঘোষণার আগে পর্যন্ত নিয়ম করে সেই কর্মসূচি সেরেছিলেন। ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে পুনরায় নিয়ম করে টক টু মেয়রে অংশ নেবেন বলে সে সময়ই তিনি স্পষ্ট করেছিলেন। তবে ভোটের ফল বিপরীতে যেতেই পরপর দুই সপ্তাহ টক টু মেয়র কর্মসূচি স্থগিত রয়েছে। শেষ শনিবার গৌতম অবশ্য শহরের বাইরে ছিলেন। তবে, এই শনিবার শহরে থাকলেও টক টু মেয়র কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছেন না।

তারপর কী হবে? গৌতম বললেন, 'আগামী শনিবার থেকে টক টু মেয়র কর্মসূচি করার চেষ্টা করব।' মেয়রের গলায় অবশ্য আত্মবিশ্বাসের চেনা ছাপটাই উধাও। আর তাতেই এই কর্মসূচির ভবিষ্যতে প্রশ্নচিহ্ন। পুরনিগমের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, মেয়রের চালু করা সেই কর্মসূচি আপাতত হিমঘরে। আর এনিয়ে শহরে কিছুটা হলেও ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে শংকর সবার পাশে দাঁড়াতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি প্রতি মাসে একদিন দু'ঘণ্টা সময় নিয়ে শহরের কোনও এক প্রান্তে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসবেন। আমজনতার অভাব-অভিযোগ শুনবেন। এছাড়াও শহরের উন্নয়ের স্বার্থে কোনও পরামর্শ থাকলেও তা সাদরে গ্রহণ করবেন। সূত্রের খবর, 'সরাসরি শংকর' কর্মসূচিতে পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন সহ কাউন্সিলাররা উপস্থিত থাকবেন। এনিয়ে শংকর ঘোষ বলেন, 'শহরের সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতেই এই পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতি মাসে একদিন করে এই কর্মসূচি করা হবে।' ভোটযুদ্ধে গৌতমকে গোহারান হারিয়েছেন। মেয়রের কর্মসূচির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে শংকরের উত্তর, 'এই মুহূর্তে গোটা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে তাদের পক্ষে মানুষের মুখোমুখি হওয়াটাই কষ্টকর। এটাই হয়তো বড় কারণ।'

প্রারম্ভিক শিবিরে ভিড় আশা বাড়াচ্ছে সংঘের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ মে : রাজ্যে পালাবদলের পরে আবারও শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি। সংঘ সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক জেলার খণ্ডগুলিতে (সংঘের নিয়মমতো কয়েকটি এলাকা নিয়ে একটি খণ্ড) এই প্রথম প্রারম্ভিক শিবির শুরু করেছে তারা। তিনদিনের এই শিবিরগুলিতে ভিড় উপচে পড়ছে কমবয়সি ছেলেদের। তাতে আগামীদিনে শাখা বৃদ্ধির আশা দেখছেন সংঘকর্তারা। সংঘের উত্তরবঙ্গের এক কর্তার বক্তব্য, 'আগেও প্রারম্ভিক শিবির হত। কিন্তু তা টের পেতেন না অনেকেই। ভিড়ও সেভাবে হত না। বর্তমানে ভিড় হচ্ছে। এটা সংঘের কাছে বড় প্রাপ্তি।'

সংঘ সূত্রে খবর, গতবছর পর্যন্ত সংঘ তাদের সাংগঠনিক জেলা ধরে সাতদিনের শিবিরগুলিতে জোর দিত। শাখার সঙ্গে যুক্তদেরই সাতদিনের সেই শিবিরগুলিতে প্রশিক্ষণের জন্য অনুমতি মিলত। সেরকম শিবিরগুলিতে কোথাও জনা পঞ্চাশেক, কোথাও শতাধিক তরুণ শিবিরে সুযোগ পেতেন। অভিযোগ, সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে সেসময় তৃণমূলের বাধার মুখেও পড়তে হয়েছিল অনেককে। ফলে খণ্ড ধরে প্রারম্ভিক শিবির করানোর ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় তা করাতে পারেননি সংঘের কার্যকর্তারা। প্রায় লুকিয়ে চুরিয়ে হাতেগোনা দু'-একটি জায়গায় প্রারম্ভিক শিবির হলেও তাতে ৫-১০ জনের বেশি হত না। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবার সেই চিত্র অনেকটাই পালটেছে। অনেক পরিবারই চাইছে, তাদের ঘরের ছেলেরা শিবিরে যাক, শাখায় যাক এবং তাদের মধ্যে সংঘের মানসিকতা তৈরি হোক।

- গতবছর পর্যন্ত সংঘ তাদের সাংগঠনিক জেলা ধরে সাতদিনের শিবিরগুলিতে জোর দিত
- শাখার সঙ্গে যুক্তদেরই সাতদিনের সেই শিবিরগুলিতে প্রশিক্ষণের জন্য অনুমতি মিলত
- সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে সেসময় তৃণমূলের বাধার মুখেও পড়তে হয়েছিল অনেককে

সংঘের হিসাবে উত্তরবঙ্গে তাদের ১২টি সাংগঠনিক জেলা রয়েছে। প্রত্যেক জেলায় নগর এবং শহরভিত্তিক খণ্ডের ভাগ রয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পড়ুয়াদের পেটে যুদ্ধের লাথি

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াপিছু রান্নার তেল বরাদ্দ ৫ গ্রাম। এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু রান্নার তেল বরাদ্দ সাড়ে ৭ গ্রাম। সেটাও এখন বাহুল্য। কমাতে হবে বলে নির্দেশ এসেছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর ও ধূপগুড়ি, ২২ মে : স্মার্টফোনে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন রিল স্ক্রল করতে করতে একটা জনপ্রিয় ডায়ালগ অনেকেই শুনেছেন। 'অব করে তো করে ক্যায়া'। অনেকটা সেরকমই দশা বিভিন্ন স্কুলের মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের। তাঁরা কী করবেন, কীভাবে রাঁধবেন, ভেবেই পাচ্ছেন না। কারণ, কেন্দ্র সরকারের নির্দেশ মেনে স্কুলের মিড-ডে মিলে রান্নায় তেল এবং গ্যাসের ব্যবহার কমানোর নির্দেশ দিল পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা দপ্তর। রাজ্যের সমস্ত জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা আধিকারিকদের এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ইরান যুদ্ধের আঁচ এবার সরাসরি পড়ুয়াদের পাতে।

তা যুদ্ধের জের তো সবাইকেই ভুগতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, সোনা না কিনতে, বিদেশ না যেতে। সরকার বলছে, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে জ্বালানি-বিদ্যুৎ ইত্যাদি সাশ্রয় করতে। স্কুল পড়ুয়াদেরও

যে তার জ্বালা পোহাতে হবে, সে তো বলাই বাহুল্য। তবে মিড-ডে মিলের রান্নাবান্নার দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের হিসেবটা খুব জটিল, আর বেশ গোলমেলে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র পিছু ৬ টাকা ৭৮ পয়সা করে বরাদ্দ রয়েছে। আর ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র পিছু ১০ টাকা ১৭ পয়সা বরাদ্দ করা আছে। এই টাকার মধ্যে তরিতরকারি, ডিম, মশলাপাতি, রান্নার গ্যাস কিনতে হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে। অর্থাৎ, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া পিছু রান্নার তেল বরাদ্দ ৫ গ্রাম। এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু রান্নার তেল বরাদ্দ সাড়ে ৭ গ্রাম। সেটাও এখন বাহুল্য। কমাতে হবে বলে নির্দেশ এসেছে। রাঁধুনিদের মাথায় হাত পড়াটাই স্বাভাবিক।

রাজ্যের কড়া নোটিশের পর এখন তো মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন শিক্ষকরা। তা বলে ক্ষোভের বহর কিন্তু কমছে না। হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের একটি স্কুলে শ-তিনেক পড়ুয়া রয়েছে। মিড-ডে মিলের মেনু তো নির্দিষ্টই। ভাত-ডাল, তার সঙ্গে কোনওদিন মিক্সড ভেজ, মানে সবজির ঘ্যাঁট। নাহলে ডিম। নয়তো সয়াবিন। আর কোনওদিন খিচুড়ি আর সবজি। নয়তো খিচুড়ি আর পাঁপড় ভাজা। সঙ্গে চাটনি। ট্যালটেলে সয়াবিনের তরকারি, ফ্যাকাশে সবজি আর খিচুড়ি নাহয় দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা সোনামুখ করে খেয়ে এসেছে এতদিন। এবার তার থেকেও তেলের পরিমাণ কমাতে হলে সবজি সেদ্ধ করে থালায় বেড়ে দিতে হয়, বলছিলেন সেই স্কুলের রান্নার মাসি। মিড-ডে মিল রান্নার কাজে নিযুক্ত হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মী অঞ্জলি মণ্ডল তো বলেই দিলেন, 'পড়ুয়া পিছু যে তেল বরাদ্দ করা হয়েছে,

এরপর বারোর পাতায়

সোহমের মুখে হুমকি

টাকা ফেরত চাওয়ার জের, অভিযোগ প্রযোজকের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২২ মে : সিনেমাও করেননি, টাকাও ফেরত দেননি। উলটে টাকা ফেরত চাইতে গিয়ে পেতে হয়েছে প্রাণনাশের হুমকি! তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় এমনই অভিযোগ করলেন প্রযোজক তরুণ দাস। বালুরঘাটের মঙ্গলপুর এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ীর এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে শহরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

যদিও এর আগে সোহমও ওই প্রযোজকের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ আনেন। সোহমের দাবি, তরুণ দাস তাঁর অফিসে এসে টাকা ফেরত চান। সোহম তখন তাঁকে স্পষ্টত জানিয়ে দেন, ইন্ডাস্ট্রির নিয়ম অনুযায়ী অগ্রিম দেওয়া টাকা ফেরতযোগ্য নয়। এরপর সোহমের অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে ওই ব্যক্তি প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ফোন করেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। এমনকি রাজ্যে পালাবদলের প্রসঙ্গ টেনে তিনি ফোনের ওপার থেকে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানও দেন!

এদিকে তরুণ দাসের পালটা দাবি, সোহম তাঁকে বাড়িতে ডেকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সোহমের থেকে অনেকবার টাকা ফেরত চেয়েছি। কিন্তু ও পাত্তা দেয়নি। অবশেষে গত ১৯ মে ম্যানেজারের মাধ্যমে আমাকে সোহমের বাড়িতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ওই বৈঠকেও ও টাকা দিতে রাজি হয়নি। উলটে আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। ক্ষমতায় থাকাকালীন সোহমের কাছাকাছি পৌঁছাতেই পারিনি। এখন ওর ক্ষমতা না থাকলেও, যেভাবে আমাকে হুমকি দিচ্ছে, তাতে আশঙ্কার মধ্যে রয়েছি। তাই বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছি।' এমন দাবি ও পালটা দাবিকে কেন্দ্র করে তাই এখন সরগরম বালুরঘাট।

সোহম চণ্ডীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক। এই বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল তাঁর পুরোনো আসন বদল করে নদিয়ার করিমপুরের টিকিট দিয়েছিল। কিন্তু বিজেপি-ঝড়ে তিনিও হেরে যান।

জানা গিয়েছে, তরুণ দাস তাঁর প্রযোজনা সংস্থার হয়ে অতীতে একাধিক সিনেমা বানালেও বক্স অফিসে সেগুলি তেমন চলেনি। তবুও ২০১৮ সালে একটি বাংলা ছবি করতে উদ্যোগী হন তিনি। সেই ছবিতে অভিনয় করার কথা ছিল সোহমের। পরিচালক ছিলেন মহুয়া চক্রবর্তী। সেই ছবিতে অভিনয়ের জন্য নিয়মমাফিক ১৫ লক্ষ টাকা অগ্রিমও দেওয়া হয়েছিল সোহমকে।

তরুণের দাবি, তাঁর প্রযোজনা সংস্থা থেকে ১৫ লক্ষ টাকার অগ্রিম চেক দেওয়া হলেও সোহম ওই ছবি করতে টালবাহানা করে গিয়েছেন। ডেট দেননি। তারপর সময় যত গড়িয়েছে, ওই সিনেমা করার মতো টাকা তো তাঁর কাছে ছিলই না, বরং তাঁকে দেউলিয়া হতে হয়েছে। বারবার সোহমের কাছে সেই টাকা ফেরত চাইলেও তা মেলেনি।

যদিও সংবাদমাধ্যমে সোহমের দাবি, তিনি প্রথম থেকেই ছবিটিতে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু মাঝপথে পরিচালক সরে দাঁড়ানোয় কাজটি ভেস্তে যায়।

এদিকে, নির্বাচন চলাকালীনই আরও এক প্রযোজক সোহমের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে টাকা ধার নিয়ে শোধ না করার মামলা করেন। তার উপর বালুরঘাটের প্রযোজকের করা এই মামলায় সোহম আরও বিপাকে পড়েছেন। বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

১৫ বছর পর নিখোঁজ ছেলে ফিরল বাড়িতে

সামসী, ২২ মে : মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় ১৫টা বছর। অপেক্ষা করতে করতে বাবা-মাও ছেড়ে দিয়েছিলেন আশা। মেনে নিয়েছিলেন ভবিতব্যকে। এমন সময় ভাইরাল হল পড়শি দেশের এক ব্লগারের একটি পোস্ট। সেই দম্পতি দেখেন, ভাইরাল পোস্টের সেই তরুণ আসলে ১৫ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া তাঁদের ছেলে। শুরু হয় ছেলেকে ঘরে ফেরানোর তোড়জোড়। শেষমেশ বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশ থেকে নিজের বাড়িতে ফিরলেন মালদার চাঁচলের বাসিন্দা নাজিমুল হক। ছেলেকে ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ বাবা-মা। তৈরি হল আবেগের এক অনন্য মন্তাজ। সিনেমাকে হার মানিয়ে দেওয়া এই গল্পের সাক্ষী থাকল গোটা গ্রাম।

মারুফ আলি চাঁচল-১ ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছকর ডিগি এলাকার বাসিন্দা। মারুফের ছেলে নাজিমুল প্রায় ১৫ বছর আগে হঠাৎই একদিন নিখোঁজ হয়ে যান। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও নাজিমুলের সন্ধান মেলেনি। মারুফ বলেন, 'ছোট থেকেই নাজিমুল সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন। মাঝেমধ্যেই ও বাড়ি থেকে এদিকে-ওদিকে চলে যেত। খোঁজখবর নিয়ে আমরা ওকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতাম।'

মারুফ জানান, ২০১১ সালে একদিন হঠাৎ নাজিমুল বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। অনেক খোঁজখবর নিয়েও নাজিমুলের পরিবার তাঁর সন্ধান পায়নি। মারুফ বলেন, 'একটা সময় ভেবেছিলাম আমাদের ছেলে হয়তো মারা গিয়েছে।'

এরপর যা ঘটে তাকে অনায়াসে 'ম্যাজিক' বলা চলে। 'মিরাকল' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

মারুফ যোগ করেন, 'বছরখানেক আগে প্রতিবেশীরা ফেসবুকে আমার ছেলের ছবি দেখতে পেয়েই বাড়িতে ছুটে আসেন। ছবি দেখেই চিনতে পারি নাজিমুলকে। ফেসবুকের মাধ্যমেই জানতে পারি নাজিমুল বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় রয়েছে। মোল্লা সিয়াম নামে বাংলাদেশের এক ব্লগার সামাজিক মাধ্যমে আমার ছেলের ছবি পোস্ট করেছিলেন। তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ করি।'

এরপরই তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ শুরু হয়। বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ্যে আসার পর প্রশাসনও সক্রিয় হয়। পাশাপাশি দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

শেষমেশ বৃহস্পতিবার রাতে মহদীপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে ফেরেন নাজিমুল। পরিবারের সদস্যরা সাংসদ ইশা খান চৌধুরী এবং প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান।

ইশা বলেন, 'মানবিকতার খাতিরেই এই লড়াই লড়েছিলাম। নাজিমুল বাড়ি ফেরায় আমি খুব খুশি।'

অসুস্থ মঙ্গলাকান্তের শয্যায় সারিন্দা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২২ মে : শয্যাশায়ী মঙ্গলাকান্ত রায়। দু'দিন ধরে বন্ধ খাবার খাওয়াও। বিছানাই যেন সঙ্গী জীর্ণ শরীরের। তবুও বুকে জড়িয়ে প্রাণের প্রিয় সারিন্দা। এই সারিন্দাই যে তাঁকে দিয়েছে পদ্মশ্রী সম্মান।

বয়সজনিত অসুস্থতায় ২৭ এপ্রিল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন শতোর্ধ্ব এই শিল্পী। যদিও চিকিৎসায় গলায় টিউমার রয়েছে বলে ধরা পড়ে। চিকিৎসকের দল গঠন করে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে থাকতে তাঁর মন সায় দেয়নি। একপ্রকার জোর করেই মঙ্গলা দু'দিন বাদে ধওলাগুড়ির বাড়িতে ফিরে আসেন। স্ত্রী চম্পা ও পরিবারের সদস্যরা বাড়িতেই তাঁর খেয়াল রাখছেন। কিন্তু দু'দিন ধরে তাল কাটছে পদ্মশ্রী মঙ্গলার শারীরিক অবস্থার। এতদিন তরল জাতীয় খাবার খাওয়ানো হলেও, দু'দিন থেকে সে খাবারও মুখে তুলছেন না শিল্পী। ফলে অসুস্থতার পাশাপাশি দুর্বলতাও গ্রাস করছে প্রতিমুহূর্তে। কথাবার্তাও অনেকটাই কমে গিয়েছে। তবুও জীবনের এই প্রান্তে এসেও কোনওভাবেই হাতছাড়া করছেন না প্রাণাধিক প্রিয় সারিন্দাকে।

ছোট ছেলে দিলীপ বলেন, 'দু'দিন ধরে বাবা খাবার খাওয়া একদম বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু ছোটবেলায় নিজের হাতে তৈরি সারিন্দাটা হাতছাড়া করছেন না। আসলে ওই সারিন্দা বাজিয়েই তো বাবা সবার কাছে পরিচিতি পেয়েছে।' বড় ছেলে উমাকান্তর বক্তব্য, 'দু'দিন ধরে ওষুধ টুকুও খাচ্ছে না। হাসপাতালে যেতে চান না বাবা। তাই তাঁর ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়েই বাড়িতে রেখে দিয়েছি।'

অভাবের কারণে স্কুলে পড়া হয়নি মঙ্গলার। ছোটবেলায় দোতারার সুর শুনে গান ভালোবেসেছিলেন। এক সময় বাড়ির পাশের শ্মশানের

> এখন তো কেউ আর সারিন্দা শেখে না। তাই আমার সাধনা কাউকে দিয়ে যেতে পারলাম না।
>
> **মঙ্গলাকান্ত রায়** পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক

একটি আধপোড়া কাঠ দিয়ে নিজে হাতে তৈরি করেছিলেন সারিন্দা। চিরাচরিত তালিম না থাকলেও, নিজের ইচ্ছেতেই ধীরে ধীরে ওই সারিন্দায় সুর তুলেছিলেন মঙ্গলাকান্ত। সেই সুরের জাদুতেই দেশে খ্যাতি ছড়ায় তাঁর। কোনওরকমে আক্ষেপ জড়ানো গলায় অনেকটা সময় নিয়ে ধীরে ধীরে মঙ্গলা বলেন, 'বয়স হলে সব বিদ্যাই কাউকে শিখিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এখন তো কেউ আর সারিন্দা শেখে না। তাই আমার সাধনা কাউকে দিয়ে যেতে পারলাম না।'

গরুমারায় সাফারিতে আরও হাতি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ মে : পুজোর আগেই গরুমারা জাতীয় উদ্যানে হাতি সাফারিতে আনা হচ্ছে আরও একটি কুনকি হাতি। বর্তমানে তিনটি হাতি দিয়েই ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প থেকে পর্যটকদের হাতি সাফারি করানো হয়। দিনের পর দিন পর্যটকদের হাতি সাফারির চাহিদা বাড়ছে। হাতি সাফারির প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে এবং ভিড় সামাল দিতে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকেই চারটি হাতি দিয়েই হাতি সাফারি করাবে বন দপ্তর।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনে তিনবার এবং সন্ধ্যার আগে একটি, মোট চারটি শিফটে এলিফ্যান্ট সাফারির ব্যবস্থা রয়েছে ।

জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা সব্যসাচী রায় বলেন, 'একটি হাতির রাইডিং অফলাইনে রাখা হলেও ভিআইপি কোটা ছাড়া সাধারণ পর্যটকরা বুকিং পান না। ফলে অন্য দুটি হাতিকে নিয়ে সাফারির বুকিং করতে অনলাইনে পর্যটকদের মধ্যেও ইঁদুরদৌড় শুরু হয়। নতুন একটি হাতি

আনার ঘোষণায় আমরা খুশি।'

বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের অফিসে জেলার সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় এবং বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে বৈঠক করেন। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন তাঁর ডিভিশনের নতুন নতুন উদ্যোগ বৈঠকে তুলে ধরেন। পুজোর আগে জঙ্গল খুললেই গরুমারা জাতীয় উদ্যানে হাতি সাফারি পরিষেবায় আরও একটি কুনকি হাতিকে শামিল করা হচ্ছে বলে বৈঠকে বলা হয় বন দপ্তরের পক্ষ থেকে।

ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ী দিব্যেন্দু দেব জানান, ডুয়ার্সে পর্যটকদের কাছে জিপ সাফারির চেয়েও হাতি সাফারির আকর্ষণ অনেক বেশি। কিন্তু এত কম সংখ্যক হাতি দিয়ে সাফারিতে পর্যটকদের অধিকাংশই বুকিং পান না। সাংসদ বলেন, 'খুব ভালো উদ্যোগ। পর্যটককে পরিবেশবান্ধব পরিস্থিতির মধ্যেই পরিকল্পনামাফিক পরিষেবা দেওয়াই বন দপ্তরের উদ্দেশ্য। এই ঘোষণায় পর্যটকরা ভীষণ খুশি হবেন।' তবে উত্তরবঙ্গের জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীকে বাঁচিয়েই পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা করাই রাজ্য সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য, সেদিকে যেন কোনও ত্রুটি না থাকে বলে জয়ন্ত জানিয়েছেন।

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

শিলিগুড়ির মাননীয় ACJM আদালত অভিযুক্ত শ্রী পবন কুমার আগরওয়াল @ রাজেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, পিতা- চরণ দাস আগরওয়াল, বাসিন্দা- গোল এরিয়া রাস্তা, ওয়ার্ড নং- ১৬, জনকপুরধাম, নেপাল- কে ১০/০৬/২০২৬ তারিখে মাননীয় ACJM আদালত, শিলিগুড়িতে উপস্থিত হওয়ার জন্য ঘোষণা (Proclamation) জারি করেছে। এই ঘোষণা Central Bureau of Investigation কর্তৃক তদন্তাধীন মামলার প্রেক্ষিতে জারি করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ
মামলা নং : RC-25(A)/98-Kol/CBI/ACB/Kolkata
তারিখ : 18/06/1998
মামলার শিরোনাম : CBI বনাম কিরণ পাল সিং ও অন্যান্য
অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 120B/420/467/471 ধারায় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, 1988- এর ধারা 13(2) সহ ধারা 13(1)(d)- এর অধীনে বিচার কার্য চলছে।
Cbc 32205/11/0014/2627

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tender for Repair & renovation work for conversion of Changerkuthi Khalishamari & Falimaridanga Sub Center to SSK under Sitalkuchi Block in Coochbehar District, vide Tender ref no: DHFWS/CBR/NIeT/CIV/26-27/01/1 to 2, are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.wbtenders.gov.in and www.coochbehar.nic.in and www.wbhealth.gov.in Any corrigendum will published in website only.
Sd/- CMOH, Cooch Behar ICA-T8380(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D TENDER NOTICE
S.E., N.B.E.C., P.W. Directorate invite online e-tender for the work of- (1) Up-gradation of Banarhat RH under Banarhat Block in the district of Jalpaiguri-SITC of Lift. e-NIT No: WBPWD/SENBEC/eNIT-02/2026-2027. e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5014347_1. Pre Bid Meeting on 02/06/2026 at 12:30 p.m. Bid submission Start Date (online) : 04/06/2026 at 06:00 p.m. Bid submission Closing Date (online) : 19/06/2026 upto 01:00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- S.E., N.B.E.C., P.W.Dte., GOVT. OF W.B.
ICA-T8411(3)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৯৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৮২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৮৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/০৫, তারিখঃ ২০-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-০৫-২০২৬-২৭; কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১৬টি স্টেশনের জন্য তিন (০৩) বছর অর্থাৎ ৩৬ মাহ সময়ের জন্য সিমেন্স দ্বারা নির্মিত ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং-এর ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৫,০৬,৯৮,৪১৪.০৮ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১০,১৪,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-০৬-২০২৬ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer (P.W.D), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work Sl No-1) "Gairkata-Ramsai Road-Patch repairing of Potholes at chainage 0.00 Kmp to 1.47 Km and 2.15 km to 2.85 km in stretches at Gairkata Sub-division, under Jalpaiguri Division, PWD during the year 2026-27." And Sl No-2) "Patch repairing of Potholes-Gairkata-Ramsai Road at chainage 4.00 Kmp to 6.15 Km in stretches at Gairkata Sub-division, under Jalpaiguri Division, PWD during the year 2026-27." NIeT No 02 of 2026_27 (1st call). Tender Id : 2026_WBPWD_5014338_1/2026_WBPWD_5014338_2. Estimated Amount Put to Tender : Rs. 9,85,817.33/ Rs. 9,82,828.14. Bid submission closing date(online): 02.06.2026 upto 12:00 Hrs. Technical Opening date (online): 04.06.2026 at 12:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JALPAIGURI DIVISION, PWD, GOVT. OF W.B. ICA-T8417(2)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের ধৌনী (ডিডব্লুএলই) এবং টিকানী (টিকেএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার উদ্দেশ্যে www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-১২-২০২৬। নিলাম শুরু ঃ ০৮.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ। (১) পার্কিং-এমএলডিটি-ডিডব্লুএলই-এমএক্স-৭৬-২৬-১ এবং ধৌনী (ডিডব্লুএলই)। (২) পার্কিং-এমএলডিটি-টিকেএলই-এমএক্স-৭৭-২৬-১ এবং টিকানী (টিকেএলই)। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-57/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী
মে'/২০২৬ এবং জুন/২০২৬ মাসের জন্য ডিওয়াই.সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে		
১	মে'/২০২৬	২৮-০৫-২০২৬
২	জুন/২০২৬	১৮-০৬-২০২৬ এবং ৩০-০৬-২০২৬
আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে		
১	মে'/২০২৬	২৮-০৫-২০২৬
২	জুন/২০২৬	১৮-০৬-২০২৬ এবং ৩০-০৬-২০২৬
কাটিহার মণ্ডলের জন্যে		
১	মে'/২০২৬	২৮-০৫-২০২৬
২	জুন/২০২৬	১৮-০৬-২০২৬ এবং ৩০-০৬-২০২৬

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক www.ireps.gov.in -এ মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে বিজ্ঞাপনী বোর্ডসমূহ (আরডিএন - নন ডিজিটাল), আইপিআইএস (ডিজিটাল প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন চার্ট), সেলুন কিয়স্ক, খুচরো বিপণি, এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ এবং রিটায়ারিং রুম ও ডরমিটরির ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে।
● (ক) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমআইএসসি-এমএলডিটি-০৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।
মালদা ডিভিসনে সেলুন ও খুচরো বিপণি
এসইকিউ নং., লট নং., বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ ঃ (১) এএ/১, এমএসএস- এমএলডিটি-বিজিপি-এসএস-৩৩-২৫-১, সেলুন, ভাগলপুর। (২) এবি/১, এমএসএস- এমএলডিটি-বিজিপি-এসটিজিইএন-৭৭-২৬-২, খুচরো বিপণি, ভাগলপুর। (৩) এবি/২, এমএসএস-এমএলডিটি- বিএইচডব্লু-এসটিজিইএন-৭৯-২৬-২, খুচরো বিপণি, বড়হরওয়া।(৪) এবি/৩, এমএসএস- এমএলডিটি- এসজিজি-এসটিজিইএন-৮৫-২৬-২, খুচরো বিপণি, সুলতানগঞ্জ। (৫) এবি/৪, এমএসএস- এমএলডিটি- জেএমপি-এসটিজিইএন-৮৪-২৬-২, খুচরো বিপণি, জামালপুর। (৬) এবি/৫, এমএসএস- এমএলডিটি- এসবিজি-এসটিজিইএন-৭৮-২৬-২, খুচরো বিপণি, সাহেবগঞ্জ।
● (খ) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এডিভিটি-এমএলডিটি-২০২৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।
মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশনে আইপিআইএস (ডিজিটাল প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন চার্ট)
এসইকিউ নং.ঃ এবি/১, লট নং.ঃ এডিভিটি-এমএলডিটি-এসবিজি-ওএসডি-২২৭-২৬-১, স্টেশন ঃ সাহেবগঞ্জ।
মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশনে আরডিএন (নন-ডিজিটাল)
এসইকিউ নং.ঃ এসি/১, লট নং. ঃ এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৪-২২-১, স্টেশনঃ ভাগলপুর।
● (গ) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ আরআর-এসি-ডিওআর-২০২৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।
মালদা ডিভিসনে এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, রিটায়ারিং রুম (এসি এবং নন এসি) এবং ডরমিটরি
এসইকিউ নং., লট নং., বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ ঃ (১) এএ/১, পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুআরএল-৫২-২৫-১, এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, সাহেবগঞ্জ। (২) এএ/২, পিএনইউ-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু- ডব্লুআরএল-৬৪-২৬-১, রিটায়ারিং রুম ও ডরমিটরি, বড়হরওয়া। (৩) এএ/৩, পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি- ডব্লুআরএল-৪৭-২৫-১, এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, পীরপৈন্তি। (৪) এএ/৪, পিএনইউ-এমএলডিটি-এসজিজি- ডব্লুআরএল-৬২-২৬-১, রিটায়ারিং রুম ও ডরমিটরি, সুলতানগঞ্জ। (৫) এএ/৫, পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিজি- ডব্লুআরএল-৬৩-২৬-১, রিটায়ারিং রুম ও ডরমিটরি, সাহেবগঞ্জ। (৬) এএ/৬, পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিও-ডব্লুআরএল-৫৭-২৬-১, এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, সাবৌর। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-58/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

শিলিগুড়ির লোকাল এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন। বেতন - ১০,৫০০/- স্পট জয়েনিং। M - 8617036234. (C/121773)

●

Tufanganj College of Education, Faculty Urgently required B.Ed : Immediate vacancies for qualified candidates : Principal - 1, Foundation Subject (1). Education- 2 (2). Philosophy- 1 (3). Sociology- 1. Method/Pedagogy Subject (1). Bengali- 1, (2) History- 1, (3) Education- 1, (4) Philosophy- 1, (5) Economics- 1, (6) Political Science-1, (7) Sociology-1, (8) Physical Science-1, (9) Life Science- 1, (10) Mathematics- 1, (11) Physical Education-1, (12) Fine Arts - 1, (13) Performing Arts- 1. Eligibility as per NCTE norms 2014. Interested candidates may submit your Bio data in E-mail : tufanganjptti@gmail.com (D/S)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer (P.W.D), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work of Sl no : 01 Engagement of an Inspection Vehicle (diesel driven) on a monthly hiring basis for the official use of the Superintending Engineer, PW Dte, NBC-II, Jalpaiguri. Tender Id : 2026_PWD_5014289_1. Sl no : 02. Engagement of an Inspection Vehicle (diesel driven) on a monthly hiring basis for the official use of the Assistant Engineer, Circuit Bench Sub Division , PW Dte Jalpaiguri. Tender Id : 2026_PWD_5014289_2. NIeQ No 01 of 2026_27 (1st call) Sl no : 01 and 02. Bid submission closing date(online) : 02-06-2026 at 12:30 Hrs. Technical Opening date (online) : 04-06-2026 at 12:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JALPAIGURI DIVISION, PWD, GOVT OF W.B. ICA-T8398(2)/2026

সেতুর জন্যে অতিরিক্ত ওপেনিঙের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ
টেন্ডার নোটিস নং. ডিএসকে/ইএনজিজি/২০ অফ ২০২৬ তারিখঃ ২১-০৫-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- কাজের নামঃ গোগামুখ-বরদলনি খণ্ডের মধ্যে সেতু নং. ৬৮৬ এর জন্যে (৪.০ মিটার × ৫.২ মিটার) আকারের ২ টি অতিরিক্ত ওপেনিঙের ব্যবস্থা করার সাথে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১৩,৬৬,৯৮,৩৪০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২৭,৩৪,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হবে ১২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ১২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ব্যবসা

R.O পানীয় জলকারখানা করে, মাসিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করুন। 6291409300/ 7890737045. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Krishna Mahanta Sarkar, W/o Uttam Sarkar, গ্রাম - পতিরাম নিচাভান্ডার পো: পতিরাম থানা বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর আমার পাশপোর্টে (যার নং N6625633) আমার নাম ভুল থাকায় গত 21/05/26 তারিখে বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Krishna Mohanta Sarkar থেকে Krishna Mahanta Sarkar করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121855)

●

আমার কন্যা Anisha Sultana -র জন্ম শংসাপত্র রেজি: নং - 1720, তাং 18-05-2012 যেখানে আমার নাম Anurnahar Bibi -র পরিবর্তে Nurnahar Bibi নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 13-11-25, J.M. 3rd Court (S) কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Anurnahar Bibi এবং Nurnahar Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। স্বামী : Sirajul Islam, গ্রাম : টাপুরহাট, পো : ঘুঘুমারী, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, পিন : 736170, প: ব:। (C/121411)

●

আমি, Chaitali Sarkar আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে তার নাম ভুল থাকায় গত 22/5/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD. E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (ছেলে) Artigno Dutta থেকে Artighna Dutta নামে পরিচিত হলো, উভয় একই ব্যক্তি। (C/121993)

●

আমি Manachara Pal, S/o Gor Pal গ্রাম - ঝাড়বাড়ি, পো+থানা - করনদিঘী, জেলা উত্তর দিনাজপুর, আমার ছেলের জন্ম প্রমাণ পত্রে (যার রেজি: নং 918, তাং 8/7/1998) আমার নাম ভুল থাকায় গত 06/09/25 তারিখে ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর জেলার ১ম শ্রেণী J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Manoranjan Pal থেকে Manachara Pal করা হইল। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121990)

হারানো / প্রাপ্তি

আমার S.C. Certificate সম্প্রতি আমার অজান্তে, আমার নিকট হইতে হারিয়ে গেছে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন - বীরেন্দ্র নাথ বর্মন, মো : 9933852730. (C/121412)

আজ টিভিতে

কেলোর কীর্তি সন্ধে ৬.৪৫ জলসা মুভিজ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ সিলি ফেলোজ, দুপুর ১২.১৫ পাগলু-টু, বিকেল ৩.১৫ আমার মায়ের শপথ, সন্ধে ৬.৪৫ কেলোর কীর্তি, রাত ৯.৪৫ লভ এক্সপ্রেস

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সবার উপরে মা, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.১৫ অগ্নি পরীক্ষা, সন্ধে ৭.৩০ বারুদ, রাত ১০.৩০ অগ্নি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ হাতিয়ার, বেলা ১১.৩০ অমর প্রেম, দুপুর ২.৩০ লোফার, বিকেল ৫.৩০ মঙ্গলদীপ, রাত ৮.০০ টক্কর, ১১.০০ আসল নকল

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ব্যবধান, সন্ধে ৭.৩০ আপন পর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বঁধূয়া

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ৯.৫৫ ক্ষত্রিয়, দুপুর ১.৪০ অওলাদ, বিকেল ৪.৪৬ পাপ কি দুনিয়া, সন্ধে ৭.৫০ ওয়াক্ত কি আওয়াজ, রাত ১০.৫০ জীবন এক সংঘর্ষ

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৪১ রাউডি রক্ষক, দুপুর ১.৪৮ শেষনাগ, বিকেল ৪.৩০ সূরয়া-এস থ্রি, সন্ধে ৭.৩০ দ্য কেরালা স্টোরি, রাত ১০.০৮ ভেঙ্কি মামা

বার্থ অফ স্পিড দুপুর ১.৫৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

দ্য কেরালা স্টোরি সন্ধে ৭.৩০ জি অ্যাকশন

চিকেন চুকাউনি এবং বাটার গার্লিক হানি চিকেন তৈরির পদ্ধতি শেখাবেন অপরাজিতা মণ্ডল এবং মধুমিতা পণ্ডিত। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়ির কোনও কথা নিয়ে বন্ধুমহলে আলাপ-আলোচনা করতে যাবেন না। অপ্রত্যাশিত খবর পেয়ে আনন্দ। বৃষ : বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা বাড়বে। বন্ধুর দ্বারা কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি। মিথুন : পরিবারে শান্তি ফিরবে। ব্যবসায় সামান্য ভুলে বড় লোকসানের সম্ভাবনা। ধর্মে আগ্রহ বাড়বে। কর্কট : কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তিতে পড়তে হতে পারে। বাড়ি, জমি কেনার আগে কাগজপত্র ভালো করে দেখে নেবেন। সিংহ : অর্থ উপার্জন ভালোই হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সামান্য কারণে বাবা-মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য। কন্যা : বিকল্প কাজের সন্ধানে সফল হবেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রেমে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। তুলা : কোনও অপরিচিত ব্যক্তির মিষ্টি কথায় ভুলে প্রচুর টাকা খোয়াতে হতে পারে। সামাজিক দায়িত্ব বাড়বে। বৃশ্চিক : উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তানের বিদেশযাত্রায় বাড়িতে আনন্দ। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান। ধনু : সংসারে আর্থিক সমস্যায় মানসিক চাপ বাড়বে। ব্যবসায়ীরা এইসময়ে বাড়তি ঝুঁকি না নিলেই ভালো। মকর : যানবাহন খুব সাবধানে চালাবেন। কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। কুম্ভ : আপনার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সংসারে ক্ষতি হতে পারে। পড়ুয়ারা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর সাফল্য পাবেন। বাতের ব্যথায় ভোগান্তি। মীন : অতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট করে পরে অনুশোচনা। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রম ও দক্ষতার সুফল পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ২ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ মে ২০২৬, ৮ জেঠ, সংবৎ ৭ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক, ৬ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১১। শনিবার, সপ্তমী দিবা ১০।২২। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ৭।২৭। ধ্রুবযোগ দিবা ১১।২৯। বণিজকরণ দিবা ১০।২২ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৯।৪৪ গতে ববকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৭।২৭ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১০।২২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ১০।২২ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৫৩ মধ্যে ও ৪।৩২ গতে ৬।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩২ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৫।৩৮ গতে ৬।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৬ মধ্যে ও ১১।১৬ গতে ১।২২ মধ্যে ও ২।৪৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কৃষ্ণ দাসের কালো ছায়া থেকে বাদ যায়নি রানিনগর শিল্পাঞ্চল। শিল্পপতি থেকে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক, ঠিকাদারদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিলেন তৃণমূলের পলাতক নেতা ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। টাকা না দিলে তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। দলের জেলা নেতৃত্বর মৌনব্রতে এই সাহস।

জুলুমে 'নত' আট ঠিকাদার

শিল্পাঞ্চলে কৃষ্ণপক্ষ/১

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ মে : রানিনগর শিল্পাঞ্চলেও তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের 'অত্যাচার' ভয়াবহ আকার নিয়েছিল। শিল্পপতি থেকে শ্রমিক, এমনকি ঠিকাদাররাও নিস্তার পাননি সেই জুলুম থেকে। শিল্পাঞ্চলে এক বহুজাতিক ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতিকারী কোম্পানির আটজন ভেন্ডারের (খাবার, স্ক্যাপ, নোট প্যাড প্যান, রেজিস্টার বুক ও অন্য সরঞ্জাম সরবরাহকারী ঠিকাদার) থেকে কৃষ্ণ দাস ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা ৭০ লক্ষ টাকা নিয়েছিল। ২০১৯ সাল থেকে এই জুলুম চালানো হচ্ছিল। টাকা না দিলে কৃষ্ণের বাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে হুমকি দেওয়া হত। কৃষ্ণের তোলাবাজির চাপে কাজ ছেড়ে দেন একাধিক ভেন্ডার।

সময়টা ২০১৯ সাল রানিনগর শিল্পাঞ্চল এলাকা দেখতেন তৃণমূল নেতা নিতাই কর। কিন্তু আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য নেত্রী দোলা সেনের ছত্রছায়ায় শিল্পাঞ্চলে তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নামে নতুন সংগঠন তৈরি করেন কৃষ্ণ দাস। তখন থেকেই শিল্পাঞ্চলে দাপিয়ে বেড়ানো শুরু তাঁর। এক বহুজাতিক ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারী কোম্পানিতে তখন উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা থেকে ঠিকাদাররা বিভিন্ন কাজের টেন্ডার পেয়েছিলেন। কাজ ছেড়ে দেওয়া এক ঠিকাদার বলেন, 'আমরা তখন আটজন ছিলাম। কৃষ্ণ দাস একেকজনের কাছ থেকে ৬ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা করে নিয়েছেন বছরে। টাকা একবার কম দিতে চেয়েছি। আমার রান্না করা খাবারে কৃষ্ণের লোকজন ব্যাং, আরশোলা এনে ফেলে দিয়ে বদনাম করেছেন। তবু কোম্পানি আমাদের পরিস্থিতি বুঝতে পেরে কাজে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু বছরে ২০ লক্ষ টাকা উপার্জন করে তার অর্ধেক টাকা কৃষ্ণর হাতে দিলে ব্যবসা করা যায় না। তাই করোনা ও লকডাউনের সময় কাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

আর এক ঠিকাদার অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করতেন। তাঁকে কৃষ্ণের লোকজন রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায় কৃষ্ণের বাড়িতে। তিনিও বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়ে দেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল ওই ঠিকাদাররা কৃষ্ণের তোলাবাজি থেকে নিস্তার পেতে তদানীন্তন তৃণমূল জেলা সভাপতি কৃষ্ণ কল্যাণীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি ঠিকাদারদের বক্তব্য শুনে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু ১০ দিন পরেই ঠিকাদাররা দেখেন, কৃষ্ণ কল্যাণীর ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় কৃষ্ণ দাস। তারপর তৃণমূল নেতা অতুল সরকার, পুণ্যব্রত মিত্র, মিঠু মোহন্ত (প্রাক্তন জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি)-র দ্বারস্থ হয়েছিলেন ঠিকাদাররা। কিন্তু তাতেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে ওই অভিযোগ। এমনকি মাঝে তপন দে জেলা আইএনটিটিইউসি- র জেলা সভাপতি হওয়ার আগে এই পদে থাকা প্রাক্তন জেলা সভাপতি রাজেশ লাকড়া শিল্পাঞ্চলে এসে কৃষ্ণের তোলাবাজির বিরোধিতা করেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। তপন অবশ্য সরাসরি আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য নিয়ে কৃষ্ণের ইউনিয়নকে অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন। তপন কয়েক মাস নিজের হাতে শিল্পাঞ্চলের রাশ রাখলেও পরে জলপাইগুড়ি সদর-২'এর আইএনটিটিইউসি-র ব্লক সভাপতি রাজু সাহানিকে ব্যবহার করেও কৃষ্ণের দাপট আটকাতে পারেননি।

নির্বাচনের আগে রানিনগর শিল্পাঞ্চল আইএনটিটিইউসি-র কোনও নেতার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ফলে কৃষ্ণ আবার তপনের অনুগামী ষষ্ঠী রায় সহ আরও কয়েকজনকে নিজের দিকে টেনে নেন। আইএনটিটিইউসি-র অনুমোদিত গোষ্ঠী সরাসরি কৃষ্ণের বিরোধিতা করতে না পারলেও স্থানীয় বেকারদের দিয়ে কামতাপুর পিপলস পার্টির ব্যানারে কৃষ্ণের বিরোধিতা করে যায়। নির্বাচনের আগে পর্যন্ত কেপিপি ও কৃষ্ণ বাহিনীর বিরোধিতাতেই দিন কাটিয়েছে রানিনগর শিল্পাঞ্চল।

আইএনটিটিইউসির জলপাইগুড়ি সদর ব্লক-২'এর সভাপতি রাজু সাহানি বলেন, 'কৃষ্ণ ও তাঁর বাহিনী শিল্পাঞ্চলে তোলাবাজি করেছে। তার কী ফল হয়েছে সেটা কৃষ্ণ দাস ও রাজগঞ্জের প্রার্থী স্বপ্না বর্মন হারার পর বুঝতে পেরেছেন। মানুষ তোলাবাজির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।' জেলা আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি তপন দে বলেছেন, 'এখন সবেমাত্র রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। কৃষ্ণ দাস পলাতক। তোলাবাজি অনেকটাই বন্ধ করা গিয়েছে। আইএনটিটিইউসি-র, ভবিষ্যতের স্ট্র্যাটেজি খুব শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।'

কৃষ্ণ-ঘনিষ্ঠ শ্রমিক নেতা স্বপন সরকার অবশ্য দাবি করেছেন, 'কৃষ্ণ দাস একমাত্র নেতা যিনি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের স্বার্থ দেখেছিলেন।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ জানিয়েছেন, প্রথম থেকেই আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকেই রানিনগর শিল্পাঞ্চলে ইউনিয়ন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যারা অনুমোদনহীন ইউনিয়ন করেছিল তাদের দায় তৃণমূল কখনওই নেবে না।

রানিনগর শিল্পাঞ্চলে সারিবদ্ধভাবে পণ্যবাহী ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো নিয়ে হাতাহাতি

শিলিগুড়ি, ২২ মে : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে স্বাগত জানানোর দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুব মোর্চার কোন্দল চরমে। অভিযোগ, দুইপক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হাতাহাতি অবধি গড়ায়। তা নিয়ে আপাতত জেলা বিজেপির যুব মোর্চা দুই ভাগে বিভক্ত। এতদিন জেলার মূল সংগঠনের কোন্দল নিয়ে জলঘোলা হচ্ছিল। এবার যুব মোর্চার কোন্দল নিয়ে দলের অন্দরে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে।

গত বুধবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছিলেন শুভেন্দু। তিনি বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি মাল্লাগুড়িতে জেলা বিজেপির পার্টি অফিস শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবনে গিয়েছিলেন। তারই প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে যুব মোর্চার মধ্যে কোন্দলের অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ, যুব মোর্চার সভাপতি সৌরভ সরকার মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য তাঁর সংগঠনের কয়েকজনকে দলীয় অফিসে ডেকেছিলেন। সঙ্গে তাঁদের আধার কার্ড নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। অথচ বিধাননগর, নকশালবাড়ি, মাটিগাড়ার মতো এলাকা থেকে অনেকে দলীয় অফিসের সামনে যাওয়ার পর তাঁদের আর ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তখন তাঁরা সৌরভের বিরুদ্ধে খেপে ওঠেন। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির যুব মোর্চার আহ্বায়ক দীপ নন্দীর অভিযোগ, সৌরভ যুবদের সঙ্গে খারাপ আচারণ করেছেন। সংগঠন থেকে বের করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। দীপ গোষ্ঠীর সঙ্গে সৌরভ গোষ্ঠীর প্রথমে বাদানুবাদ, পরে হাতাহাতিও হয়। তারপর শুভেন্দুর আগমনের সময় ঘনিয়ে এলে মারামারি থেমে যায় ঠিকই, কিন্তু তার রেশ এখনও চলছে। বর্তমানে সেই ঝামেলা মেটাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে নেতৃত্বকে।

পদ্মের যুব মোর্চার অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

সৌরভের বক্তব্য, 'জেলা নেতৃত্ব নির্দিষ্ট কিছু নেতাকে দলীয় অফিসে থাকার অনুমতি দিয়েছিল। দীপ একটি বিধানসভার যুব কনভেনার। মতবিভেদ হতে পারে, তবে কোনও মতবিরোধ নেই। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করেছি যে, পরে কোনও এক সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।'

আর দীপের দাবি, তিনি যুব মোর্চার প্রাক্তন জেলা সম্পাদক। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য যাঁরা যাঁরা উপস্থিত থাকবেন, তাঁদের আধার কার্ড নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে স্বেচ্ছাসেবকের কার্ড ধরিয়ে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। দীপ বলেন, 'ওরা আমার গায়ে হাত দেয় সেখানেই। দলের নিয়মের বাইরে কেউ নন। দল তো কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়।'

এসব বাদ-বিবাদ দেখার পর দলের অন্দরেই ফিশফাশ চলছে যে যুব মোর্চায় বিভাজন তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ তরুণদের অনেকে অতীতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তাঁদের এখন আর প্রথম সারিতে রাখা হচ্ছে না। দল ক্ষমতায় আসার পরে অনেক নতুন মুখকে সামনের সারিতে দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

পাহাড়ে জমি পুনরুদ্ধারের বিজ্ঞপ্তি

শিলিগুড়ি, ২২ মে : পাহাড়ে পর্যটন দপ্তরের দখল হওয়া জমি পুনরুদ্ধারের জন্য কোমর বেঁধে নামল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। লালকুঠি থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দ্রুত সমস্ত দখলদারকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জিটিএ পর্যটন বিভাগ সূত্রের খবর অনুযায়ী, মিরিক থেকে পোখরেবং, জামুনে থেকে লোলেগাঁও, সর্বত্রই পর্যটন বিভাগের জমি দখল করে বিভিন্ন নির্মাণ হয়েছে। এই জায়গাগুলি দখলমুক্ত করতে পারলে পর্যটনের নতুন প্রকল্প হতে পারে বলে জিটিএ-র পর্যটন বিভাগের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সোনম ভুটিয়া জানিয়েছেন।

জমি নিয়ে জটিলতা গোটা পাহাড়জুড়েই রয়েছে। দার্জিলিং ইমপ্রুভমেন্ট (ডিআই) ফান্ড, চা বাগান, পর্যটন দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের জমি পাহাড়জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। দার্জিলিং হোক বা কালিম্পং, দুই জেলারই পার্বত্য অঞ্চলে জমির নথিপত্র সঠিকভাবে তৈরি না থাকায় সাধারণ মানুষেরও সমস্যা হয়। পাহাড়ের প্রধান অর্থনৈতিক ফসল চা। এই চা শিল্পের শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিন ধরে উঠেছে। হয়েছে বহু আন্দোলনও। কিন্তু সেই কাজই এখনও রাজ্য সরকার করে উঠতে পারেনি। ফলে এই মুহূর্তে পাহাড়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা জমির অধিকার।

রাজ্যে সরকার বদলের পর সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ও বেআইনি দখল উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। সেই সুবাদেই পাহাড়েও পর্যটন দপ্তর নিজেদের জমি দখলমুক্ত করতে নামছে ময়দানে। ইতিমধ্যেই জিটিএ-র পর্যটন বিভাগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দপ্তরের সমস্ত জমি থেকে দখলদার উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। পর্যটন বিভাগ জানিয়েছে, এটা প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর পরে দপ্তরের জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ ধরে ধরে নির্দিষ্ট সময় দিয়ে নোটিশ দেওয়া হবে। তার পরেও সেখান থেকে নিজেরাই সেই নির্মাণ না ভাঙলে সরকারিভাবে সেগুলি ভেঙে দেওয়া হবে।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মিরিকে পর্যটন বিভাগের সবচেয়ে বেশি জমি দখল হয়ে রয়েছে। মিরিক লেকের পাশে থরবু চা বাগানের জমির সঙ্গেই পর্যটন বিভাগের জমি রয়েছে। সেখানে প্রায় পুরো জমিতেই হোটেল, রেস্তোরাঁ, অস্থায়ী দোকান গজিয়ে উঠেছে। পোখরেবংয়ে পর্যটন দপ্তরের নামে ৬০ একর জমি রয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রায় ২৫-৩০ একর জমি দখল করে অবৈধ রিসর্ট তৈরি করে দিব্বি ব্যবসা করছেন স্থানীয় লোকজন। এগুলি ভেঙে দেওয়ার জন্য এর আগে একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হলেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে সবকিছু থমকে গিয়েছিল। দার্জিলিং শহরেও এমন বেশ কিছু জমি রয়েছে। পাশাপাশি জামুনেতে জিটিএ পর্যটন দপ্তরের যে প্রকল্প তৈরি হয়েছিল, সেখানেও বহু জমি দখল হয়ে গিয়েছে।

কালিম্পং জেলার অধীনে ডেলো, লাভা, লোলেগাঁওতেও পর্যটন দপ্তরের হাতে অন্তত ১০০ একর জমি রয়েছে, যেগুলির প্রায় পুরোটাই দখল হয়ে গিয়েছে। এই জমিগুলিও এবার দখলমুক্ত করা হবে।

জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'রাজ্য সরকার বেআইনি দখলদারদের উচ্ছেদ করতে পদক্ষেপের কথা বলায় এবার আমরাও কড়া পদক্ষেপ করছি। দপ্তরের সমস্ত দখল হয়ে যাওয়া জমি এবার দখলমুক্ত করে সেখানে নতুন নতুন প্রকল্প তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।'

রোজকার দৌড়ঝাঁপে নিজের খেয়াল রাখছেন তো?
দুশ্চিন্তা করবেন না
আপনার এবং আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ আনছে এক বিশ্বস্ত সঙ্গী
কী সেই সঙ্গী?
জানতে চোখ রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়...

সন্ত্রাসের বাতাবরণ, দাবি হামিদুলের

চোপড়া, ২২ মে : তৃণমূল কংগ্রেসের দাসপাড়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার কর্মীসভা ও প্রতিবাদ মিছিল হয়। ব্লক ও স্থানীয় নেতাদের পাশাপাশি চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন। দাসপাড়া হাইস্কুল মাঠে বৈঠক শেষে মূল্যবৃদ্ধি, হকার উচ্ছেদ, তৃণমূল কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হেনস্তার প্রতিবাদে মিছিল বের করা হয়।

তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে পুরোনো মামলা টেনে এনে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এরপরও কর্মী-সমর্থকরা সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে দাবি করা হয়। সভা থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, বিজেপি যদি বিজয় মিছিলের নামে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি, জমি দখল বা তোলাবাজির চেষ্টা করে, তাহলে সাধারণ মানুষই তার প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াবেন।

হামিদুল আরও বলেন, 'সর্বত্রই সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। এলাকায় বিজেপি কর্মীদের একাংশ মদ্যপ অবস্থায় বুথে বুথে বিজয় মিছিল করছে এবং অন্যের জমিতে জোর করে দলীয় পতাকা লাগিয়ে ১০-২০ হাজার করে চাঁদা চাওয়া হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে পুলিশের নজরে আনা হয়েছে।' পাশাপাশি রাজ্যে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'ভালো কাজ হলে আমরা সাধুবাদ জানাব। আমরা চাইছি রাজ্যে আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন, কাজ করুন।'

অন্যদিকে, সবুজ শিবিরের অভিযোগ উড়িয়ে পালটা আক্রমণ দেগে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলেন, 'বিজেপি একটি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক দল বলেই আজ তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও বুক ফুলিয়ে মিছিল করতে পারছে।' এর পাশাপাশি অন্যের জমিতে জোর করে পতাকা লাগানোর অভিযোগও অস্বীকার করেন অসীম।

গ্রেপ্তার ১

চোপড়া, ২২ মে : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্য ও গালিগালাজ করার অভিযোগে শ্রীঘরে টোটোচালক। আশরাফুল হক নামে ওই তরুণকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলেন, 'অভিযুক্তকে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।'

চোপড়ার বিজেপি নেতা ভবেশ কর তাঁর ব্যক্তিগত সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছিলেন। সেই পোস্টের কমেন্ট বক্সে অন্য ব্যক্তির নামের একটি ফেসবুক প্রোফাইল থেকে বিজেপি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করা হয়। বিজেপি নেতা ভবেশ কর বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে যেভাবে কুরুচিকর মন্তব্য ও গালিগালাজ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

ইসলামপুরে বৈঠক

দাড়িভিট কাণ্ডে তদন্তের আশ্বাস রথীন্দ্রর

ইসলামপুর, ২২ মে : দীর্ঘ আট বছর পেরিয়েছে। অথচ দাড়িভিট কাণ্ডের সুরাহা হয়নি। শুক্রবার ইসলামপুর সার্কিট হাউসে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর সঙ্গে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে উঠে এল দাড়িভিট প্রসঙ্গ। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাড়িভিট মামলাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন বলে অধ্যক্ষ বৈঠকে উপস্থিত বিজেপি নেতাদের জানান।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ইসলামপুরের দাড়িভিট হাইস্কুল। অবরোধ, লাঠিচার্জ, ইট-পাথর ছোড়া থেকে শুরু করে বোমা-গুলি চলে। সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় রাজেশ সরকার এবং তাপস বর্মন নামে দুই কলেজ পড়ুয়ার। আদালতের নির্দেশে গত প্রায় দুই বছর ধরে এনআইএ তদন্ত চলছে। কিন্তু এনআইএ তদন্তে দোষীরা চিহ্নিত না হওয়ায় মৃতদের পরিবার হতাশ। সম্প্রতি রাজেশ ও তাপসের পরিবার ন্যায়ের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মামলাটির ফাইল খোলার আর্জি জানায়।

এই পরিস্থিতিতে খোদ বিধানসভার অধ্যক্ষের দাড়িভিট নিয়ে খোঁজ নেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত ইতিবাচক বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ইসলামপুরের প্রার্থী চিত্রজিৎ রায়, জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন সহ অন্য নেতা-কর্মীরা। প্রথমে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে না চাইলেও পরে চিত্রজিৎ ও সুরজিৎ দুজনেই 'স্পিকারের সঙ্গে দাড়িভিট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে' বলে স্বীকার করেন।

দাড়িভিট ছাড়াও সাংগঠনিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর। যদিও সাংবাদিকদের সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অধ্যক্ষ। বৈঠক শেষে ইসলামপুর থেকে তিনি মালদার উদ্দেশে রওনা দেন। চিত্রজিৎ বলেন, 'দাড়িভিটের শহিদ রাজেশ ও তাপসকে ন্যায়বিচার না দেওয়া পর্যন্ত আমরা হাল ছাড়ছি না। স্পিকার বৈঠকে এই বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন। এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।'

একই কথা বলেন সুরজিৎ। তিনি বলেন, 'স্পিকার দাড়িভিট কাণ্ডের খোঁজ নিয়েছেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নিজে দাড়িভিটের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে দেখছেন বলেও আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। ফলে রাজেশ ও তাপসের খুনিরা কেউ রেহাই পাবে না এটুকু বলতে পারি।' সুরজিতের সংযোজন, 'আমাদের জেলার সংগঠনে এক সময় স্পিকার প্রচুর কাজ করেছেন। ফলে জেলার সাংগঠনিক বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে।' এখন তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং রাজেশ ও তাপসের পরিবার আদৌ ন্যায়বিচার পায় কি না, তা অবশ্য সময় বলবে।

উচ্ছেদে আতঙ্ক, দ্বারস্থ বিধায়কের

বাগডোগরা, ২২ মে : রেলের তরফে মাইকিং হতেই উচ্ছেদের আশঙ্কায় দিন কাটছে বাগডোগরা রেলস্টেশন সংলগ্ন সূর্যনগর এবং ঝোপ্পড় বস্তির বাসিন্দাদের। উচ্ছেদ থেকে রক্ষা পেতে এখানকার বাসিন্দারা বিধায়কের শরণাপন্ন হলেন। শুক্রবার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপির আনন্দময় বর্মনের সঙ্গে দেখা করে উচ্ছেদ থেকে মুক্তি দেওয়ার আবেদন জানান তাঁরা। পরে বিধায়ক বলেন, 'ওখানকার বাসিন্দারা আমার সঙ্গে দেখা করে নিজেদের অবস্থার কথা বলেছেন। রেলের সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে। যদি পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা করা যায়, তার চেষ্টা আমি করব।'

রেলের তরফে মাইকিং হতেই রাতের ঘুম উড়েছে সূর্যনগর এবং ঝোপ্পড় বস্তির বাসিন্দাদের। শুক্রবার এলাকায় পৌঁছে দেখা যায়, রাস্তায় এবং গাছের তলায় জটলা। কোথায় নতুন করে মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলবে, বুঝতে পারছেন না কেউই। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য স্বস্তিকা প্রধান বলেন, 'প্রায় দুই বছর আগে উচ্ছেদের নোটিশ করা হয়েছিল রেলের তরফে। তখন বাসিন্দারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আদালত আবেদন খারিজ করে দেয়। এজন্য পুনরায় রেল নোটিশ করে। বুধবার রেলের তরফে মাইকিং করে ১০ দিনের মধ্যে খালি করতে বলেছে। এত পরিবার কোথায় যাবে?'

এলাকার বাসিন্দা আশা দেবী বলেন, 'রাতে ঘুমাতে পারছি না। খেতে পারছি না, খুবই চিন্তায় আছি। আমরা গরিব মানুষ, জমি কেনার ক্ষমতা নেই।' কথা বলার সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন রেশমা শাহু। রেলের এক আধিকারিক বলেন, 'একবার মাইকিং করা হয়েছে। আরেকবার করা হবে। তারপর নির্দেশ মোতাবেক পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে বুলডোজার চলতে পারে।'

অস্ত্র বাজেয়াপ্ত

খড়িবাড়ি, ২২ মে : শুক্রবার ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি গৌড়সিংজোত এসএসবি ক্যাম্পের কাছে একটি দেশি পিস্তল পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে এলাকার শিশুরা খেলাধুলো করার সময় রাস্তার পাশে একটি বাঁশঝাড়ের নীচে কালো প্লাস্টিকে মোড়া পিস্তলটি দেখতে পায়। শিশুরা বিষয়টি তাদের অভিভাবকদের জানায়। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার ওসি সৌমেন বিশ্বাস ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির ওসি অমৃত লেপচা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগ্নেয়াস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করেন। পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে।

ভিড়ে ঠাসা টয়ট্রেন, টিকিটের জন্য ঘুরছেন পর্যটকরা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ মে : পর্যটন মরশুমে বুকিং ফুল টয়ট্রেনে। পর্যটকদের ভিড়ে টিকিট না পেয়ে প্রতিদিনই মন খারাপ করে ফিরতে হচ্ছে প্রচুর পর্যটককে। ভরা মরশুমে টয়ট্রেনের চাহিদা থাকায় স্পেশাল সার্ভিসও চালু করার ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের। প্রতিদিন মোট ১৩টি টয়ট্রেন পরিষেবা রয়েছে। ৯টি ডিজেল ও ৪টি বাষ্পচালিত ইঞ্জিনে। গরমের ছুটি শুরু হওয়ায় ও ভোট পর্ব মিটতেই পাহাড় এখন পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা। পাহাড়ি পথে সবুজে ঘেরা সৌন্দর্য উপভোগ করতে টয়ট্রেনে সওয়ারি হতে চাইছেন অনেকেই। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিটি টয়ট্রেনই পর্যটকে ঠাসা থাকায় ২০ থেকে ২৫ জন পর্যটককে প্রতিদিন ওয়েটিংয়ে থাকতে হচ্ছে।

২০২৪-'২৫ সালের রেকর্ড ভেঙে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে যাত্রী সংখ্যায় নতুন রেকর্ড গড়েছিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। গতকয়েক বছরের রেকর্ড ভেঙে ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৩২ জন যাত্রী নিয়ে গতবছর রেকর্ড করেছে ডিএইচআর। যার ফলে রেলের মোট আয় হয়েছে ২৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৩০ টাকা। চলতি বছর পর্যটকদের সুবিধার্থে পরিষেবার দিকেও নজর দিয়েছে ডিএইচআর। পর্যটকদের ভিড়ে গতবছরের রেকর্ড ভাঙবে বলে আশা করছে রেল কর্তৃপক্ষ। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, 'প্রতিটি ট্রেনে পর্যটক ঠাসা। পর্যটনের মরশুমে চাহিদা তুঙ্গে রয়েছে। অনেকেই টিকিট পাচ্ছেন না।'

> প্রতিটি ট্রেনে পর্যটক ঠাসা। পর্যটনের মরশুমে চাহিদা তুঙ্গে রয়েছে। অনেকেই টিকিট পাচ্ছেন না।
>
> **ঋষভ চৌধুরী**
> ডিরেক্টর, ডিএইচআর

গতবছরের সাফল্য থেকে চলতি বছর টয়ট্রেনের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য যাত্রীদেরও আরামদায়ক পরিষেবা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাত্রাপথে রেললাইনের ধারে যাতে কোনও গাড়ি অবৈধভাবে পার্কিং না করা হয় সেজন্যও সচেতন করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। দেশবিদেশ থেকে ঘুরতে এসে পর্যটকদের টয়ট্রেনের চাহিদা দেখে ছুটির দিনগুলোতে স্পেশাল সার্ভিস দেওয়ার কথা ভাবছে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ।

সিনিয়ার পিপি উদয়

শিলিগুড়ি, ২২ মে : কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে সিনিয়ার পাবলিক প্রসিকিউটরের (পিপি) দায়িত্ব পেলেন শিলিগুড়ির আইনজীবী উদয় ভট্টাচার্য। শুক্রবার রাজ্যের লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার-এর তরফে নির্দেশিকা জারি করে পাবলিক প্রসিকিউটর প্যানেল প্রকাশ করা হয়। সেখানে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির আহ্বায়ক উদয় ভট্টাচার্যকে সিনিয়ার পাবলিক প্রসিকিউটর (ক্রিমিন্যাল) প্যানেলের সদস্য করা হয়। উদয় বলেন, 'মানুষ যাতে সঠিক বিচার পান, সেই দিকটা দেখব।'

DELHI PUBLIC SCHOOL
GANGTOK
(Under the Aegis of Delhi Public School Society, New Delhi)
We're Hiring!
1. NTTs/PRTs/TGTs (All Subjects)
2. Academic & Event Coordinator
3. Estate Manager
Minimum 3 years of experience
Please send your CV to
admin@dpsgangtok.com

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, এন. এস. রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত মে ২০২৬-এর ই-নিলাম কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে, হাওড়া ডিভিসনের উপরোক্ত মাসের ই-নিলাম কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে, বিদ্যমান ২৮.০৫.২০২৬ তারিখটির পরিবর্তে বর্তমানে ০৪.০৬.২০২৬ তারিখ রূপে পড়তে হবে। অন্যান্য ডিপো ও ডিভিসনের অন্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।
STORES-12/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

নিবেদিতা রোডের সম্প্রসারণ শুরু

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ মে : অবশেষে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিবেদিতা রোড সম্প্রসারণের কাজ শুরু হল। এই রাস্তাটি তৈরি হয়ে গেলে এলাকার যানজট সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে স্থানীয়রা আশাবাদী। অন্যদিকে, বৃষ্টি হতেই বর্তমান রাস্তা কার্যত বেহাল হয়ে পড়ায় যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। বাসিন্দাদের দাবি, রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ করার পাশাপাশি বর্তমান রাস্তাটিরও মেরামত করা হয়।

পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ নির্মাণ বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগেই এই কাজের জন্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ এসেছে। সেই টাকায় টেন্ডার করে কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'নির্বাচনের আগেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলে নিবেদিতা রোডে যানজট অনেকটাই কমে যাবে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২-৩ নম্বর ওয়ার্ড হয়ে চম্পাসারি থেকে গুরুংবস্তি হয়ে হিলকার্ট রোডের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে নিবেদিতা রোড। প্রতিদিন এই রাস্তা হয়ে লক্ষাধিক মানুষ, যানবাহন চলাচল করে। শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় কিছু অংশে ডিভাইডার থাকলেও গুরুংবস্তির কাছে প্রায় ৫০০ মিটার রাস্তা সংকীর্ণ ছিল। সেখানে আগে থেকে প্রচুর ঘরবাড়ি থাকায় এতদিন রাস্তাটির সম্প্রসারণ সম্ভব হয়নি।

কিন্তু আদালতের নির্দেশে শিলিগুড়ি পুরনিগম প্রায় দু'বছর আগে ওই বাড়িগুলি ভেঙে রাস্তার জায়গা বের করেছে। কিন্তু সরকার অর্থ বরাদ্দ না করায় এতদিন ওই রাস্তার নির্মাণ করা যায়নি। যা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। কেননা এই ৫০০ মিটার জায়গায় রাস্তা সরু থাকায় সেখানে দীর্ঘ যানজট হচ্ছিল।

অবশেষে রাস্তাটির কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী। তবে, কয়েকদিনের বর্ষায় বর্তমান রাস্তাটিও ভেঙেচুরে যাওয়ায় পথচলতি মানুষ থেকে স্থানীয়রা সমস্যায় পড়েছেন। দ্রুত কাজ শুরুর দাবি করেছেন বাসিন্দারা।

পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, রাস্তার পাশ দিয়ে নিকাশিনালা তৈরির কাজ চলছে। সেই কাজ শেষ হলেই রাস্তা তৈরির কাজে হাত দেওয়া হবে। তিন-চার মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে, এই রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে বর্তমান রাস্তাটি ভেঙেচুরে গিয়েছে। যার জেরে একটু বৃষ্টি হলেই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে যানবাহন এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রূপম দাসের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন আগে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য বেশ কিছু ঘরবাড়ি ভাঙা হয়েছিল। এতদিন জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকার পরে অবশেষে কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু বর্তমান রাস্তাটিও ভেঙে গিয়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। এই রাস্তাটি মেরামত করে তারপরই পাশ দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরি করা উচিত।'

জল জমে রয়েছে নিবেদিতা রোডে। -সংবাদচিত্র

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা পঙ্কজ কুমার দাগা - কে 20.02.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার
সাপ্তাহিক লটারির 43J 87183 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির সাহায্যে আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। যখন আমি এক কোটি টাকার পুরস্কার জিতেছি তখন সাত টাকার ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার পদ্ধতিটি খুবই সহজ ছিল এবং এটি পুরো পরিবারকে আনন্দ দিয়েছে। ডিয়ার লটারিকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।
* বিজ্ঞাপ্তি তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

তৃণমূলকে নোটিশ এসজেডিএ-র

পার্টি অফিস ভাঙতে পারে কাওয়াখালিতে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ মে : রাজ্যের মসনদ থেকে তৃণমূল বিদায় নিতেই সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে গজিয়ে ওঠা তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসগুলোর দিকে প্রশাসনের নজর পড়েছে। তৃণমূল আমলে সরকারি জমিতে গজিয়ে ওঠা ঘাসফুল কার্যালয়গুলো প্রশাসনে ছোঁয়ার সাহস দেখায়নি। কিন্তু রাজ্যে পটপরিবর্তন হতেই বদলে গিয়েছে চিত্র। কাওয়াখালিতে সিআরপিএফ ক্যাম্পের উলটো দিকে থাকা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) জমিতে গজিয়ে ওঠা মাটিগাড়া ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙার জন্য এসজেডিএ শুক্রবার নোটিশ সাঁটিয়েছে। সাতদিনের মধ্যে সেই পার্টি অফিস তৃণমূলের তরফে ভেঙে ফেলা না হলে এসজেডিএ সেই কার্যালয় ভেঙে দেবে বলে নোটিশে বলা হয়েছে।

এদিন সকালে এসজেডিএ-র আধিকারিকরা কাওয়াখালিতে তৃণমূলের পার্টি অফিসের পাশাপাশি সংলগ্ন এলাকার একটি ক্লাব ও কয়েকটি দোকানে ভাঙার নোটিশ সাঁটিয়ে দেয়। ওই ক্লাবটি তৃণমূল সরকারের পতনের পর থেকে বন্ধ বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। তৃণমূলের সদস্যরাই সেই ক্লাবটি তৈরি করেছিলেন। তৃণমূল জমানাতে প্রবীণ বিজেপি নেতা মাখনলাল সরকারের কাওয়াখালির জমিটিও দখল হয়ে গিয়েছিল। সেই জমি দখলমুক্ত করতে এদিন নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

এসজেডিএ-র এক আধিকারিক বলেন, 'বেআইনি নির্মাণ নিজেরা না সরিয়ে নিলে এক সপ্তাহ পার হলেই আমরা অভিযান করব। আমাদের জমিতে থাকা অবৈধভাবে নির্মিত পার্টি অফিসগুলো ভেঙে দেওয়া হবে।'

কাওয়াখালিতে সিআরপিএফ ক্যাম্পের উলটো দিকে থাকা

- এসজেডিএ-র জমিতে গজিয়ে ওঠা মাটিগাড়া ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের কার্যালয় ভাঙতে শুক্রবার নোটিশ সাঁটানো হয়েছে
- সাতদিনের মধ্যে পার্টি অফিস তৃণমূলের তরফে ভেঙে ফেলা না হলে এসজেডিএ সেই কার্যালয় ভেঙে দেবে
- শুধু কাওয়াখালি নয়, বিভিন্ন এলাকাতে সরকারি জায়গা অবৈধভাবে দখল করে তৃণমূলের কার্যালয় গজিয়ে উঠেছে

একাধিক অবৈধ দোকান এসজেডিএ এর আগে ভেঙে দিলেও, সেই সময় তৃণমূলের পার্টি অফিস এসজেডিএ-র আর্থমুভার ছোঁয়ার সাহস দেখায়নি। মসনদ থেকে তৃণমূলের বিদায়ের পরই সরকারি জমিতে থাকা অবৈধ পার্টি অফিস ভাঙার দাবি তুলেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। কাওয়াখালিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালের পেছনে এসজেডিএ-র জমিতে দূরপাল্লার বাস রাখার ব্যবস্থা করে দিয়ে একটি সিন্ডিকেট টাকা তুলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই বেআইনি কারবার বন্ধে এসজেডিএ-র তরফে পদক্ষেপ করার কথা জানানো হয়েছে।

শুধু কাওয়াখালি নয়, বিভিন্ন জায়গাতে সরকারি জায়গা অবৈধভাবে দখল করে তৃণমূলের কার্যালয় গজিয়ে উঠেছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড় জলের ট্যাংকের পাশে গজিয়ে ওঠা তৃণমূলের পার্টি অফিসটি সরকার জমির ওপর অবস্থিত। শিলিগুড়ির ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়টি অবৈধভাবে সরকারি জমি দখল করে তৈরি করা হয়েছে। ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের পাতিকলোনিতে পঞ্চনই নদীর পারে সরকারি জমি দখল করে তৃণমূলের পার্টি অফিস তৈরি হয়েছে। সেই পার্টি অফিসটি তৈরি করার সময় কম বিতর্ক হয়নি। তবে তৃণমূলের সেই পার্টি অফিসটি ছোঁয়ার সাহস এতকাল প্রশাসনের কর্তারা দেখাননি। অম্বিকানগরে ফুলবাড়ি ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের কার্যালয়টি সরকারি জমি দখল করে গজিয়ে উঠেছে।

কাওয়াখালিতে পার্টি অফিস ভাঙার জন্য এসজেডিএ-র তরফে নোটিশ সাঁটানোর কথা জানেন না বলে দাবি করেছেন দার্জিলিং (সমতল) জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল। তিনি বলেন, 'কোথায় সরকারি জমিতে দলীয় কার্যালয় রয়েছে আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

পরিবেশ রক্ষার পাঠ পড়ুয়াদের

শিলিগুড়ি, ২২ মে : পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজন কতটা রয়েছে, আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবসে পড়ুয়াদের সামনে তা তুলে ধরা হল। এদিন উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্র, বেঙ্গল সাফারি সহ বন বিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জে দিনটি পালন করা হয়েছে। বেঙ্গল সাফারিতে পড়ুয়াদের পার্কের জীবজন্তু, গাছপালার সঙ্গে পরিচয় করানোর পাশাপাশি ঘুরতে আসা পর্যটকদের হাতে ভেষজ গাছ তুলে দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে পড়ুয়াদের নিয়ে দিনটি পালন করা হয়। চলতি বছর এই দিনটির থিম 'অ্যাক্টিং লোকালি ফর গ্লোবাল ইমপ্যাক্ট'।

পরিবেশবিদ বিপ্লব রায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। উপস্থিত পড়ুয়াদের একটি ইন্টার‍্যাক্টিভ ওয়ার্কশপের মাধ্যমে একটি বিষয়টি বোঝানো হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস, এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু প্রমুখ। পড়ুয়াদের আনন্দ দেওয়ার জন্য জীববৈচিত্র্যের উপর অডিও ভিজুয়াল কুইজেরও আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে, বেঙ্গল সাফারিতে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ও তাদের সংরক্ষণের প্রয়োজন কেন রয়েছে, তা ঘুরতে আসা মানুষদের কাছে তুলে ধরা হয়। চারাগাছ উপহার পেয়ে খুশি হন ঘুরতে আসা মানুষও।

কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জের তরফে এদিন 'স্ক্রিন টু গ্রিন' কর্মসূচির আওতায় দিনটি পালন করা হয়। বন দপ্তরের দুলালি ইকো পার্কে দিনটি পালনের জন্য স্থানীয় কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়ারা ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা অংশ নেন। পরিবেশ রক্ষায় এই প্রজন্মের ভূমিকা কী তা বোঝানোর পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন্যপ্রাণী ও বনভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কেন রয়েছে তা তুলে ধরেন এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায়। পড়ুয়াদের স্ক্রিন থেকে দূরে এনে পরিবেশের সম্পর্কে বোঝানোই হল এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য। এদিন কুইজ প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ সহ আরও অনেক শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়।

বাজেয়াপ্ত কাঠ

শিলিগুড়ি, ২২ মে : গোপনসূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার চম্পাসারি এলাকায় অভিযান চালান সারুগাড়া রেঞ্জের আধিকারিকরা। এই অভিযানে বন দপ্তরের আধিকারিকরা একটি পণ্যবাহী ছোট গাড়ি আটক করেন। ওই পণ্যবাহী ছোট গাড়ি থেকে শাল কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা কাঠের মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। বেশ কিছুদিন ধরে কাঠ চুরির খবর পাচ্ছিলেন বন দপ্তরের সারুগাড়া রেঞ্জের আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে চম্পাসারিতে ফাঁদ পাতেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। বন দপ্তরের সারুগাড়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার স্বপনকুমার রায় বলেন, 'গাড়িটির চালক আপাতত ফেরার। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

অপেক্ষা... বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভারে সাদা কালো রং করা হচ্ছে। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

অবৈধ কারবার বন্ধের হুঁশিয়ারি বিধায়কের

নিশানায় মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতি

নীতেশ বর্মন ও খোকন সাহা

মাটিগাড়া, ২২ মে : রাজ্যে তৃণমূলবিরোধী দল হলেও মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতিতে তারা ক্ষমতাসীন। তাই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতিকে নিয়ে বৈঠক করলেন শাসকদল বিজেপির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। শনিবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করেছেন তিনি। সেখানেই তৃণমূলের দখলে থাকা মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশান্ত ঘোষ (ভোলা) ছিলেন। সূত্রের খবর, সেখানেই রাজ্যে তৃণমূল জমানায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিধায়ক। অবৈধ কারবার বন্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে আনন্দময় বলেন, 'শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন মাটিগাড়ায় তৃণমূলের সময় জমি দখল বড় আকার নিয়েছে। অবৈধ দখল রুখতে কড়া পদক্ষেপ করতে বলেছি। তৃণমূলের ছোট-বড় নেতারা যুক্ত না থাকলে অবৈধ বালি খননের এত রমরমা হতে পারত না। সেটাও বন্ধ করতে বলা হয়েছে। তবে উন্নয়নের কাজ যেন বন্ধ না থাকে।' ভোলার বক্তব্য, 'প্রশাসনিক বৈঠক। ডেকেছে, সেজন্য ছিলাম। সেখানে বেশকিছু বিষয় তুলে ধরেছি।'

সূত্রের খবর, তৃণমূল প্রতিনিধিই তাঁদের জমানায় জমির অবৈধ কারবার, দখলের বিরুদ্ধে সরব হন। যদিও তৃণমূল কেন সেই জমিগুলি উদ্ধার করতে পারেনি সে প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। এক তৃণমূল নেতার বক্তব্য, 'দলেরই একাংশ যুক্ত থাকায় প্রশাসনও হয়তো সঠিক পদক্ষেপ করতে পারেনি।' রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকার সময় বিরোধী দলের বিধায়ক ছিলেন আনন্দময়। অভিযোগ, প্রশাসনের কোনও বৈঠকে তাঁকে ডাকা হত না।

মাটিগাড়া বিডিও অফিসে বৈঠকে আনন্দময় বর্মন সহ অন্যরা। শুক্রবার।

এদিনের বৈঠকে ছিলেন না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। তাঁর চেয়ার ফাঁকাই ছিল। বিধায়ক সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেও সদুত্তর পাননি বিধায়ক। আগামীদিনে তিনি বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনকে খোঁজ নিতে বলবেন বলে জানিয়েছেন। তবে সভাপতির বিরুদ্ধে তাঁর চেম্বারে দীর্ঘদিন না আসার অভিযোগ রয়েছে। তাতে নাগরিক পরিষেবায় সমস্যা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যে পালাবদলের পরে তাঁর অনুপস্থিতি আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ। এব্যাপারে সভাপতির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে সম্ভব হয়নি।

কয়েকদিন আগে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করেছিলেন জেলার বিধায়করা। সেখানে সাংসদ রাজু বিস্ট বৈঠকের রাশ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিধায়কদের অনেকে যে তা মানতে রাজি নন, তা পরোক্ষে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেজন্য এদিন ব্লক প্রশাসনকে নিয়ে বিধায়কের বৈঠকে সাংসদকে দেখা যায়নি। এদিন আনন্দময় কত পরিবারে পানীয় জল পৌঁছায়নি সেই হিসাব চাইলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক তা দিতে পারেননি। আগামীদিনে সেই সমস্ত হিসাব তাঁকে দিতে বলা হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে সক্রিয়তা বৃদ্ধি, রাস্তা সংস্কার, স্বাস্থ্যের হাল ফেরানো এবং অন্যান্য পরিষেবামূলক কাজে জোর দিতে বলেছেন বিধায়ক। ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'বিধায়ক বেশকিছু বিষয়ে দিকনির্দেশ করেছেন। সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে।'

আলোচনায় উঠে আসে মাটিগাড়া ব্লকে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারের বিষয়টি। অবৈধভাবে চলা ক্র্যাশার প্রসঙ্গও উঠে আসে। বিধায়ক বলেন, 'পাঁচটি ক্র্যাশার এখানে রয়েছে। এর মধ্যে তিনটির অনুমোদন নেই। ওই ক্র্যাশারগুলোর বিষয়ে খোঁজ নিতে বলা হয়েছে। এসজেডিএ-র জমি অবৈধভাবে দখল করে বিক্রি করা হয়েছে। সেগুলো উদ্ধার করার উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।'

মোবাইল টাওয়ার নিয়ে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২২ মে : বৃহস্পতিবার পথ অবরোধের পর শুক্রবারও নরেশ মোড়ে সুষেণ রায়ের বাড়িতে মোবাইল টাওয়ার বসানোকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা। এদিন এলাকাবাসী নিজেরা আলোচনার পর সোজা বাড়ির ছাদে চলে যান। ওই ছাদেই বসানো হয়েছে মোবাইলের টাওয়ার। ধাক্কাধাক্কি করে টাওয়ার ভেঙে ফেলারও চেষ্টা করেন কয়েকজন। তবে তা সম্ভব হয়নি। অবস্থা বেগতিক দেখে টাওয়ার কোম্পানিকে ফোন করেন বাড়ির মালিক। কোম্পানির কর্মীরা ঘটনাস্থলে এলে তাঁদের সঙ্গেও বচসা বাঁধে এলাকাবাসীর।

স্থানীয় পূর্ণিমা রায় বলেন, 'এদিন কোম্পানির কর্মীরা এলে আমরা তাঁদের টাওয়ার খুলে নিতে বলি। তবে ওঁরা জানান কোম্পানির ওপরমহলের সঙ্গে কথা বলবেন। সেখান থেকে নির্দেশ পাওয়ার পরই টাওয়ার খুলে নিয়ে যেতে পারবেন। গোটা প্রক্রিয়ায় খানিকটা সময়ের প্রয়োজন রয়েছে।' পূর্ণিমা বলছেন, 'কয়েকদিন সময় চেয়েছেন ওঁরা। আমরা সেটা দিলাম। এর মধ্যে নতুন করে টাওয়ারের কোনও কাজ হবে না। ওপরমহলের অনুমতি পাওয়ার পর টাওয়ার খোলার কাজ শুরু করবেন বলে ওঁরা জানিয়েছেন।'

এদিন সুষেণ বলেন, 'কোম্পানি টাওয়ার খুলে নিতে চাইলে আমার কোনও অসুবিধা নেই। স্থানীয়রা কোম্পানির কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন।'

প্রকল্পের রিপোর্ট তৈরি

শিলিগুড়ি, ২২ মে : দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি টোল গেট এলাকার রাস্তাটি। এবার সেই রাস্তা সংস্কারের প্রকল্পের রিপোর্ট তৈরি করে নগরোন্নয়ন দপ্তরে পাঠাল শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ফুলবাড়ি টোল গেট থেকে মহানন্দা ব্যারেজের দিকে এগারোশো মিটার রাস্তার জন্য প্রায় চার কোটি টাকার বরাদ্দ চেয়ে প্রকল্পের রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদন পেলে রাস্তার কাজের বাকি প্রক্রিয়ার অগ্রগতি হবে। অভিযোগ, গতবছর নভেম্বর মাসে রাস্তা সংস্কারের জন্য এসজেডিএ-র তরফে চেয়ারম্যানকে ওই রাস্তাটি সংস্কারের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন চেয়ারম্যান বেশি টাকা খরচ হবে দেখে প্রস্তাবে রাজি হননি। ফুলবাড়ির টোল থেকে এসজেডিএ-র অনুমোদনেই গাড়িগুলি থেকে টাকা তোলা হয়। তাহলে রাস্তার কাজ হবে না কেন, প্রশ্ন তোলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। তিনি বলেন, 'সরকারি আয় সেভাবে না দেখিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের টাকা ঘুরপথে আত্মসাৎ করা হয়েছে। তদন্তের আওতায় এলে সবটাই প্রকাশ পাবে।' তবে দপ্তর কাজের বরাদ্দের অনুমোদন দেবে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ।

হাতির তাণ্ডব সবজিখেতে

বাগডোগরা, ২২ মে : সবজিখেতে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডব চালাল ৭টি হাতির একটি দল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চৌপুকুরিয়ার কৃষক অরুণ মজুমদারের ফসলের জমিতে হানা দেয় বুনোদের ওই দলটি। জমিতে ঢুকে ফুলকপি, বাঁধাকপি, মিষ্টি কুমড়ো খেয়ে ফেলার পাশাপাশি পায়ের চাপে সবজি নষ্ট করে। অরুণ বলেন, 'কয়েক বিঘা জমিতে ফুলকপি এবং বাঁধাকপি চাষ করেছিলাম। এর সঙ্গে ছিল মিষ্টি কুমড়ো। হাতির দল ঢোকার খবর পেয়ে যখন ভোররাতে জমিতে পৌঁছাই, তখন সব শেষ করে দিয়ে হাতির দল জঙ্গলের পথে পা বাড়িয়েছে।'

বাগডোগরা বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে বাগডোগরা এবং ইউসিসি জঙ্গলের প্রায় ৪৫টি হাতি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। ভোরের দিকে হাতিগুলি বাগডোগরা জঙ্গলে ফিরে আসে।

কী আনন্দ।। জলপাইগুড়ির তিস্তা উদ্যানে ছবিটি তুলেছেন প্রতাপ সরকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

স্কুলের বাইরে মারপিট, জখম ১ পড়ুয়া

ফাঁসিদেওয়া, ২২ মে : স্কুলের বাইরে পড়ুয়াদের মধ্যে মারপিটের অভিযোগে। ঘটনায় গুরুতর আহত ১ পড়ুয়া। শুক্রবার রাঙ্গাপানির একটি বেসরকারি স্কুলের বাইরে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জখম পড়ুয়ার বাবা। বিষয়টি নিয়ে এদিন সন্ধ্যায় ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জখম মহম্মদ রিহাজ আক্তার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের নয়াহাট নয়াবাড়ির বাসিন্দা। সে রাঙ্গাপানির ওই বেসরকারি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। প্রত্যক্ষদর্শী রিহাজের বন্ধু রোহন ঠাকুর বলেন, 'আমরা ৪-৫ জন বন্ধু মিলে বাড়ি ফিরছিলাম। ফেরার পথে নবম শ্রেণির ১৪-১৫ জন মোটরবাইকে এসে রিহাজের ওপর হামলা চালায়। আমরাই তারপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় রিহাজকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করি। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। স্কুলের প্রিন্সিপালকে ফোনে বিষয়টি জানানো হলেও তিনি কোনও গুরুত্ব দেননি।'

রিহাজের বাবা মহম্মদ গোলাবুদ্দিন বলেন, 'স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও তাঁরা কোনও পদক্ষেপ করেননি। আমি চাই আমার ছেলের উপর যারা প্রাণঘাতী হামলা চালাল তাদের কঠোর শাস্তি দিক প্রশাসন। স্কুলের তরফে কঠোর নিয়ম এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকলে এমনটা ঘটত না।' ওই স্কুলের প্রিন্সিপাল অনামিকা রাইকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া সম্ভব হয়নি।

টৌল বন্ধে বিজ্ঞপ্তি জিটিএ-রই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ মে : রাজ্যের নয়া সরকারের সঙ্গে বিরোধ বা সংঘাত নয়, বরং হাত মিলিয়েই চলতে চাইছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। আর তাই দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের ঘোষণাকে মান্যতা দিয়ে রোহিণী টোল প্লাজা বন্ধ করার বিজ্ঞপ্তি জারি করছে জিটিএ। শুক্রবার জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা জানিয়েছেন, ১ জুন থেকে রোহিণীর টোল প্লাজা বন্ধ করার বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'সাংসদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রোহিণীর রাস্তা আগামীতে পূর্ত দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি সাংসদকে দেখতে হবে।' এই ইস্যুতে তিনিও সাংসদকে চিঠি দেবেন। জিটিএ-র বিজ্ঞপ্তি পেশের সিদ্ধান্তকে সাংসদ স্বাগত জানিয়েছেন। ফলে ১ জুন থেকে রোহিণী রোড ব্যবহারের জন্য কোনও যানবাহনকেই আর শুল্ক দিতে হবে না। তবে, টোল আদায় বন্ধ হলে রোহিণী রোডের রক্ষণাবেক্ষণ কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

রোহিণীর টোল প্লাজা বন্ধ করার দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে সরব হয়েছেন সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, ২৫ বছর আগে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) এই রাস্তা তৈরি করেছিল। এখন জিটিএ টোল প্লাজা বসিয়ে টাকা তুলছে। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে সাংসদ সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, রোহিণীর টোল প্লাজা বৈধ না অবৈধ সেই বিতর্কে যেতে চাই না। তবে, ১ জুন থেকে টোল আদায় বন্ধ হবে। সাংসদের এই বক্তব্য নিয়ে পাহাড়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কেননা ২০১৪

রোহিণী নিয়ে রাজুর সিদ্ধান্তকে মান্যতা

সালে জিটিএ বোর্ডের সভার সিদ্ধান্ত মেনে এই টোল আদায় শুরু হয়েছিল। টোল আদায় বন্ধ করতে হলে জিটিএ-র সভাতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পাশাপাশি এই রাস্তাটির উন্নয়ন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অর্থের জোগান পেতেই টোল আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জিটিএ।

কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল এবং বিজেপির সরকার আসায় অনীতরাও আর বিরোধের পথে না হেঁটে বরং সরকারের সঙ্গেই থাকতে চাইছেন। অনীত কার্যত সেটাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা কোনও বিরোধ করছি না। সাংসদের বক্তব্যকে মান্যতা দিয়েই ১ জুন থেকে টোল প্লাজা তুলে দেওয়া হচ্ছে।' তবে, টোল আদায় বন্ধ হলে রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে সম্ভব হবে তা নিয়ে অনীত সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'জিটিএ-র অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। রাজ্যের কাছে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। তাই রোহিণীর রাস্তাটির দায়িত্ব পূর্ত দপ্তরের হাতে তুলে দিলে ভালো হবে।'

খড়িবাড়িতে বিক্ষোভ বিজেপির

খড়িবাড়ি, ২২ মে : রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বদলে চালু হতে চলেছে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'। ১৫০০ টাকার পরিবর্তে নতুন বিজেপি সরকার জুন থেকে ২৫-৬০ বছরের মহিলাদের ৩০০০ টাকা জনকল্যাণমূলক আর্থিক সহায়তা দেবে। কিন্তু আগে যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন সেই উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) যুক্ত থাকতে হবে। অন্যথায় টাকা ব্যাংকে ঢুকবে না। ডিবিটি যুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কি না তা নিশ্চিত করতে এখন মহিলাদের ভিড় বিভিন্ন আধার সিডিং কেন্দ্রে। খড়িবাড়ি পঞ্চায়েতের সামনে অবস্থিত একটি বেসরকারি কমন সার্ভিস সেন্টার (সিএসসি) রয়েছে। সেখানে নতুন রাজ্য সরকারের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার সম্পর্কিত ঘোষণার পর মহিলাদের লম্বা লাইন। অভিযোগ, এই সিএসসিতে আধার নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল নম্বর লিংক দেখতে ১৫০-২০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ পেয়ে শুক্রবার খড়িবাড়ি পানিশালি পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সদস্য শক্তিজয় বাড়ই সহ বিজেপির সদস্যরা সিএসসিতে এসে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন।

এদিন খড়িবাড়ি প্রেতাজোতের সরস্বতী রায়, আবাধন রায়, পাতনি সিংহরা অভিযোগ করেন আধার লিংক করতে ১৫০-২০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। এবিষয়ে শক্তিজয়ের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বেনিয়ম হচ্ছে। দেখার কেউ নেই। নির্ধারিত ৭৫ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা করে গরিব মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে।'

এবিষয়ে তৃণমূলের খড়িবাড়ি পানিশালি পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহের প্রতিক্রিয়া, 'এদিন অফিসে ছিলাম না। বিষয়টি শুনেছি। সিএসসি'র বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি বিডিও সহ ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

যদিও সিএসসি'র প্রতিনিধি সুশীল সরকারের দাবি, 'নিয়ম মেনে ৭৫ টাকাই নেওয়া হচ্ছে। তার রসিদও দেওয়া হচ্ছে। কেউ আধার সিডিং ছাড়া অন্য অতিরিক্ত কাজ করালে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে।' এদিন বিক্ষোভের পর থেকে নিয়ম মেনেই আধার সিডিংয়ের জন্য ৭৫ টাকা করে নেওয়া শুরু করে সিএসসি'র কর্মীরা বলে জানা যায়।

টাইগার হিলে গাড়ি চলাচলে নয়া নির্দেশিকা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ মে : পর্যটন মরশুমের গোড়াতেই যানজটে অবরুদ্ধ শৈলশহর দার্জিলিং। সমস্যা সমাধানে টাইগার হিলে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে শুক্রবার নয়া নির্দেশিকা জারি করল দার্জিলিং সদর ট্রাফিক পুলিশ। সেখানে বলা হয়েছে, শনিবার থেকে পর্যটকবাহী গাড়িগুলি ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে টাইগার হিলে পৌঁছানো বাধ্যতামূলক। এরপরে আর কোনও গাড়ি টাইগার হিলে প্রবেশ করতে পারবে না। একইসঙ্গে যানজট সমস্যার বিহিত খুঁজতে দার্জিলিংয়ের মহকুমা শাসক বনমালী রায় সোমবার জেলা প্রশাসনিক কার্যালয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন।

দার্জিলিংয়ের ভয়াবহ যানজট নিয়ে দুশ্চিন্তার মেঘ প্রশাসনিক মহলে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সোনাদার পর থেকে ঘুম হয়ে দার্জিলিং শহর পর্যন্ত যানজটে নাকাল হচ্ছেন পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ। এদিন কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার কনভয় প্রায় দেড় ঘণ্টা যানজটে আটকে পড়ে। সোমবারের ওই বৈঠকে হিমালয়ান ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটি, গোর্খা একতা চালক সংগঠন সহ পাহাড়ের গাড়িচালকদের সংগঠনগুলিকে ডাকা হয়েছে। জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিক, জিটিএ, পরিবহণ দপ্তর, পুলিশ সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মহকুমা শাসক।

অসমাপ্ত টাইগার হিলের প্যাভিলিয়ন। -ফাইল চিত্র

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী গাড়িগুলি সোনাদা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে চলাচল করলেও ঘুমের আগে থেকে শুরু হয় যানজট। প্রায় ৮-১০ কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে দীর্ঘ যানজটে পর্যটকদের গাড়ি সহ অন্যান্য যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের গাড়ি ৩-৪ ঘণ্টা আটকে থাকছে। পর্যটন ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, এই যানজটের আতঙ্কে বহু পর্যটক দার্জিলিং ভ্রমণের সিদ্ধান্ত বাতিল করছেন। সোমবারের বৈঠকে দার্জিলিংয়ের যানজট সমস্যা সমাধানের রুটম্যাপ খোঁজার চেষ্টা হবে বলে মহকুমা শাসক জানিয়েছেন।

যানচালকদের একাংশের বক্তব্য, ঘুম থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যানজটের মূল কারণ টয়ট্রেন। ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোডের একপাশ দিয়ে টয়ট্রেনের লাইন রয়েছে। আবার বেশ কিছু জায়গায় টয়ট্রেনের লাইন রাস্তা পারাপার করেছে। পর্যটন মরশুমে প্রচুর টয়ট্রেন চলাচল করে। ফলে টয়ট্রেন রাস্তা দিয়ে পারাপারের সময় গাড়িগুলিকে দাঁড়াতে হয়। আর এর জেরেই দীর্ঘ যানজট হয় বলে দাবি।

অন্যদিকে, এতদিন টাইগার হিলে গাড়ি যাওয়ার নির্দিষ্ট কোনও সমসয়ীমা ছিল না। কিন্তু সেক্ষেত্রে নতুন নিয়ম কার্যকর করা হল। পুলিশের কুপন নিয়ে পর্যটকবাহী গাড়িগুলি ভোর সাড়ে ৫টা বা তার পরেও টাইগার হিলে প্রবেশ করতে পারত। পুলিশ সাফ জানিয়েছে, শনিবার থেকে ভোর সাড়ে ৪টের মধ্যে গাড়িগুলিকে টাইগার হিলে পৌঁছাতে হবে। এরপর একটি গাড়িকেও আর ওই পথে চলতে দেওয়া হবে না। পুলিশের কুপন থাকলেও ভোর সাড়ে ৪টের পরে কোনও গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে নয়া নির্দেশিকায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

চালকল মালিকদের মৌচাকে ঢিল

প্রাণহানির শঙ্কা খাদ্যমন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ মে : তৃণমূল জমানার পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি আর সরকারি টাকা লুটের সিন্ডিকেট ভাঙতে কোমর বেঁধে নামল নতুন বিজেপি সরকার। আর শুরুতেই কোপ পড়তে চলেছে বীরভূমের 'কেষ্ট' তথা অনুব্রত মণ্ডল সহ রাজ্যের একঝাঁক চালকল মালিকের ওপর।

তৃণমূল আমলে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ঘাটতি মেটাতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের সমবায় ব্যাংকগুলির কয়েকশো কোটি ঋণের অনাদায়ি টাকা আদায় করতেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার।

শুক্রবার মহাকরণে রাজ্যের খাদ্য ও সমবায় দপ্তরের নতুন মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া সাফ জানিয়ে দিলেন, পূর্বতন সরকারের ১৫ বছরের লুটের রাজত্ব খতম করে তবেই দম নেবেন। আর এই বড়সড়ো দুর্নীতির হাটে হাঁড়ি ভাঙতে গিয়ে নিজের প্রাণহানির আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী!

এদিন অনুব্রত মণ্ডলের নাম না নিয়ে, আকার-ইঙ্গিতে বীরভূমের

আসলে আমি মৌচাকে ঢিল মেরেছি। চোরের দল তো তেড়ে আসবেই। কিন্তু আমি প্রধানমন্ত্রীর 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা' আর মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতিবিরোধী নীতিতে দীক্ষিত। ভয় পাওয়ার পাত্র আমি নই।

অশোক কীর্তনিয়া
খাদ্যমন্ত্রী

সেই 'বাহুবলী' নেতার দিকেই আঙুল তুলেছেন খাদ্যমন্ত্রী।

তাঁর অভিযোগ, 'বীরভূমের একটি চালকলই সরকারের কাছ থেকে ২২ কোটি টাকার ধান নিয়েও তা চাল করে ফেরত দেয়নি। শুধু ওই একটা কল নয়, রাজ্যের একাধিক চালকল মালিক এভাবে কোটি কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি সাবাড় করেছে। আগের সরকার খাদ্য দপ্তরকে লুটের চারণভূমি বানিয়েছিল। এবার সবাইকে হিসাব দিতে হবে, কাউকেই রেয়াত করা হবে না।'

এই দুর্নীতিচক্রের শিকড় এতটাই গভীরে, অ্যাকশন শুরু করতেই মন্ত্রীর কাছে পরোক্ষ হুমকি আসতে শুরু করেছে। কেন তিনি প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন? এই প্রশ্নে অশোকের জবাব, ''আসলে আমি মৌচাকে ঢিল মেরেছি। চোরের দল তো তেড়ে আসবেই, এসব হতেই পারে। কিন্তু আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা' আর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দুর্নীতিবিরোধী নীতিতে দীক্ষিত। ভয় পাওয়ার পাত্র আমি নই।''

একইসঙ্গে সমবায় ব্যাংকগুলির কয়েকশো কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ উদ্ধার নিয়েও কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন সমবায়মন্ত্রী। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সমবায়মন্ত্রক থেকে একাধিক নির্দেশ পাঠানো হলেও আগের তৃণমূল সরকার তা ফাইলবন্দি করে রেখেছিল। সমবায় কর্মচারী সংগঠনের তৎকালীন বড় বড় 'দাদারা' এই লুটের সঙ্গে যুক্ত। এবার কার কত ক্ষমতা, তা দেখে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন মন্ত্রী। সমস্ত অনাদায়ি ঋণের তালিকা তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের জন্য র‍্যাশন ব্যবস্থা নিয়েও এদিন বড় ঘোষণা করেন খাদ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রায় ৩ কোটি ভুয়ো র‍্যাশন কার্ড রয়েছে, যা অবিলম্বে বাতিল করা হবে।

র‍্যাশন নিয়ে চলা আটার কালোবাজারি রুখতে আগামী জুন মাস থেকেই উপভোক্তাদের সরাসরি গম দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তবে পূর্বতন সরকারের 'দুয়ারে র‍্যাশন' প্রকল্প চালু থাকবে কি না, তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন মামলার দোহাই দিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রেখেছেন মন্ত্রী। তবে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে যে এবার র‍্যাশন মাফিয়াদের দিন শেষ হতে চলেছে, তা মন্ত্রীর তপ্ত মেজাজেই স্পষ্ট।

বিনামূল্যে বাস সফরের শর্ত

কলকাতা, ২২ মে : ১ জুন থেকে মহিলারা সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাত্রা করতে পারবেন বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে এক্ষেত্রে মানতে হবে কিছু শর্ত। রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর একটি বিজ্ঞপ্তিতে এই বিষয় বিস্তারিত নির্দেশিকা দিয়েছে। ডব্লিবিটিসি, এনবিএসটিসি, এসবিটিসি - রাজ্য সরকারের প্রমুখ বাসে ফ্রি-তে চড়তে গেলে লাগবে সরকার অনুমোদিত স্মার্ট কার্ড। কীভাবে মিলবে কার্ড সেই নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। লোকাল বিডিও বা এসডিও মারফত উল্লেখিত নথি ও ছবি ব্যবহার করে আবেদন করা যাবে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, গ্রামীণ কর্মসংস্থান জব কার্ড, আয়ুষ্মান ভারত, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, ছবি সহ পেনশনের নথি অথবা স্কুল-কলেজের অফিশিয়াল পরিচয়পত্রের যেকোনও একটি থাকলেই পাওয়া যাবে এই কার্ড। সঙ্গে থাকতে হবে সাম্প্রতিক রঙিন পাসপোর্ট ছবি।

তবে পরিবহণ দপ্তরের আশঙ্কা, কার্ড হাতে পেতে কিছুটা দেরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে কার্ড না পাওয়া পর্যন্ত যেকোনও ফোটো আইডি প্রুফ দেখালেই মিলবে 'জিরো ভ্যালু টিকিট'। শুধু শহরের ভেতরেই নয়, এই পরিষেবায় দূরপাল্লার সরকারি বাসেও মহিলারা বিনামূল্যে যাত্রা করতে পারবেন।

অধিবেশন কক্ষে তালা, পুরবোর্ড ভাঙার দাবি

কলকাতা, ২২ মে : হুগলি নদীর পশ্চিমপারের 'নীলবাড়ি'র মসনদে আগেই পরিবর্তন হয়েছে। এবার পুবপারের 'ছোট লালবাড়ি'তে সেই পালাবদলের 'আফটারশক' অনুভূত হতে শুরু করেছে। মাসিক অধিবেশন ডাকা নিয়ে শুক্রবার দিনভর নাটক চলল কলকাতা পুরসভায়। কারণ, অধিবেশন কক্ষে তালা দেওয়া ছিল। চেয়ারপার্সন মালা রায় বলা সত্ত্বেও সেই কক্ষ খোলা হয়নি। শেষমেশ অধিবেশন ডাকা হলেও তা বসে পুরসভার ক্লাবরুমে। সেখানে কেন বিরোধীদের ডাকা হল না তা নিয়ে পালটা প্রশ্ন তুলে পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার দাবি তুলেছেন প্রধান বিরোধী দল বিজেপির কাউন্সিলার সজল ঘোষ। চলতি বছরের শেষেই কলকাতা পুরসভায় ভোট। কিন্তু তার আগে পুরসভার অন্দরের পরিস্থিতি ক্রমশ গুমোট হচ্ছে।

শুক্রবার ছিল কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন। ১৯৮০ সালের কলকাতার পুর আইন অনুযায়ী এই অধিবেশন ডাকার অধিকার রয়েছে একমাত্র চেয়ারপার্সনের। কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সনের ডাকা অধিবেশনে

অধিবেশন কক্ষের পরিবর্তে পুরসভার ক্লাবরুমে বৈঠক।

যোগ দিতে সকাল থেকে পুরসভা ভবনে বিভিন্ন ওয়ার্ডের তৃণমূলের পুর প্রতিনিধিরা হাজির হন। উপস্থিত ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষও। তবে জোড়াফুলের ১৩৭ জন পুরপ্রতিনিধির মধ্যে ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন। তবে অধিবেশন কক্ষ ভিতর থেকে তালাবন্ধ থাকায় সেখানে বৈঠক হয়নি। চেয়ারপার্সনের অনুরোধেও তার চাবি পাওয়া যায়নি। কারণ হিসেবে জানানো হয়, নতুন সচিব এখনও দায়িত্বভার গ্রহণ করেননি। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল কাউন্সিলাররা। শেষমেশ অধিবেশন কক্ষের বদলে পুরসভার ক্লাবরুমে বৈঠক শুরু করেন মালা। সেখানে অবশ্য খালি গলাতেই অধিবেশন হয়। মেয়র বলেন, 'হাউস খোলা ও বন্ধ করা চেয়ারম্যানের কাজ। সংঘাত হয়, কিন্তু কাজ করতে হয়। কাল কলকাতা শহরে জল জমলে, কোনও বড় বিপর্যয় হলে দায়িত্ব কে নেবে? আজ যা ঘটল তা অত্যন্ত দুঃখের ও অপমানের।'

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার বন্ধ ঘরের সামনে বসে বিক্ষোভ।

ঘর না পেয়ে বিক্ষোভে তৃণমূল

বিধানসভায় ডামাডোল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ মে : শপথের ৯ দিন পরও বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলের স্বীকৃতি এখনও ঝুলে। ১৪ মে বিধানসভায় শপথের পর তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে প্রধান বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু বিধানসভার তরফে তৃণমূলকে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এর প্রতিবাদে বিরোধী দলের বন্ধ ঘরের সামনেই বসে পড়ে বিক্ষোভ তৃণমূলের।

এবার বিধানসভায় তৃণমূলের ৮০ জন বিধায়কের অধিকাংশ শপথ নিয়েছেন। কিন্তু বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলের স্বীকৃতি না মেলায় তৃণমূলের জন্য ঘর বরাদ্দ হয়নি। ঘরের অভাবে তৃণমূলের বিধায়করা লবিতে ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিধানসভায় এসে লবিতে দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনা করতে হচ্ছে। ঘর বরাদ্দ না হওয়ার জন্য ক্ষোভপ্রকাশ করে কয়েকদিন আগে সচিবের কাছে দরবার করেছিলেন শোভনদেব। বিধানসভার সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছিল, বিরোধী দল ও দলনেতার স্বীকৃতি দাবি করে নিয়মমাফিক চিঠি পাঠানো হয়নি। তাই প্রধান বিরোধী দলের ঘর বরাদ্দ নিয়ে সমস্যা রয়েছে। শেষপর্যন্ত নিয়ম মেনেই সেই চিঠি বিধানসভার সচিবালয়ে পাঠালেও জট কাটছে না। শুক্রবারও বিধানসভায় এসেছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রায় ১৮ জন বিধায়ক। কিন্তু এদিনও দপ্তর না মেলায় বিরোধী দলের ঘরের সামনে প্রতিবাদে বসে পড়েন তাঁরা। রাজা রামমোহনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সরকারের তরফে মাল্যদান অনুষ্ঠানে বিধানসভায় হাজির হয়েছিলেন তাপস রায়, শংকর ঘোষ সহ বেশ কয়েকজন শাসক দলের বিধায়ক। অনুষ্ঠান সেরে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর পাশের ঘরটিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান।

এদিকে আজও বিরোধী দলনেতা ও তাঁদের পরিষদীয় দলের ঘর ছিল তালাবন্ধ। তা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে বিধানসভায় বিরোধীদের হেনস্তা করা হচ্ছে। সচিবালয়ের নির্দেশ মেনে চিঠি দেওয়ার পরও প্রধান বিরোধী দলকে স্বীকৃতি দেওয়া দূরে থাক, বিধায়কদের বসার জায়গাটুকুও দেয়নি এই সরকার। এটাই বিজেপি সরকারের গণতন্ত্র।'

বৃহস্পতিবারই সচিবালয়ে চিঠি জমা দিয়ে শোভনদেব বলেছিলেন, শুক্রবার বেলা ১২টার মধ্যে ঘর না দেওয়া হলে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ করবেন। তারপরও এদিন ঘর না মেলায় বিরোধী দলের ঘরের সামনেই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন তৃণমূল বিধায়করা।

অদিতি-দেবরাজের পাশে বিকাশরঞ্জন

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ মে : রাজনীতির ময়দানে যাঁদের বিরুদ্ধে দিনরাত গলা ফাটান, আদালতের চৌহদ্দিতে সেই তৃণমূল নেতাদেরই রক্ষাকর্তা হয়ে উঠলেন সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ তথা দুঁদে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য! নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীকে জেলে পাঠানোর অন্যতম কারিগর তিনি। আর সেই বিকাশবাবুই কিনা রাজারহাট-গোপালপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সি এবং তাঁর স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীর আগাম জামিনের মামলায় তাঁদের হয়ে সওয়াল করলেন কলকাতা হাইকোর্টে।

তৃণমূল নেতাদের বাঁচাতে বর্ষিয়ান সিপিএম নেতার এই আইনি লড়াই রাজ্য রাজনীতিতে কার্যত ভূমিকম্প তৈরি করেছে। ঘটনার সূত্রপাত অদিতি ও দেবরাজের বিপুল সম্পত্তি বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে। রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার আদালতে অভিযোগ করেন, নির্বাচনের ঠিক আগেই অন্তত ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি অত্যন্ত সুকৌশলে বেনামে এবং আত্মীয়দের নামে হস্তান্তর করেছেন তাঁরা। এমনকি, কালিম্পংয়ের অ্যাকাউন্ট-সহ একাধিক ব্যাংক থেকে বিপুল টাকা সরানোরও অভিযোগ রয়েছে।

এই পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির সামনে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেতাদের ঢাল হয়ে দাঁড়ান বিকাশরঞ্জন। তাঁর অবাক করা সওয়াল, সম্পত্তি অন্য কারও নামে হস্তান্তর করাটা ধর্তব্যযোগ্য অপরাধ নয়! হলফনামায় ভুল তথ্য দেওয়াকে নির্বাচনি বিধিভঙ্গ বলা যেতে পারে, কিন্তু তা কোনওভাবেই অপরাধমূলক কাজ নয়। এই প্রসঙ্গে খোদ প্রধানমন্ত্রীর হলফনামা সংক্রান্ত বিতর্কের উদাহরণ টেনেও সওয়াল করেন। তাঁর এই তীক্ষ্ণ সওয়ালের মুখেই বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ১৯ জুন পর্যন্ত পুলিশি পদক্ষেপের ওপর মৌখিক স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। তৃণমূল নেতাদের হয়ে বিকাশরঞ্জনের সওয়াল শোরগোল ফেলেছে। যদিও বিকাশরঞ্জন বলেন, 'ডাক্তারের কাছে রোগী এলে জিজ্ঞাসা করা হয় না, সে তৃণমূল না সিপিএম। আইনজীবী হিসেবে বিচারপ্রার্থীকে রাজনৈতিক পরিচয় হিসেবে কেন বিচার করব?'

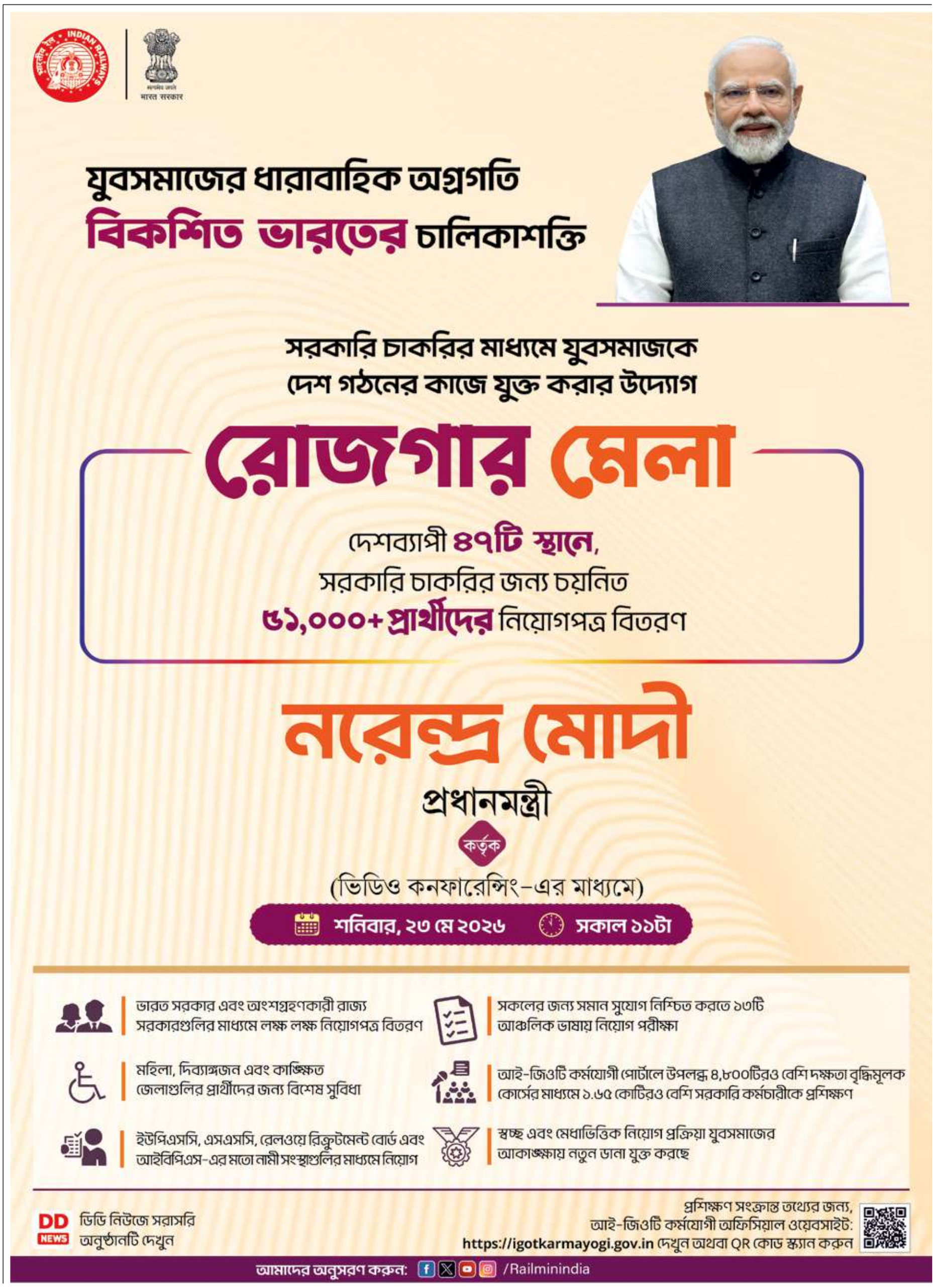

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৫ সংখ্যা, শনিবার, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

নতুন পথের সন্ধানে

ভারতের রাজনীতিতে তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভ, অসন্তোষ নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেকার তরুণদের উদ্দেশে আরশোলা, পরজীবী সম্বোধন সেই অসন্তোষের আগুনে নতুন করে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। কর্মসংস্থানের অভাবে ক্লিষ্ট, নিয়মিত প্রশ্নপত্র ফাঁসের জাঁতাকলে পিষ্ট, স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় নীল জেন জেড-এর আত্মসম্মানে 'আঘাত' করেছে ওই মন্তব্য।

ক্ষোভের আগুনে সমাজমাধ্যমে জন্ম নিয়েছে দুটি অভিনব অনলাইন সংগঠন- ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) এবং ন্যাশনাল প্যারাসাইট ফ্রন্ট (এনপিএফ)। ব্যঙ্গবিদ্রুপ এবং রসবোধের আড়ালে তাদের ইস্তাহার আর পাঁচটা রাজনৈতিক দলের চেয়ে অনেক বেশি গুরুগম্ভীর এবং প্রাসঙ্গিক। ইতিমধ্যে ফলোয়ারের নিরিখে দেশের শাসকদল বিজেপিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে সিজেপি।

তড়িঘড়ি দলটির এক্স হ্যান্ডেলটি বন্ধ করে দিয়েও আটকানো যায়নি। নতুন এক্স অ্যাকাউন্ট চালু হয়েছে। তাদের প্রতিপক্ষ এনপিএফ। একই সময়ে দুটি অনলাইন সংগঠনের মাথা তোলা নিঃসন্দেহে ভারতীয় রাজনীতিতে ভূকম্পনের পূর্বাভাস। সিজেপি বা এনপিএফ-এর আকস্মিক উত্থান ঘিরে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি এই দেশের তরুণ প্রজন্ম বিজেপি, কংগ্রেস বা অন্য মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলগুলির ওপর আস্থা হারাচ্ছে?

নিয়মিত নিট-এর মতো মর্যাদাপূর্ণ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তার জেরে পরীক্ষা বাতিল দেশের তরুণদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বারবার একই ঘটনা ঘটলেও কেন্দ্রীয় সরকারের হেলদোল নেই। দায় এড়ানোর চেষ্টা ছাড়া আর কোনও তৎপরতা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর তরফে দেখা যায়নি। পাশাপাশি ভারতে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, বাকস্বাধীনতা হরণ, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কুক্ষিগত হওয়া এবং প্রবল আর্থিক বৈষম্য তরুণ সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছে।

দেশজুড়ে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধিও নাগরিক সমাজে অসন্তোষে বাড়িয়ে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র দাবিগুলিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধান বিচারপতিদের অবসরের পর রাজ্যসভার সদস্যপদ না দেওয়া, বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিলে নির্বাচন কমিশনের কড়া শাস্তি, মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ, ভুয়ো তথ্য ছড়ানো সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং দলবদলু জনপ্রতিনিধিদের ভোটে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করার মতো যে দাবিগুলি তারা তুলেছে, সেগুলিকে উপেক্ষা করা যায় না।

অন্যদিকে, অপরাধীমুক্ত সংসদ গঠন এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে তাকে বদলানোর যে দাবি এনপিএফ তুলেছে, তা দেশের বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে জমতে থাকা ঘুণপোকা নির্মূল করার অঙ্গীকার। সম্প্রতি ভারতের প্রতিবেশী নেপাল, বাংলাদেশে জেন জেড আন্দোলনের অভূতপূর্ব রূপান্তর লক্ষ করা গিয়েছে।

নেপালে প্রথাগত রাজনৈতিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বালেন্দ্র শা'র নেতৃত্বে জেন জেড সমর্থিত নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশেও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনাকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, নেপাল বা বাংলাদেশের দেখাদেখি ভারতেও কি তরুণ সমাজ প্রথাগত ভোটব্যাংকের রাজনীতি উলটে দিতে মরিয়া? সিজেপি বা এনপিএফ-এর আত্মপ্রকাশ ভারতের জেন জেড-এর রাজনৈতিক চেতনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

'আরশোলা' ও 'পরজীবী' শব্দ দুটিকে হাতিয়ার করে ব্যঙ্গের মাধ্যমে নীরব বিপ্লবের ডাক দিয়েছে ভারতের জেন জেড। এই অনলাইনভিত্তিক সংগঠনগুলি কতটা সাফল্য পাবে, তা নিয়ে সংশয় আছে। ইতিহাস সাক্ষী, অনলাইনের ভাইরাল ট্রেন্ড আর বাস্তবের ভোট ময়দানে বাজিমাত করা- দুটি আলাদা বিষয়। সংগঠন দুটির সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো বা সুসংহত মতাদর্শগত ভিত্তি তৈরি হয়নি।

দীর্ঘমেয়াদি মতাদর্শগত ভিত্তি না থাকলে যে কোনও সংগঠন সাময়িক ঝড়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়ে। আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন এবং তা থেকে আপ তৈরি হলেও তার অবস্থা এখন অজানা নেই। তা সত্ত্বেও, এই আন্দোলনকে লঘু করে দেখার কোনও সুযোগ নেই। সিজেপি এবং এনপিএফ ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন এবং তাজা বাতাস এনে দিয়েছে।

অমৃতধারা

মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালোরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি ব'লে কোনও জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি এর কোনটা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাই নে। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা- চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন। দুই রকম আমি আছে- একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা আমি। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি, আর পাকা আমি হচ্ছে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত-জ্ঞান-স্বরূপ।

-শ্রীরামকৃষ্ণ

ককরোচ পার্টি, সাপুড়ে কার্টুন ও ভারতবর্ষ

আরশোলার নামে পার্টি নিয়ে হইচইয়ের পাশে চর্চার কেন্দ্রে নরওয়ের সংবাদমাধ্যমে মোদিকে নিয়ে কার্টুন। কোথাও যেন 'এক'।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ককরোচ জনতা পার্টির নাম তো এতদিনে সবাই জেনে গিয়েছেন। বিয়ার পার্টির নাম কি শুনেছেন? অথবা রাইনোসেরাস পার্টির কথা? ডেডলি সিরিয়াস পার্টি? লেমন পার্টি? অ্যান্টি সোশ্যাল পার্টি?

ছেড়ে দিন এসব। এগুলো সব অস্ট্রেলিয়া, বেলারুশ, কানাডার পার্টি! ব্রিটেন বা আমেরিকার কিছু দলের কথা শোনা যাক। নুড অ্যান্ড প্রাউড পার্টি। টেডি বিয়ার অ্যালায়েন্স পার্টি। গোল্ড পার্টি। দ্য মুন অ্যান্ড সার্পেন্ট পার্টি। আমেরিকায় যেমন রয়েছে আউল পার্টি, গান্স অ্যান্ড ডোপ পার্টি, আনডিসাইডেড কাউ পার্টি। রেন্ট ইজ টু হাই পার্টি।

মানে গোটা বিশ্ব ধরলে শুধু আরশোলার নামেই পার্টি নেই। প্যাঁচার নামে রয়েছে। গোরুর নাম রয়েছে। এমনকি গন্ডারের নামেও রয়েছে।

এইসব পার্টিকে বলে জোক পার্টি। তৈরি হয় মূলত বিনোদন এবং রাজনৈতিক ব্যঙ্গের জন্য। আরেক ধরনের পার্টি রয়েছে— ফেক পার্টি। যারা নির্বাচনের জন্য ফান্ড পেতে পার্টি তৈরি করে। অথবা ভোটারদের বিভ্রান্ত করে অন্য পার্টির সুবিধা করে দেয়। ভারতের বহু লোক এই ব্যাপারটা জানেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের জাতীয় ককরোচ পার্টি হঠাৎ রাতারাতি তৈরি হল কেন? ইন্টারনেটে কয়েক লক্ষ ফলোয়ার হওয়ার পর সেই অ্যাকাউন্ট যেভাবে মুছে দেওয়া হল, তাতে অনেকেই বলছেন এর পেছনে কেন্দ্রীয় সরকারের মাথাদের ভয় কাজ করছে। প্রতীকী এই পার্টিতে নাম লিখিয়েছেন তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি ও আম আদমি পার্টির অনেক পরিচিত মুখ। সবাই কিন্তু রসিকতা করেই নাম দিয়েছেন। কিছুটা ব্যঙ্গও রয়েছে। তরুণ প্রজন্ম যে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর সন্তুষ্ট নয়, তা বোঝাতে চান এঁরা।

উলটো মতের যুক্তিও উঠে আসছে ইন্টারনেটে। অনেকে বলছেন, এর পেছনে বিজেপিরই হাত থাকতে পারে। নানা কারণে দেশের তরুণ সমাজ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ক্ষুব্ধ। তারা রাস্তায় না নেমে যদি ইন্টারনেটেই বিপ্লব করে, তাহলে শাসকেরই পোয়াবারো। পথে নেমে বিপ্লব কেউ করবে না। ওদিকে, কংগ্রেস সহ বিরোধী নেতাদের পালে হাওয়াও লাগবে না। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এই পার্টি শুধু ফেসবুক বিপ্লবী হয়ে থাকবে।

বিজেপি এর আগে তাদের বিরুদ্ধে কোনও গণ আন্দোলন হলেই সেটাকে কৌশলে নিজেদের দিকে নিয়ে চলে এসেছে। শেষতম উদাহরণ আন্না হাজারের আন্দোলন। আরশোলাদের পার্টি যদি মাঠে না নেমে ফেসবুকেই বিপ্লব করে, তাহলে বিজেপির মঙ্গল।

আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা দিয়ে লেখাটা শুরু করেছিলাম। প্রত্যেকটা দেশেই অদ্ভুত অদ্ভুত নামের কিছু পার্টি তৈরি হয়েছে এবং কালের নিয়মে হারিয়ে গিয়েছে। একটু আমাদের দেশের দিকে তাকালে দেখব, এখানেও একদা কিছু অদ্ভুত নামের পার্টি তৈরি হয়েছিল। কিছু হারিয়ে গিয়েছে, কিছু থেকে গিয়েছে।

২০০৮ সালেই ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে ইন্ডিয়ান লাভার্স পার্টি তৈরি করেছিলেন তামিলনাড়ুর বি কুমার। ২০১১-র ভোটে তাঁরা ৪০-৫০ হাজার ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে প্রার্থী দিয়েছিলেন। পেয়েছিলেন মাত্র ৩,০০০। এরকমভাবেই কিম্ভূত নামের প্রচুর পার্টি এসেছে-গেছে ভারতে। পিরামিড পার্টি, জাগতে রহো পার্টি, অখিল ভারতীয় ভারতমাতা-পুত্র পার্টি, লাইফ পিসফুল পার্টি, পুওর ম্যানস পার্টি, ইওর্স মাইন পার্টি, ইন্ডিয়ান ওসেনিক পার্টি।

এই সমস্ত দলের অনেকগুলি নির্বাচন কমিশনে নথিবদ্ধ। তবে কোনও পার্টি কিন্তু এই আরশোলা পার্টির মতো সাড়া ফেলতে পারেনি। তার একটা কারণ, ওই সময় সোশ্যাল মিডিয়া এত শক্তিশালী ছিল না। ওই সময় খবরের কাগজ ও টিভি ফেলে মানুষ শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত না। এবং এর নেতারা নেটস্যাভি ছিলেন না। পার্টিও ছিল নাম কা ওয়াস্তে।

প্রথম বিশ্বের দেশ সুইডেনে দু'বছর আগে তৈরি হয়েছিল এভিল চিকেন পার্টি। কুড়ি বছর আগে হাঙ্গেরি দেখেছিল দ্য টু টেল ডগ পার্টি। পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জর্জলি কোভাকস ২০২৪ সালে রাজধানী বুদাপেস্টের একটা অঞ্চলের মেয়রও হন।

জার্মানিতে কিছুটা হলেও সাড়া ফেলেছিল কমেডিয়ান মার্টিন সোনবর্নের পার্টি। সোনবর্ন নিজে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে তিনবার জেতেন। কিছুই না, তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল বার্লিন ওয়ালটাকে নতুন করে গড়বেন আর বিয়ার ও কাবাবের দাম কম করবেন। তাতেই একশ্রেণির মানুষ সন্তুষ্ট ছিল।

এই ধরনের কিম্ভূতকিমাকার নামের পার্টির মধ্যে একমাত্র সবচেয়ে সাড়া ফেলেছিল ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির পার্টি— সার্ভেন্ট অফ দ্য পিপল। জেলেনস্কির মতো একেবারে অন্য পেশা থেকে এসে এর দায়িত্ব নিয়েছেন অনেকে। যেমন স্লোভেনিয়ার কমেডিয়ান মারজান সারেক, হাইতির মিউজিশিয়ান মিচেল মারটেলি, গুয়াতেমালার কমেডিয়ান জিমি মোরালেস। এঁদের উত্থান কিন্তু জেলেনস্কি আসার আগেই। জেলেনস্কির মতো অদ্ভুত নামের পার্টি নিয়েও নামতে হয়নি তাঁদের।

বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপালের জেন জেড-এর আন্দোলনের জের সরকার বদলে প্রভাব ফেলেছিল বলে অনেকে ভাবছেন, আমাদের আরশোলা পার্টির প্রভাব আরও এগোবে। মোদি ভক্তদের অনেকেরই চোখে রাতারাতি শত্রু অভিজিৎ দিপকে। একদা আম আদমি পার্টির সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সদস্য অভিজিৎ নেটের জগৎ ভালো জানেন। পুনেতে সাংবাদিকতা পড়ে এখন বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক রিলেশনসে মাস্টার্স করছেন। এখন তাঁর মারাঠি বাবা-মা বলছেন, ছেলে রাজনীতি করুক, তাঁরা চান না।

যতই প্রাথমিকভাবে সাড়া ফেলুক, ভারতের মতো দেশে শুধু নেট বিপ্লব করে সফল হওয়া কঠিন। তাঁর উদ্যোগ মুছে দিয়ে কেন্দ্র তিরিশ বছরের ছেলেটিকে একটু বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে। মজা লাগছে সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদির ভাবশিষ্যদের মনোভাব দেখে। তাঁদের অধিকাংশই এখন বলছেন, 'মতামতের নামে ট্রোল করার অধিকার আমাদের নেই। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ফারাক রয়েছে। স্বাধীনতার মধ্যেও নিয়ন্ত্রণ দরকার।' হাসির ব্যাপার হল, তাঁরা নিজেরা কিন্তু বিরোধী নেতা-নেত্রীদের এতদিন এভাবেই ট্রোল করে এসেছেন।

ট্রোল নিয়ে ডিগবাজির কথায় নরওয়েতে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সেখানকার এক সাংবাদিকের প্রশ্নের কথা মনে পড়ল। এখন মোদি ভক্তদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করে অত্যন্ত অন্যায় করে ফেলেছেন প্রেস স্বাধীনতায় বিশ্বের এক নম্বর দেশের সাংবাদিক। নরওয়ের কাগজে মোদিকে নিয়ে এক সাপুড়ের কার্টুন বেরিয়েছে। তাতেও মোদি ভক্তদের তীব্র আপত্তি, এতে নাকি দেশকে চরম অপমান করা হয়েছে। এখানে বর্ণবিদ্বেষও দেখছেন তাঁরা। এই কার্টুন নাকি রেসিস্ট!

বাংলার বিশিষ্ট কার্টুনিস্টদের সঙ্গে কথা বলছিলাম নরওয়ের কাগজে প্রকাশিত ওই কার্টুন নিয়ে। তাঁরা প্রত্যেকেই বিস্মিত এমন সাদামাঠা বিতর্কহীন কার্টুন নিয়েও ভারতে এমন আপত্তি ওঠায়। এই সাপুড়ে থিমের ওপর কার্টুন আর কে লক্ষ্মণ, কুটি, অমল চক্রবর্তী, চণ্ডী লাহিড়ি থেকে আজকের তরুণ প্রজন্মের কার্টুনিস্টরা সবাই এঁকেছেন। আগে কখনও কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। এখন কেন উঠছে, আজকের কার্টুনিস্টরা বুঝে পাচ্ছেন না।

ইন্টারনেটে ককরোচ পার্টির জনপ্রিয়তা, নরওয়ে সাংবাদিকের প্রশ্ন, নরওয়ের কাগজে মোদিকে নিয়ে কার্টুনিস্টের কার্টুন এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর চকোলেট উপহার নিয়ে মিম—কোথাও যেন এই চারটে ঘটনা মিশে গিয়েছে।

ককরোচ পার্টি থেকে চকোলেট উপহার— সবই এখন ভারতের কূটনৈতিক বিনোদনের অঙ্গ। অসলোয় নরওয়ের সাংবাদিকের অস্বস্তিকর প্রশ্নকে সিবি জর্জের 'যোগ-দাবা-মোবাইল' তত্ত্বে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা আর নরওয়ের সংবাদপত্রে মোদিকে 'বিরক্তিকর' আখ্যা দেওয়া— সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, বিশ্বমঞ্চে ভারত যেন এক অদ্ভুত থিয়েটারে নাম লিখিয়েছে। এই ঘটনায় ভারতীয় কূটনৈতিক মহলের যে আত্মরক্ষামূলক মরিয়া চেষ্টা দেখা গেল, তা আদতে কোনও গুরুতর রাজনৈতিক আলোচনার চেয়েও বেশি করে মিমের খোরাক হয়ে উঠল।

ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চকোলেট উপহারের যে মিষ্টি মুহূর্ত ভাইরাল হয়েছিল, তা ছিল 'সফট পাওয়ার'-এর প্রদর্শন। কিন্তু নরওয়ের ওই তিক্ত অভিজ্ঞতা বুঝিয়ে দিল, শুধু চকোলেট বা যোগ দিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতির কঠিন প্রশ্নগুলোকে আর আড়াল করা সম্ভব নয়। দেশের ভেতর এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ট্রোল ও প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠল, তাতে বোঝা যায়, আমরা সত্যের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে নিজের তৈরি মিথ্যে গৌরবের খোলসে থাকতেই বেশি স্বচ্ছন্দ।

সব দিকে তাকালে দেখব, ভারত এই মুহূর্তে বিশ্বমঞ্চে এক 'কৌতুককর চরিত্র' হয়ে ওঠার জায়গায় দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে মানানসই হয়তো ককরোচ পার্টির আবির্ভাব এবং তার গুরুত্ব ভালো করে না বুঝেই সেখানে নাম লেখানোর হিড়িক। ইউক্রেনের কমেডিয়ান থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার উদাহরণ ছেড়ে দিন। আমাদের এখানে নেপাল বা বাংলাদেশের মতো ছাত্রশক্তির গোটা দেশে সাড়া ফেলার মতো সামান্যতম ইঙ্গিত কোথায়?

আজ

১৮৯৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী নিখিলরঞ্জন সেন।

১৯৩০

প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

যাঁরা বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে কামাই করেছেন, তাঁরা আমাকে ছেড়ে কথা বলবেন না। এখন যে কোনও মুহূর্তে আমার প্রাণহানির আশঙ্কা তো থাকছেই। গরিবের র‍্যাশন নিয়ে দুর্নীতি রোধ করতে গিয়ে আমি মরতেও রাজি। তবে দুর্নীতি চিরতরে বন্ধ করবই।

- অশোক কীর্তনিয়া

ভাইরাল/১

জাতীয় জনগণনার কর্মশালা চলছিল গুজরাটে। কর্মী-আধিকারিকরা মন দিয়ে আলোচনা শুনছিলেন। হঠাৎ বিনা আমন্ত্রণে এক অতিথি ঢুকে পড়ে। গিয়ে ওঠে দর্শকের চেয়ারের ওপর। মহিলার গায়ে পা দিয়ে চেয়ারের মাথায় বসে থাকে।

ভাইরাল/২

মহারাষ্ট্রের বুলধানায় জ্বালানির সংকট। ভোগান্তি হচ্ছে স্থানীয়দের। সেখানকার এক পাম্পে ডিজেলের ট্যাংকার আসতেই লঙ্কাকাণ্ড বাধার জো। খবর পেয়ে স্থানীয়রা হাতে বড় বড় জার নিয়ে দৌড়োতে থাকেন। মুহূর্তেই লম্বা লাইন পড়ে। হিমসিম অবস্থা কর্মীদের।

জনমন

জনমত

ব্যবসায়ীদের কল্যাণে বোর্ড হোক

-এআই।

একজন ব্যবসায়ী সারাজীবন করের মাধ্যমে সরকারকে উপার্জনের সুযোগ করে দেন। তিনি দিনভর কঠোর পরিশ্রম করেন।

সব ধরনের আবহাওয়া ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কাজ করে যান। একজন ৮০ বছর বয়সি ব্যবসায়ীও দেশের উপর বোঝা না হয়ে আজীবন দেশের জন্য উপার্জন করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্যন্ত কোনও সরকারই ব্যবসায়ীদের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করেনি।

ধর্মীয় কাজ, সামাজিক কাজ কিংবা দেশের উপর কোনও বিপদ নেমে এলে একজন ব্যবসায়ী মন খুলে সাহায্য করেন। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলিকেও অনুদান দেন। ব্যবসায়ী সমাজের এত বড় অবদান থাকা সত্ত্বেও কোনও সরকারই ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ব্যবসায়ী কল্যাণ বোর্ড গঠন করেনি, যা অত্যন্ত লজ্জার। ব্যবসায়ীদের জন্য কোনও সরকারি প্রকল্প নেই, অথচ ব্যবসায়ীদের টাকাতেই সব সরকারি প্রকল্প পরিচালিত হয়। একেই বলে 'প্রদীপের নীচে অন্ধকার'।

ব্যবসায় ক্ষতি হলে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের জন্য কোনও সরকারি সহায়তা নেই, যা অত্যন্ত লজ্জার। এই পরিস্থিতিতে সরকার অবিলম্বে ব্যবসায়ী কল্যাণ বোর্ড গঠন করুক। ৬০ বছরের পর তাঁদের পেনশন দেওয়া হোক, অসুস্থ হলে ভিআইপি ক্যাটিগোরির মতো চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হোক এবং দেশের প্রতিটি জেলায় ব্যবসায়ী কল্যাণ বিভাগ-এর অফিস থাকুক। ব্যবসায়ীদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হোক। তাঁদের সমস্যার দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা উচিত। সরকার যেন আন্তরিকভাবে এই বিষয়ে চিন্তা করে। যে সম্প্রদায় সারাজীবন সরকারকে উপার্জন করে দেয়, সেই সম্প্রদায়কে বঞ্চিত রাখা বিরাট অন্যায়।

পূরণচন্দ্র শর্মা, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলার গেরুয়া, ত্যাগের গেরুয়া

পালাবদলের আবহে গেরুয়ার আসল অর্থ- ত্যাগ, সেবা এবং ঐক্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়াটা সবচেয়ে জরুরি।

সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

বাংলার বুকে এখন গেরুয়া হাওয়া। রাজ্যে প্রথমবার সরকার গড়েছে বিজেপি। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে 'গেরুয়া' কি কেবলই একটি রাজনৈতিক দলের পতাকার রং? নাকি শুধুই একটা সাময়িক রাজনৈতিক মরশুমের প্রতীক? গত কয়েক দশক ধরে বাংলার মাটিতে 'গেরুয়া' শব্দটিকে অত্যন্ত সুকৌশলে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হিন্দু পরিচিতির কথা বলা মানেই তাকে 'সাম্প্রদায়িক' তকমা দিয়ে দেওয়াটা এরাজ্যে একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। বাংলার নিজস্ব একটা গেরুয়া রূপ আছে, যা বিভাজনের নয়, বরং আপন করে নেওয়ার। রাজনৈতিক পালাবদলের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, বাংলার সেই নিজস্ব গেরুয়ার অর্থটা বুঝে নেওয়া আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

নতুন সরকার যখন দায়িত্ব নিচ্ছে, তখন তাদের মনে রাখতে হবে, এই গেরুয়া হল বাংলার দীর্ঘ তপস্যা, ত্যাগ, পাণ্ডিত্য, সাহস এবং নিঃস্বার্থ সেবার রং। যদি বাংলা আজ একটা নতুন পথ বেছে নিয়ে থাকে, তবে সেই পথ যেন আপামর বাঙালির সেবায় নিয়োজিত হয়। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ, আস্তিক বা নাস্তিক- ধনী বা দরিদ্র, কৃষক বা শ্রমিক, ছাত্র বা শিক্ষক- সকলের জন্যই যেন এই সরকারের দরজা খোলা থাকে। কারণ, সত্যিকারের গেরুয়া কখনও কাউকে অপমান বা কোণঠাসা করে না, বরং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে টেনে তোলে। সমাজকে শত্রুর শিবিরে ভাগ না করে, দেশ গঠনের কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করে।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায়, বাংলাই হল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক এবং গেরুয়া চেতনার কেন্দ্রভূমি। এই মাটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাটি, যিনি নামসংকীর্তনের মাধ্যমে ভক্তি ও প্রেমের প্লাবনে গোটা সমাজকে এক সুতোয় বেঁধেছিলেন। এই বাংলা সাধক রামপ্রসাদ সেনের, যাঁর শ্যামাসংগীত আজও প্রতিটি বাঙালি ঘরের পরিচিত সুর। এই মাটি তারাপীঠের বামাখ্যাপার, যিনি সমাজকে শিখিয়েছিলেন যে আধ্যাত্মিকতা সবসময় পরিপাটি বা মার্জিত হয় না, তা রুক্ষ এবং অকৃত্রিমও হতে পারে। এই মাটি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের, দক্ষিণেশ্বরে যাঁর গোটা জীবনটাই ছিল 'যতো মত, ততো পথ'-এর এক জীবন্ত উদাহরণ- যা সব ধর্মের মূল সুরকে মিলিয়ে এক অদ্ভুত সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছিল।

আর সেই রামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য স্বামী বিবেকানন্দই বাংলার এই গেরুয়া চেতনাকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর গেরুয়া মানে হিমালয়ের গুহায় বসে বৈরাগ্য বা পলায়নবাদ ছিল না। তাঁর গেরুয়া ছিল শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানোর, চরিত্রের বলিদানের এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র। বাংলার বর্তমান সরকারকে মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দের সেই শক্তি আর সেবার আদর্শই হল বাংলার আসল গেরুয়া।

এই বাংলা ভারতকে দিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে, যাঁর 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র গোটা মাতৃভূমিকে এক পবিত্র দেবীর আসনে বসিয়েছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উগ্র জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা থেকে আমাদের সতর্ক করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনিও উপনিষদের গভীর শিকড় থেকে রসদ নিয়েই তাঁর সাহিত্য আর বিশ্বমানবতার দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি কখনোই ভারতের মূল আত্মাকে অস্বীকার করেননি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক লড়াইয়ের বুনিয়াদটাও ছিল বিবেকানন্দের সেই অগ্নিতুল্য ত্যাগের গেরুয়া। তাঁর 'জয় হিন্দ' ধ্বনি এক জাতীয় মন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।

আবার ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ এই গেরুয়া চেতনাকে এক প্রাতিষ্ঠানিক সেবার রূপ দিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, আধ্যাত্মিকতাকে শুধু ধ্যানের আসনে আটকে না রেখে ত্রাণকাজ, শিক্ষা, সমাজরক্ষা এবং জাতি গঠনের মতো ময়দানের লড়াইয়ে নামাতে হবে। তাঁর গেরুয়া ছিল সুসংগঠিত এক মানবিকতার প্রতীক।

আজ যখন বাংলায় পরিবর্তনের নতুন সূর্য উঠেছে, তখন এই ইতিহাসগুলো নতুন করে পড়া দরকার। নতুন সরকারকে প্রমাণ করতে হবে যে তাদের গেরুয়া কোনও সংকীর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ার নয়, বরং তা বিবেকানন্দ, নেতাজি আর স্বামী প্রণবানন্দের ত্যাগের গেরুয়া। বাংলার মানুষ যে আশা আর ভরসা নিয়ে জনাদেশ দিয়েছেন, তার মর্যাদা রাখতে হলে সেই সনাতন, সর্বজনীন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক গেরুয়া চেতনাকেই প্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তবেই বাংলার এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এক সত্যিকারের নবজাগরণে পরিণত হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৫২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। ভারতের দক্ষিণস্থ অন্তরীপবিশেষ ৩। স্বর্ণকার-এর আরেক নাম ৫। যন্ত্রপাতি ৭। দূরত্ব, ব্যবধান বা ব্যবধানের পরিমাণ ৯। ক্ষুদ্রমালা ১১। অতিশয় ধনী ব্যক্তি ১৪। ঈষৎ কষায় স্বাদযুক্ত, বিস্বাদ ১৫। মিহি ও নরম সুতিবস্ত্রবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। পরাজিত বা বিধ্বস্ত ২। দৈহিক বা শারীরিক ৩। যে কল্পনা করে, রচয়িতা, পরিকল্পনাকারী ৪। দুয়ার বা কপাট ৬। ছোট থলে, বটুয়া ৮। বাংলা বছরের একটি মাস, তৃতীয় পাণ্ডব ১০। নিমফলের আরেক নাম ১১। ধনে-এর আরেক নাম ১২। হিংসুটে, কুটিল স্বভাব, কুচক্রী ১৩। প্রকার, ধরন, রীতি, হাবভাব।

সমাধান ■ ৪৪৫১

পাশাপাশি : ১। খাদিম ৩। ফেনি ৫। নক্ত ৬। আড়ত ৮। নহলা ১০। দলুজ ১২। হিজল ১৪। নিব ১৫। দর্প ১৬। লহর।

উপর-নীচ : ১। খানখান ২। মনখোলা ৪। নিগূঢ় ৭। তল্পি ৯। ত্রাহি ১০। দলবল ১১। জন্মান্তর ১৩। জশদ।

বিন্দুবিসর্গ

এভারেস্ট শীর্ষে মৃত্যু দুই ভারতীয়র

কাঠমান্ডু, ২২ মে : পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়ায় পা দিয়ে ইতিহাস গড়তে পারলেও বাড়ি ফিরে সকলকে নিয়ে সেই জয় উদযাপন করা আর হল না দুই ভারতীয় পর্বতারোহীর। এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করে নামার সময় হিমালয়ের মরণ ফাঁদ (ডেথ জোন)-এ চরম ক্লান্তিতে প্রাণ হারালেন সন্দীপ আরে ও অরুণ কুমার তিওয়ারি।

গত বুধবার শৃঙ্গ জয় করেন সন্দীপ এবং বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ৮,৮৪৯ মিটার উচ্চতায় পৌঁছান অরুণ। কিন্তু ফেরার সময় 'হিলারি স্টেপ'-এর কাছে অরুণ সংজ্ঞা হারান। নেপাল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের ঋষি ভাণ্ডারী জানান, 'শেরপা গাইডরা রাতভর প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন অরুণকে এভারেস্টের ব্যালকনি থেকে ৪ নম্বর ক্যাম্প (সাউথ কোল)-এ নামিয়ে আনতে। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কার্যত ক্লান্তিতেই মৃত্যু হয় অরুণের।' অন্যদিকে, অসুস্থ অবস্থায় নীচে নামিয়ে আনার পথে ক্যাম্প-২-তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সন্দীপ।

এ বছর নেপাল সরকার রেকর্ড ৪৯৩টি পারমিট ইস্যু করেছে। গত বুধবারই একদিনে রেকর্ড ২৭৪ জন পর্বতারোহী এভারেস্ট জয় করেন। তবে একই দিনে দুই ভারতীয়ের মৃত্যু এভারেস্ট অভিযানের চূড়ান্ত ঝুঁকিকে ফের একবার প্রমাণ করল।

সিজেপি'র অ্যাকাউন্ট ব্লকে সরব শশী-মহুয়া

নয়াদিল্লি, ২২ মে : জাতীয় সুরক্ষার অজুহাতে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) এক্স অ্যাকাউন্টটি ব্লক করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। খাতায়-কলমে রাজনৈতিক দল না হয়েও তারা রাতারাতি সমাজমাধ্যমে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের বাকস্বাধীনতায় লাগাম পরাতেই সরব হয়েছেন শশী থারুর, মহুয়া মৈত্রের মতো বিজেপিবিরোধী নেতা-নেত্রীরা। তাঁদের সাফ কথা, ককরোচ জনতা পার্টি আসলে দেশের তরুণ সমাজের মতপ্রকাশের মঞ্চ। তাই তাদের বাকস্বাধীনতায় লাগাম পরানো উচিত নয়।

বৃহস্পতিবারই ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ারের নিরিখে বিজেপিকে টপকে যায় সিজেপি। তাদের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে কটাক্ষ করেন, 'বিজেপি নিজেদের বিশ্বের বৃহত্তম দল হিসেবে দাবি করে। কিন্তু ওদের টপকে যেতে আমাদের মাত্র চারদিন লাগল।' এই পোস্টের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ককরোচ জনতা পার্টির অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, কেন্দ্রের নির্দেশেই এই কাজটি করা হয়েছে। কারণ হিসেবে গোয়েন্দা বক্তব্য দর্শানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ওই অ্যাকাউন্টটি জাতীয় সুরক্ষার জন্য বিপজ্জনক। যদিও অভিজিতের দাবি, ওই অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও অন্যায় মন্তব্য করা হয়নি।

তাঁকে সমর্থন জানিয়ে আসরে নামেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তাঁর কথায়, 'ভয়াবহ এবং অত্যন্ত অবিবেচক সিদ্ধান্ত। তরুণ সমাজ যে কতখানি হতাশ সেটা ককরোচ জনতা পার্টির জনপ্রিয়তা দেখেই বুঝতে পারছি।' শশী সাফ জানিয়েছেন, গণতন্ত্রে ভিন্নমত, হাস্যরস, ব্যঙ্গ এবং ক্ষোভপ্রকাশের জায়গা থাকা প্রয়োজন। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমাদের দেশের সরকার তরুণ সমাজকে এতটাই ভয় পায় যে একটা অনলাইন আন্দোলনকেও সহ্য করতে পারছে না। ভেবে দেখুন বিরোধী দলগুলির কাজ কত কঠিন।'

অনুপ্রবেশ বন্ধে বৈঠক বিএসএফের সঙ্গে

বাংলা সহ তিন রাজ্যে নিশ্চিন্ত শা

নয়াদিল্লি, ২২ মে : মাওবাদী সমস্যা থেকে দেশকে আগেই মুক্তি দিয়েছেন তিনি। এবার দেশকে অনুপ্রবেশ এবং অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করতে মরিয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। আর এই লক্ষ্যপূরণে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া তিন রাজ্য ত্রিপুরা, অসম আর পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি শাসিত সরকারই যে তাঁর তুরুপের তাস শুক্রবার বিএসএফকে ঠারেঠোরে তা জানিয়ে দিলেন তিনি।

এদিন বিএসএফের রুস্তমজি মেমোরিয়াল লেকচারে শা বলেন, 'আজ আমি পরম শান্তিতে নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে চাই, এখন ত্রিপুরা, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ তিনটি রাজ্যে এমন সরকার রয়েছে যারা নীতিগতভাবে মানে দেশে অনুপ্রবেশ বন্ধ হওয়া দরকার।' সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অনুপ্রবেশকারী ধরতে কেন্দ্রীয় আইন রাজ্যে চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট নীতিতেই অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তার করে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাফ বলেছেন, 'ভারত সরকার ঠিক করেছে শুধু অনুপ্রবেশ বন্ধ করা নয়, প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে বেছে বেছে দেশের বাইরে বের করে দেওয়া হবে।' তিনি জানিয়েছেন, আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের প্রায় ৬,০০০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্তকে মুড়ে ফেলা হবে এক অদৃশ্য, ডিজিটাল নিরাপত্তা বলয়ে। যার মূল লক্ষ্য— অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে দেশছাড়া করা এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো সীমান্ত রাজ্যের জনবিন্যাস পরিবর্তনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া। সীমান্ত পুরোপুরি সিল করে দেওয়ার কথাও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানান, দেশের বামপন্থী উগ্রপন্থা বা মাওবাদী সমস্যাকে যেভাবে সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে, ঠিক সেই একই তীব্রতা নিয়ে এবার অনুপ্রবেশ ও গোরু পাচারের বিরুদ্ধে নামতে হবে বিএসএফ-কে। দীর্ঘ পাঁচ দশকের মাওবাদী সমস্যার সমাধান যদি হতে পারে, তবে সীমান্ত সমস্যাও মিটবে।

> **এখন ত্রিপুরা, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ, তিনটি রাজ্যে এমন সরকার রয়েছে যারা নীতিগতভাবে মানে দেশে অনুপ্রবেশ বন্ধ হওয়া দরকার।**
>
> **অমিত শা**

তিনি এও জানিয়েছেন, ত্রিপুরা, অসম ও পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলিতে বিজেপি শাসিত সরকার থাকায় অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ ও প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া এবার অনেক সহজ হবে। খুব দ্রুত এই তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

শুধুমাত্র টহলদারির বদলে এবার বিএসএফ-কে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার নির্দেশও দিয়েছেন শা। অনুপ্রবেশের রুট ও গোরু পাচার বন্ধ করতে বিএসএফ জওয়ানদের স্থানীয় ভূমি রাজস্ব আধিকারিক, থানা, জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলারও বার্তা দিয়েছেন তিনি।

'স্মার্ট বর্ডার' প্রকল্পের মাধ্যমে সীমান্তে বসছে হাই-রেজোলিউশন থার্মাল ক্যামেরা (যা রাতেও মানুষের গতিবিধি ধরে ফেলবে), অত্যাধুনিক ড্রোন রাডার ও ড্রোন বিধ্বংসী প্রযুক্তি, সাইবার সিকিউরিটি গ্রিড এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবস্থা। বিএসএফ-এর ৬০তম প্রতিষ্ঠা বর্ষেই বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্তকে সম্পূর্ণ অভেদ্য করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে মোদি সরকার।

মায়ের ভালোবাসা... *শুক্রবার নাসিকের নান্দুর মধ্যমেশ্বর ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারিতে।*

রাজ্যসভার ভোট ১৮ জুন

নয়াদিল্লি, ২২ মে : অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক সহ ১০ রাজ্যের ২৪টি রাজ্যসভা আসনে ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। ১৮ জুন ওই নির্বাচন হবে। ওই ২৪টির মধ্যে ২৩টি আসনের সাংসদদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে জুন-জুলাই মাসে। পাশাপাশি মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর ২টি আসনে উপনির্বাচনও হবে ওইদিন।

গতবছর প্রয়াত হন জেএমএম সুপ্রিমো শিবু সোরেন। তাঁর আসনেও এবার ভোট হচ্ছে। আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট ও কর্ণাটকের ৪টি করে, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের ৩টি করে, ঝাড়খণ্ডের ২টি এবং মণিপুর, মেঘালয়, অরুণাচলপ্রদেশ এবং মিজোরামের ১টি করে আসনে ভোট হবে। এর মধ্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংয়ের আসনও রয়েছে। তাঁদের মেয়াদ জুনেই শেষ। রাজ্যসভার ২৪৫ আসনের মধ্যে বিজেপির হাতে রয়েছে ১১৩ জন সাংসদ। এনডিএ-র মোট আসনসংখ্যা ১৪৪। বিধানসভাগুলির রাজনৈতিক সমীকরণ অনুযায়ী, বিজেপি নিজেদের ১২টি আসন বজায় রেখেও দু-একটি আসন বাড়াতে পারে। আসন বাড়াবে কংগ্রেসেও।

ধৃত পদার্থবিদ্যা বিশেষজ্ঞ

পুনে, ২২ মে : এবছর নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে ফের বড় সাফল্য পেল সিবিআই। শুক্রবার মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে মনীষা সঞ্জয় হাবলদার নামে এনটিএ নিযুক্ত এক বিশেষজ্ঞকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিবিআইয়ের দাবি, তিনিই পদার্থবিদ্যার প্রশ্ন ফাঁসের মূল উৎস। ধৃত মনীষা পুনের 'শেঠ হিরালাল শরাফ প্রশালা'র কর্মী এবং এনটিএ-র বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য হওয়ার সুবাদে প্রশ্নপত্র স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর হাতে যেত।

এই নিয়ে এই মামলায় এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। তদন্তকারী আধিকারিকদের অভিযোগ, 'মনীষা হাবলদার পদার্থবিদ্যার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছিলেন।'এর আগে ধৃত রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মনীষার কোনও যোগসূত্র ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গ্রেপ্তার তরুণ

চণ্ডীগড়, ২২ মে : পাক গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বলজিৎ সিং ওরফে বিট্টুকে গ্রেপ্তার করল পাঠানকোট পুলিশ। ওই ব্যক্তি সেনা ও আধাসেনার গতিবিধির ফুটেজ নিয়মিত পাকিস্তানে পাঠাত। সেজন্য সে পাঠানকোট জেলার সুজানপুরে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগায়। ক্যামেরার অনলাইন অ্যাক্সেস একটি নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে পাকিস্তানের এক গোয়েন্দা এজেন্টের ফোনে লিংক করে দেয়।

সামরিক বাহিনীর গাড়ি কখন, কোথায় কোনদিকে যাচ্ছে তার লাইভ আপডেট পেয়ে যাচ্ছিল পাকিস্তান। পঞ্জাবের চক ধারিয়াল গ্রামের পুলিশি জেরায় দোষ স্বীকার করে জানিয়েছে, জানুয়ারিতে এই সিসিটিভি ক্যামেরা লাগায়। এক জন অজ্ঞাত ব্যক্তি দুবাই থেকে নির্দেশ পাঠাতো কী পাঠাতে হবে। এজন্য বিট্টু ৪০ হাজার টাকা পেয়েছিল। তার কাছ থেকে মিলেছে ওয়াই-ফাই রাউটার। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টস-এ মামলা রুজু হয়েছে। তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও নজর রাখা হয়েছে।

বঙ্গ ভবনে মুখোমুখি শুভেন্দু ও ঋতব্রত

নবনীতা মণ্ডল

সৌজন্যের সাফাই দিলেও ভিন্ন রাজনৈতিক সমীকরণের গুঞ্জন

নয়াদিল্লি, ২২ মে : পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ব্যস্ত দিল্লি সফরের মাঝে শুক্রবার দেখা গেল এক বিরল রাজনৈতিক দৃশ্যপট। হ্যালি রোডের বঙ্গ ভবনের করিডরে আচমকাই মুখোমুখি হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক তথা প্রাক্তন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য রাজনীতিতে শাসক-বিরোধী সংঘাত যখন চরমে, তখন দিল্লির বুকে কয়েক মিনিটের এই সৌজন্য সাক্ষাৎ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম দিল্লি সফরে এসেছেন শুভেন্দু অধিকারী। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক সেরে শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ তিনি বঙ্গভবনে পা রাখেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই সেখানে হাজির হন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদ পদের বাংলো ছাড়ার আইনি কাজে দিল্লি এসে বঙ্গভবনে মধ্যাহ্নভোজন সারতে গিয়েছিলেন তিনি।

আচমকা মুখোমুখি হতেই অবাক করে দিয়ে দেখা গেল নিখাদ রাজনৈতিক সৌজন্য। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই হাসিমুখে ঋতব্রতের উদ্দেশে বলে ওঠেন, 'এমএলএ সাহেব কি বঙ্গভবনে উঠেছেন?' জবাবে ঋতব্রত তাঁর দিল্লি সফরের কারণ জানান। এরপরই করিডরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী এক অভিনব বার্তা দিয়ে বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় আমরা যে প্রশাসনিক বৈঠক করছি তাতে তৃণমূল বিধায়কদেরও ডাকছি। আপনারা এলে ভাল হয়।' জবাবে তৃণমূল বিধায়ক বলেন, 'নিশ্চয়ই তেমন খবর পেলে পার্টির সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে যা করার তা করব।'

পরে ফোনে যোগাযোগ করা হলে ঋতব্রতের গলাতেও মুখ্যমন্ত্রীর পদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান শোনা যায়। তিনি বলেন, 'উনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সেই মর্মেই আমি সম্মান দিয়ে ওঁনার সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু ওঁনার পদমর্যাদাকে আমি অসম্মান করতে পারি না।' একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানকে ইতিবাচক আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'প্রশাসনিক কাজে বিরোধী বিধায়কদের যোগ দেওয়ার যে আহ্বান তিনি জানিয়েছেন এটাকে আমি সদর্থক বলেই দেখছি।' তবে সরকারিভাবে আমন্ত্রণ পেলে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান ঋতব্রত।

> **উনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সেই মর্মেই আমি সম্মান দিয়ে ওঁনার সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু ওঁনার পদমর্যাদাকে আমি অসম্মান করতে পারি না।**
>
> **ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**

রাজনৈতিক মহলের মতে, বঙ্গে সরকার পরিবর্তনের পর বিজেপি যে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসন'-এর বার্তা দিতে চাইছে, শুভেন্দুর এই মন্তব্য সেই কৌশলের অংশ। তবে এদিনের ঘটনাপ্রবাহ যে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের অস্বস্তি বাড়াতে পারে তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। দিল্লিতে ডবল ইঞ্জিন সরকারের সমন্বয়ের আবহে এই স্বতঃস্ফূর্ত কথোপকথন কি শুধুই প্রোটোকল, না কি বাংলার রাজনীতিতে কোনো নতুন সমীকরণের ট্রেলার, তা নিয়ে এখন জোর চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে।

মুখ্যমন্ত্রী ও ঋতব্রত। শুক্রবার নয়াদিল্লির বঙ্গ ভবনে।

নয়াদিল্লির বঙ্গভবনে নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাটআউট। ছবি : জয় মণ্ডল/অন অ্যাসাইনমেন্ট

বীরভূমের পরিযায়ীদের দেশে ফেরানোর নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২২ মে : বাংলাদেশে আটকে থাকা বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিকদের আগামী ১০ দিনের মধ্যে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, শ্রমিকদের আগে ভারতে ফিরিয়ে আনা হোক, তারপর তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্বের দাবি খতিয়ে দেখবে কেন্দ্র।

মামলার সূত্রপাত গত বছর জুনে। দিল্লির রোহিণী এলাকায় দিনমজুর হিসেবে কর্মরত বীরভূমের সোনালি খাতুন, সুইটি বিবি ও তাঁদের পরিবারকে 'অনুপ্রবেশকারী' সন্দেহে আটক করে অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করার অভিযোগ ওঠে। পরে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। প্রায় ১০০ দিন জেলে কাটানোর পর তাঁরা জামিন পান। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত ডিসেম্বরে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি ও তাঁর আট বছরের সন্তানকে 'মানবিকতার খাতিরে' দেশে ফেরানো হলেও সুইটি বিবি ও সোনালি খাতুনের স্বামী দানিশ সহ বাকিরা বাংলাদেশেই আটকে রয়েছেন।

১০ দিনের সময়সীমা

এদিন কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে বলেন, 'মামলার বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং এটিকে ভবিষ্যতের নজির হিসেবে না ধরে কেন্দ্র তাঁদের ফেরাতে রাজি হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'সরকার তাঁদের ফিরিয়ে এনে নাগরিকত্ব পরীক্ষা করবে, তবে সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে কিছুদিন সময় লাগতে পারে।'

আদালতে আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল ও সঞ্জয় হেগড়ে সওয়াল করেন। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের দেশে ফেরাতে ৮ থেকে ১০ দিন সময় লাগবে। সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি জুলাই মাসে স্থির করেছে। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর শীর্ষ আদালতের এদিনের নির্দেশে অবশেষে ঘরে ফেরার আশায় বাংলাদেশে আটকে থাকা শ্রমিকরা।

তিনদিনের অন্তর্বর্তী জামিন

উমরের আর্জি শুনবে বৃহত্তর সুপ্রিম বেঞ্চ

নয়াদিল্লি, ২২ মে : ২০২০-র দিল্লি দাঙ্গা মামলায় কারাবন্দি প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদকে তাঁর মায়ের অস্ত্রোপচারের কারণে ১ থেকে ৩ জুন পর্যন্ত তিনদিনের অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি প্রতিভা এম সিং ও বিচারপতি মধু জৈনের ডিভিশন বেঞ্চ মানবিক কারণে এই সিদ্ধান্ত নিলেও পুলিশি আপত্তির মুখে জামিনের মেয়াদ ১৫ দিন থেকে কমিয়ে ৩ দিন করা হয়। আগামী ৪ জুন তাঁকে ফের আত্মসমর্পণ করতে হবে।

এদিকে, উমর খালিদ ও শারজিল ইমামের জামিন সংক্রান্ত আইনি জটিলতা নিরসনে মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার এই নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালতের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি পিবি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চ।

মূলত ইউএপিএ আইনের ৪৩-ডি(৫) ধারার প্রয়োগ এবং 'কেএ নাজিব' মামলার নির্দেশিকা পর্যালোচনার মাধ্যমে জামিনের কঠোর শর্তাবলি ও দীর্ঘ কারাবাসের আইনি মীমাংসা করাই এই পদক্ষেপের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন বিচারপতিরা। বিচারপতি বিভি নাগরত্নর বেঞ্চ সম্প্রতি মন্তব্য করেছিলেন, ইউএপিএ মামলাতেও 'জামিনই নিয়ম এবং জেল ব্যতিক্রম' হওয়া উচিত।

অন্যদিকে, সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু যুক্তি দেন, গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে কেবল বিচারে বিলম্বের জন্য জামিন দেওয়া যায় না। তবে আদালত জানিয়েছে, এক বেঞ্চ অন্য বেঞ্চের রায়ের যৌক্তিকতাকে কেবল ভাষাগত কারণে নড়বড়ে করতে পারে না। এই একই মামলায় তসলিম আহমেদ ও খালিদ সাইফিকে ছয় মাসের অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

ফের পিছোল আইপ্যাক মামলার শুনানি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২২ মে : সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছিয়ে গেল আইপ্যাক মামলার শুনানি। শুক্রবার বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি নিলয় বিপিনচন্দ্র আঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। এদিন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আদালতে জানায়, এই ঘটনায় এ পর্যন্ত যে তদন্ত হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন আগামী ১৮ অগাস্ট।

এদিনের শুনানিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন। আদালতে সব আইনজীবীকে সরাসরি উপস্থিত না দেখে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র। জবাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রধান বিচারপতির নির্দেশ মেনেই তিনি ভার্চুয়ালি হাজির হয়েছেন। তখন বিচারপতি মিশ্র মন্তব্য করেন, 'ভার্চুয়ালি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর ফিজিক্যালি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য।'

সুপ্রিম কোর্টে তদন্ত রিপোর্ট জমা ইডির

ত্বিষার মৃত্যুতে তদন্তে সিবিআই

ভোপাল, ২২ মে : দশদিন পালিয়ে বেড়ানোর পর অবশেষে জবলপুর জেলা আদালতে শুক্রবার আত্মসমর্পণ করলেন ত্বিষা শর্মার স্বামী সমর্থ সিং। পরিবারের দাবি মেনে এদিন মধ্যপ্রদেশ সরকার ভোপালের শ্বশুরবাড়িতে ত্বিষা শর্মার মৃত্যুরহস্য উন্মোচনে তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইকে দিয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত দিল্লির এইমসে করানোর নির্দেশ দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট।

৩১ বছর বয়সি ত্বিষাকে শ্বশুরবাড়ির ছাদে ব্যায়াম করার রডে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল ১২ মে। ত্বিষার বাপের বাড়ির পরিজনদের দাবি, পণ নিয়ে তাঁদের মেয়ের ওপর অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছিলেন ত্বিষার স্বামী সমর্থ সিং ও শাশুড়ি প্রাক্তন বিচারক গিরিবালা সিং। ত্বিষার প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়েও তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। রিপোর্টে আত্মহত্যার কথা রয়েছে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে স্বচ্ছতা বজায় ও সঠিক কারণ জানাতে ত্বিষার বাবা দিল্লি এইমসে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন। তিনি প্রথমে ভোপালের জেলা আদালতে আবেদন করেন। নিম্ন আদালত তাঁর আর্জি খারিজ করায় তিনি ভোপাল হাইকোর্টে আবেদন করেন।

ত্বিষার স্বামীর পক্ষের আইনজীবী সিনিয়ার অ্যাডভোকেট মৃগেন্দ্রনাথ সিং দ্বিতীয় পোস্টমর্টেমের আর্জি নাকচ করার কারণ হিসেবে জানান, এটা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি অপমানজনক। মৃগেন্দ্রনাথের দাবিতে হস্তক্ষেপ করে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, অভিযুক্তের বিরোধিতা করার কোনও অধিকার নেই। বিষয়টি আদালত ও রাষ্ট্রের মধ্যের বিষয়।

লুপাস সচেতনতায় নতুন আশা

লুপাস একটি অটোইমিউন অসুখ। এক্ষেত্রে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সুস্থ কোষ ও টিস্যুকে আক্রমণ করে। সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় না হওয়া বা দেরিতে ধরা পড়া একটি বড় সমস্যা। তাই সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। লিখেছেন কলকাতার এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি ও রিউমাটোলজির কনসালট্যান্ট রিউমাটোলজিস্ট ও অ্যাকাডেমিক ডিরেক্টর **ডাঃ অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়**

লুপাস রোগটিকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রতি ১ লক্ষ মানুষের মধ্যে ২০ থেকে ১৫০ জন লুপাসে আক্রান্ত। প্রতি বছর অনেক নতুন রোগী শনাক্ত হন। উদ্বেগের বিষয়, আক্রান্তদের প্রায় ৯০ শতাংশই সন্তান ধারণে সক্ষম বয়সের নারী। ভারতে সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় না হওয়া বা দেরিতে ধরা পড়া একটি বড় সমস্যা, তাই সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।

১০ মে ছিল বিশ্ব লুপাস দিবস। এই দিনের প্রধান লক্ষ্য শুধু সচেতনতাই নয়, বরং লুপাস আক্রান্তদের দৃশ্যমানতা, সক্রিয় পদক্ষেপ এবং আশার আলো দেখানোও অন্যতম উদ্দেশ্য। এবছরের থিম– 'পরিবর্তনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ' এবং 'কাজের মধ্যে আশা ঃ লুপাসের ভবিষ্যৎ' ('Steps for Change' and 'Hope in Action : The Future of Lupus')। এই থিম আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সিস্টেমিক লুপাস এরিথমেটোসাস (এসএলই) শুধু চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি অবস্থা নয়, বরং এমন এক জীবনসংগ্রাম যা প্রায়ই লোকচক্ষুর অন্তরালে ও ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে থেকে যায়।

লক্ষণ

লুপাসকে প্রায়ই 'গ্রেট মিমিকার' বলা হয়। কারণ, এর লক্ষণগুলো একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম হয়। প্রধান লক্ষণের মধ্যে রয়েছে- গাঁটে গাঁটে ব্যথা এবং প্রচণ্ড ক্লান্তি (প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়)। এছাড়া ত্বকে র‍্যাশ, চুল পড়া ও জ্বর হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে কিডনি (৪০-৬০ শতাংশ), মস্তিষ্ক এবং রক্তকণিকা আক্রান্ত হয়। লক্ষণগুলি কখনও বাড়ে, আবার কখনও কমে যায় বলে রোগ নির্ণয়ে প্রায়ই দেরি হয়। এই জায়গাতেই লুপাসকে 'দৃশ্যমান' করার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। শুরুতেই রোগের লক্ষণ বোঝা এবং চিকিৎসা করানো একান্ত জরুরি।

নারী ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

হরমোনের প্রভাব, জিনগত কারণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পার্থক্যের কারণে লুপাস প্রধানত তরুণীদের বেশি আক্রমণ করে। আর এর প্রভাব জীববিজ্ঞানের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর বিস্তৃত। যখন একজন মানুষ কেরিয়ার, সম্পর্ক বা পরিবার গড়ার স্বপ্ন দেখেন, ঠিক সেই সময়েই এই রোগ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। ফলে এর মানসিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী, প্রায় ২৫-৪০ শতাংশ রোগী বিষণ্ণতায় এবং ৫০ শতাংশ পর্যন্ত রোগী উদ্বেগে ভোগেন। বাইরে থেকে সুস্থ মনে হলেও, ক্লান্তি আর অনিশ্চয়তা লুপাসকে একটি 'অদৃশ্য অসুস্থতা' করে তোলে, যার প্রভাব জীবনের ওপর পড়ে।

সামাজিক প্রভাব ও আশার কথা

সামাজিক ক্ষেত্রেও লুপাসের প্রভাব বেশ গভীর। লুপাসের কারণে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত হয়। বিশেষ করে বিয়ে, গর্ভাবস্থা এবং সামাজিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে রোগীরা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন। পরিবারও আর্থিক এবং মানসিকভাবে এই বোঝা ভাগ করে নেয়। তবে আধুনিক চিকিৎসার কল্যাণে আজ ছবিটা বদলেছে। সঠিক চিকিৎসা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকলে লুপাস আক্রান্ত নারীরাও এখন সফলভাবে মা হতে পারছেন।

চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত

'পরিবর্তনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ' আসলে এক সম্মিলিত ডাক— যাতে আরও বেশি সচেতনতা, দ্রুত রোগ নির্ণয়, উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা এবং শক্তিশালী সামাজিক সমর্থন গড়ে তোলা যায়। অন্যদিকে, কাজের মধ্যে আশা 'লুপাস-কেয়ারের' পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। শুরুতেই রোগ নির্ণয়, নিরাপদ ওষুধ, লক্ষ্যভিত্তিক থেরাপি এবং ব্যক্তি-উপযোগী চিকিৎসাপদ্ধতি উল্লেখযোগ্য ফল দিতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে লুপাস রোগীদের মধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি দীর্ঘায়ু লাভ করছেন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন।

বায়োমার্কার, প্রিসিশন মেডিসিন এবং আরও কার্যকরি থেরাপির ওপর আলোকপাত করে গবেষণা চলছে। ফলে উন্নত লুপাস চিকিৎসার ভবিষ্যৎ এখন অনেক বেশি উজ্জ্বল। তবে সচেতনতা প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ, লুপাস জটিল হতে পারে, কিন্তু এটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। সঠিক যত্ন ও সচেতনতা থাকলে লুপাস জীবনের গতি থামিয়ে দিতে পারে না। সচেতনতাই হোক সুস্থতার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

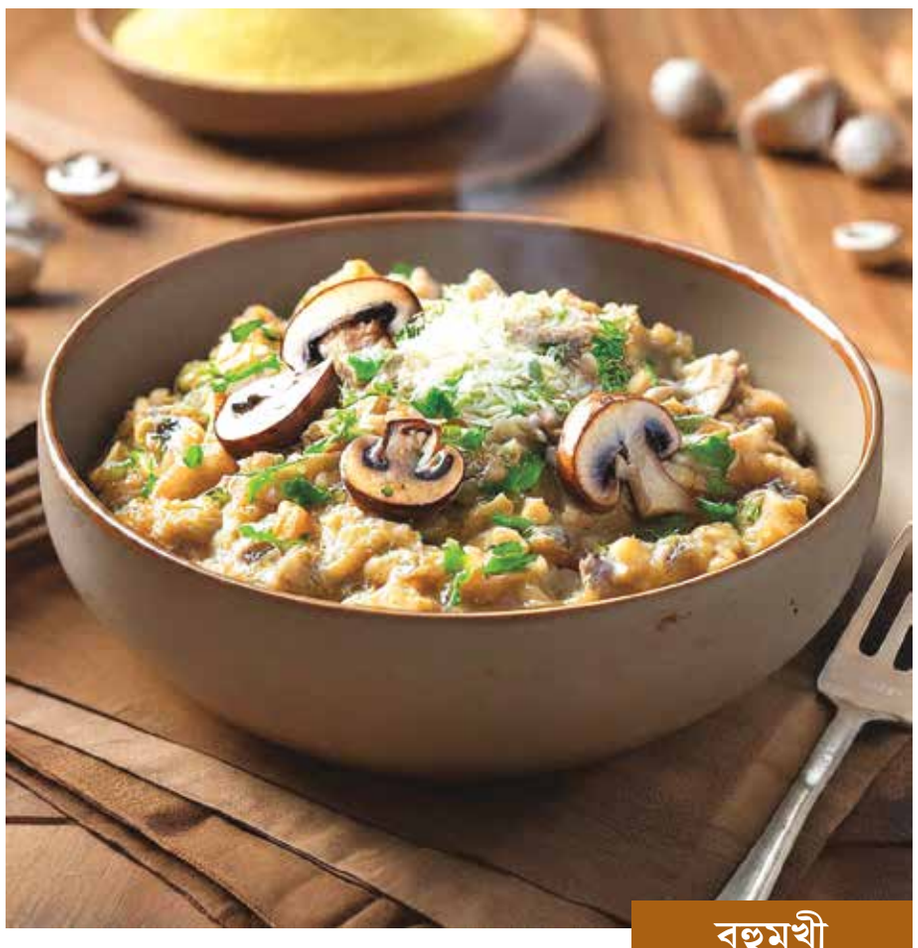

মিলেট কেন খাবেন

পুষ্টিগুণে ঠাসা ক্ষুদ্রাকার দানাদার শস্য মিলেট আধুনিক জীবনযাত্রায় সুস্থ থাকার অন্যতম চাবিকাঠি হতে পারে। এটি তৃণজাতীয় শস্য (যেমন- জোয়ার, বাজরা, রাগি)। গ্লুটেনমুক্ত, উচ্চমাত্রার ফাইবার, প্রোটিন ও খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ হওয়ায় মিলেটকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে সুপারফুড বলা হয়। এটি নিয়াসিনে সমৃদ্ধ, যা স্নায়ুতন্ত্রের সচলতা বৃদ্ধি, হজম প্রক্রিয়ার উন্নতি এবং ত্বক ও কোষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। এছাড়া এর বিটা-ক্যারোটিন শরীরে ভিটামিন-এ'র জোগান দেয়, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও ফ্রি র‍্যাডিক্যালসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কার্যকর। তবে সব ধরনের মিলেটে বিটা-ক্যারোটিন সমান থাকে না। ফক্সটেইল মিলেট এবং পার্ল মিলেটে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও বিটা-ক্যারোটিন তুলনামূলক বেশি।

বহুমুখী উপকারিতা

রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ

লো-গ্লাইসেমিক ইনডেক্স এবং হজম অযোগ্য বিশেষ কার্বোহাইড্রেট থাকায় মিলেট খাওয়ার পর হঠাৎ শর্করার মাত্রা বাড়ে না। তাই টাইপ-২ ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য এটি আদর্শ।

হজম প্রক্রিয়ার উন্নতি

এতে থাকা দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় ফাইবার অন্ত্রে ভালো ব্যাকটিরিয়া বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় এবং কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমে।

হৃদযন্ত্রের সুরক্ষা

মিলেটের ফাইবার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে হৃদরোগ বা আর্থেরোস্ক্লেরোসিসের ঝুঁকি কমায়। এতে থাকা ম্যাগনেসিয়াম হার্ট ফেলিওর প্রতিরোধে সাহায্য করে।

বার্ধক্য রোধ

ট্যানিনস ও ফেনলসে সমৃদ্ধ এই শস্য কোষের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে দেয় না। এটি উচ্চ রক্তচাপ ও উচ্চ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ ভূমিকা রাখে।

কোষ গঠন ও মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য

ফিঙ্গার মিলেট ভিটামিন-বি'র দুর্দান্ত উৎস, যা স্বাস্থ্যকর কোষ তৈরি এবং মস্তিষ্কের সচলতা বজায় রাখতে জরুরি।

মিলেট বনাম ভাত (প্রতি ১০০ গ্রামে)

পুষ্টি উপাদান	মিলেট	ভাত
ফাইবার	৫ গ্রাম	১-২ গ্রাম
প্রোটিন	৯ গ্রাম	২-৩ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট	উন্নতমানের	বেশি
গ্লাইসেমিক ইনডেক্স	কম (স্বাস্থ্যকর)	বেশি

কোন মিলেটে কী উপকার

ফিঙ্গার মিলেট (রাগি)

ক্যালসিয়ামের সেরা উৎস (চালের চেয়ে ৩০ গুণ বেশি)। হাড় মজবুত করতে এবং শিশুদের হাড়ের গঠনে অপরিহার্য।

কোডো মিলেট

উচ্চ ফাইবার ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর কোডো মিলেট কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে, রক্ত পরিস্রুত করতে এবং গাঁটের ব্যথা ও ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে দারুণ কাজ করে।

পার্ল মিলেট (বাজরা)

আয়রন ও ফলিক অ্যাসিডে ঠাসা এই মিলেট দ্রুত রক্তস্বল্পতা দূর করতে এবং পেশি গঠনে অত্যন্ত কার্যকরী।

ফক্সটেইল মিলেট (কাউন)

উচ্চ ফাইবার ও ভিটামিন-বি সমৃদ্ধ ফক্সটেইল মিলেট স্নায়ুতন্ত্র সচল রাখে, হজমশক্তি বাড়ায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে।

সরগাম (জোয়ার)

পটাশিয়াম ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর সরগাম উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদযন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

লিটল মিলেট (কুটকি)

এতে প্রচুর ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাস থাকে, যা ওজন কমাতে এবং শরীরের বিপাক হার ঠিক রাখতে সাহায্য করে।

পুষ্টিবিদদের মতে, সুস্থ থাকতে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে দূরে থাকতে সাধারণ দানাদার শস্যের বদলে মিলেট হতে পারে আপনার প্রতিদিনের সেরা পছন্দ।

একটানা বসে থাকায় যত ঝুঁকি

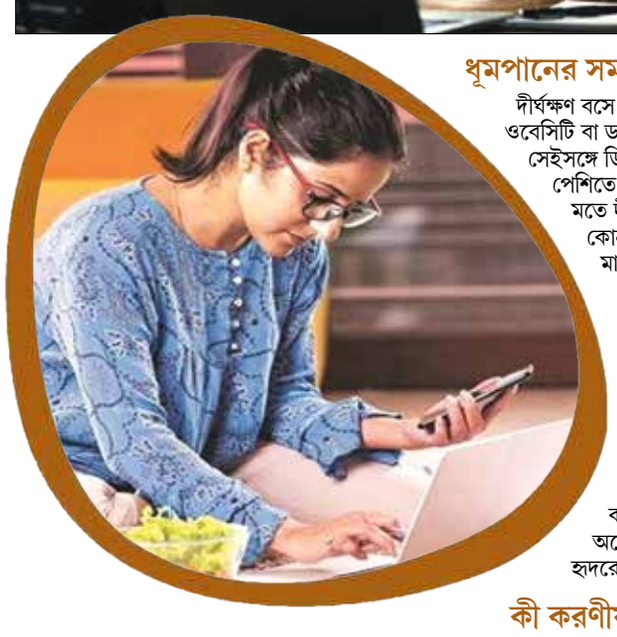

ধূমপানের সমান

দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে শুধু যে হৃদরোগ, ওবেসিটি বা ডায়াবিটিস হতে পারে তা নয়, সেইসঙ্গে ডিপ্রেশন হতে পারে। জয়েন্ট ও পেশিতে সমস্যা হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কুফল কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধূমপানের মতো মারাত্মক হতে পারে।

৩০ মিনিট বসে থাকার কুফল

একটানা ৩০ মিনিট বসে থাকলে বিপাক হার লক্ষণীয়ভাবে কমে যায়। ক্যালোরি পোড়ানোর ক্ষমতা কমে যায়। শরীরের নীচের পেশি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে টাইপ-২ ডায়াবিটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি দ্বিগুণ বাড়তে পারে।

কী করণীয়

সাধারণত কর্পোরেট চাকরিতে কর্মীরা দীর্ঘসময় ধরে ডেস্কে প্রায় সেঁটে বসে থাকেন। সাত থেকে আট ঘণ্টা স্ক্রিনে চোখ রেখে একটানা বসে থাকতে অনেকেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। আর অনেকেই সময়ের অভাবে শরীরচর্চা করা বা হাঁটার সময় পান না। এই বিষয়টা প্রথমে ক্ষতিকারক মনে না হলেও সময়ের সঙ্গে শরীর কিন্তু প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করে এবং কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়, যাতে বোঝা যায় অবস্থা ক্রমে খারাপ হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর পাঁচ মিনিটের জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠুন। ফোনে কথা বলতে বলতে একটু হেঁটে নিন বা চা-কফি আনতে যান, যা খুশি করুন, মোদ্দা কথা শরীরকে ফের সক্রিয় করতে হবে। এছাড়া চেয়ারে বসে পা সোজা করে প্রসারিত করা বা ঘাড় ঘোরানোর মতো ডেস্ক স্ট্রেচিং করলে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে। সেইসঙ্গে বসার সময় পিঠ সোজা রাখুন এবং কম্পিউটার স্ক্রিনটি চোখের উচ্চতায় রাখুন। কাঁধ ঝুঁকিয়ে বসলে ঘাড় ও পিঠের দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার ঝুঁকি বাড়ে।

রবি স্মরণ

রবীন্দ্র জয়ন্তী বেশ কিছুদিন হল পেরিয়ে গিয়েছে। তবে তার রেশ কিছুটা হলেও এখনও বর্তমান। কবিগুরুর নানা সৃষ্টিকে নিয়ে উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে আনন্দ উদযাপনের কিছু মুহূর্ত নিয়ে সংস্কৃতি বিভাগে এবারে কোলাজ–প্রতিবেদন।

ছন্দোবদ্ধ।। *রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বালুরঘাটে খুদেদের আবৃত্তি পরিবেশন। ছবি : মাজিদুর সরদার*

বর্ণাঢ্য পরিবেশন

কচিকাঁচাদের বর্ণাঢ্য পরিবেশনায় জমজমাট হয়ে উঠল চ্যাংরাবান্ধার রবীন্দ্র জয়ন্তী। ছন্দম শিল্পীগোষ্ঠী ও সরগম সংগীত অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই 'রবিপ্রণাম' শুরু হয় একটি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। পশ্চিমপাড়ার অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে ভিআইপি মোড় পরিক্রমা করে ফের অনুষ্ঠানস্থলে ফেরে শোভাযাত্রাটি। প্রদীপ প্রজ্বলনের পর মেখলিগঞ্জ মহকুমার বিশিষ্ট শিল্পী তথা সরগমের কর্ণধার সুনেত্রা বসুর কণ্ঠে 'হে নূতন দেখা দিক আর-বার' উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর সমবেত কণ্ঠে খুদেরা পরিবেশন করে 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার', 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত', 'এসো হে বৈশাখ' এবং 'মোর ভাবনারে'-এর মতো কালজয়ী গান।

একক সংগীতে পলি সাহার 'কি গাব আমি', কৌশানী সরকারের 'আজি ধানের ক্ষেতে' এবং ছোট্ট বহ্নিশা বসাকের 'আয় তবে সহচরী' দর্শকদের মুগ্ধ করে। একক রবীন্দ্রনৃত্যে অংশ নেয় অনুশ্রী সাহা (দাঁড়িয়ে আছো তুমি), বর্ণাঙ্গী সাহা (প্রেমেরও জোয়ারে) এবং পলি সাহা (খড় বায়ু বয় বেগে)। সুনেত্রা বসু জানান, তাঁদের জীবনে রবিঠাকুর ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। দীর্ঘ

দুই মাসের প্রশিক্ষণের এই সফল রূপায়ণে আপ্লুত উপস্থিত সকলেই। *–শতাব্দী সাহা*

আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য

দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তিসংগীত বাজে, ধ্বনিল রে, ধ্বনিল রে...। শিলিগুড়ির বর্ষীয়ান সংগীতশিল্পী সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই রবীন্দ্রবাণী ছড়াল নৃত্য মঞ্জিল মিউজিক অ্যাকাডেমি ও আমরা অপরাজিতার কবিপ্রণাম অনুষ্ঠানে। রবীন্দ্রজন্মদিনে এই অনুষ্ঠানের আসর বসেছিল শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার কৃষ্টিকল্প সাংস্কৃতিক মঞ্চে। নৃত্যশিল্পী শ্রাবণী চক্রবর্তীর পরিচালনায় নৃত্য মঞ্জিলের শিল্পীরা একে একে বিভিন্ন রবীন্দ্রনৃত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান। সিস্থেসাইজারে রবীন্দ্র গানের সুর ছড়ান শিশুশিল্পী আয়ান সোম। এছাড়াও রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন বহ্নিশিখা সংগীত গোষ্ঠী, আয় তবে সহচরী গ্রুপ, সুব্রত রায়, অর্পিতা দে সরকার সহ আরও অনেকে। নৃত্যে পয়স্তি আইচ, পায়েল ঘোষ, দীপান্বিতা গুপ্ত সহ আরও অনেক শিল্পী তাঁদের নৃত্যের ছন্দে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানান। আবৃত্তিতে ছিলেন লোপামুদ্রা বাগচী, অপর্ণা ভট্টাচার্য, ছোট্ট শিল্পী দিশানা পাল, অনুস্মিতা দত্ত, দিতিপ্রিয়া দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রাবণী চক্রবর্তী।

অন্যদিকে মিত্র সম্মিলনী তাদের নাটমন্দির ও সংলগ্ন পরিসরে গান ও কবিতার এক আন্তরিক অনুষ্ঠানে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানায়। সংগীত

পরিবেশন করেন বিশিষ্ট বর্ষীয়ান সংগীতশিল্পী মালবিকা চক্রবর্তী ও কিংশুক দাস, সংগতে ছিলেন অসিত তরফদার। আবৃত্তি ও কবিতা পাঠে ছিলেন পার্থপ্রতিম পান, মুক্তি চন্দ, সুপর্ণা ভট্টাচার্য, চন্দনা বসু নাগ, জবা ভট্টাচার্য, দীপান্বিতা দাস, প্রমাশ্রী মিত্র, সুদীপ রাহা, বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে সৃজনসেনার শিল্পীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কিরণ মজুমদার। *-ছন্দা দে মাহাতো*

গানে, কবিতায়

কিছুদিন আগে মেটেলিতে 'নিবেদিতা সংগীতালয়' বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের নিয়ে পালিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জয়ন্তী। কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক নির্ঝর দাস, সমীরণ দে, মনোজকুমার শিকদার, বিপ্লব সরকার, শিউলি বাসু, অজয় রায় সহ অন্য অথিতিরা। ছিল রবীন্দ্রসংগীত, আবৃত্তির আয়োজন। সংগীতালয়ের কর্ণধার নিবেদিতা রায় জানান, রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রতি বছরই এই অনুষ্ঠান করা হয়। মাটিয়ালি ব্লকের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। *–রহিদুল ইসলাম*

হে চিরনূতন

প্রার্থনার ফুল হাতে প্রেমের সুরে মুক্তির পথে আজও যেন জেগে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই ভাবনাকে কেন্দ্র করে কিছুদিন আগে 'বান্ধব সংঘ' ক্লাবে সাহানা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, শিলিগুড়ি আয়োজিত রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়ে উঠল এক অনন্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, যা শিলিগুড়িবাসী আগে খুব কমই দেখেছেন। সূচনা হয় ছাত্রছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠে 'হে চিরনূতন' গানের মাধ্যমে। প্রার্থনা, ফুল, পথ, প্রেম ও মুক্তি- এই পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিটি বিভাগের পরিবেশনায় উঠে আসে গবেষণাধর্মী ভাষ্য পাঠ, গান ও অভিনব উপস্থাপনা।

বনলতা দাসের নৃত্য সকলকে মুগ্ধ করে। কচিকাঁচাদের 'তাসের দেশ' আজকের গণ্ডিবদ্ধ সমাজে মুক্তচিন্তার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। উপস্থিত ছিলেন প্রণব চট্টোপাধ্যায়, ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলাল, মুক্তধারার কর্ণধার সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। কাঞ্জিলালের রবীন্দ্রচেতনা বিষয়ক বক্তব্য অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে। কর্ণধার

সুমিতা মজুমদার জানান, এটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাবীন্দ্রিক চেতনা গড়ে তোলার শিক্ষামূলক প্রয়াস। সমাপ্তিতে কচিকাঁচা ও দর্শকদের সমবেত কণ্ঠে 'বাঁধ ভেঙে দাও' গানটি অনুষ্ঠানে আবেগঘন পরিসমাপ্তি আনে। *–সব্যসাচী ভট্টাচার্য*

বর্ণিল উপস্থাপন

উত্তরবঙ্গ রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে কোচবিহার সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করা হল। কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পরে সংস্থার সদস্যদের সমবেত সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বর্ণনা নাট্যদল বিদ্যুৎ পালের নির্দেশনায় উপস্থাপন করেছে পোস্ট মাস্টার গল্পের আংশিক শ্রুতিরূপ। ঝুমা মুখোপাধ্যায় নববর্ষা কবিতাটি শোনান। রাগরাগিণীর সঙ্গে রবীন্দ্রগানের সম্পর্ক নিয়ে উপস্থাপিত হয় 'রাগের আলোয় রবি', যাতে অংশ নেন শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ মজুমদার এবং প্রজ্ঞামিতা গোস্বামী। আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে শম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান, চন্দ্রাবলী ভট্টাচার্যের বাঁশি, বেদশ্রুতি গোস্বামীর কবিতা অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা আনে। সংহিতা সরকার ও সোমা পালিতের পরিচালনায় রবীন্দ্র গানে নৃত্য পরিবেশিত হয়েছে। শেষ পর্বে 'প্রেম-পূজায় রবি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শোনান ভাস্বতী চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় তরফদার এবং মালবিকা মজুমদার। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন শিবাশিস সরকার, অভিষেক দাস ও অঙ্কিত রায়। সভাপতি শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক সৈকত ভট্টাচার্যের পরিচালনা এবং সৌমি চক্রবর্তীর সম্পূর্ণ রবীন্দ্র প্রভাবিত সঞ্চালনা অনুষ্ঠানটিকে সফল করে তোলে। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

ছিল আলোচনাও

শিবমন্দির সারদাপল্লিতে 'সুরতাল নৃত্যাঙ্গন কেন্দ্র'-এর উদ্যোগে উদযাপিত হয় রবীন্দ্র জয়ন্তী। প্রদীপ প্রজ্বলন ও 'হে নূতন দেখা দিক আর-বার' উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। রবীন্দ্রসৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেন 'উত্তরের প্রয়াস' সম্পাদক অনিল সাহা, ডঃ দুলাল দত্ত, অনির্বাণ পাল ও মিঠু পাল।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বাসন্তী ঘোষ পাল, পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য, সোনালি দত্ত, স্মৃতি কুণ্ডু, শিশুশিল্পী আয়ানশী মণ্ডল, নন্দিতা বিশ্বাস ও ডঃ অসমঞ্জস্য সরকার। বাদ্যযন্ত্রে ছিলেন সুচেতন দত্ত। রবীন্দ্রনৃত্যে সোনালি, দীপশিখা ও অন্বেষার পাশাপাশি কবিতা পাঠ করেন কণা পাল, নিবেদিতা পাল ও খুদে শিল্পী অর্চি পাল। *–সম্পা পাল*

অভিনব।। *পয়লা বৈশাখ ও সিটি সেন্টারের ১৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আনন্দধারা সংগীত অ্যাকাডেমির পরিচালনায় পরিবেশিত অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত।*

সপ্তম প্রয়াস

'নৃত্যমঞ্জিল' ও 'আমরা অপরাজিতা'র যৌথ পরিচালনায় শিলিগুড়িতে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হল মাসিক সাংস্কৃতিক আসর 'কৃষ্টি কল্প'-এর সপ্তম পর্বের অনুষ্ঠান। শুরুতেই নববর্ষ আবাহনে সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় ও শ্রাবণী চক্রবর্তীর প্রশিক্ষণে এবং জয়ন্ত বসাকের যন্ত্রসংগীতে পরিবেশিত হয় যৌথ নৃত্য ও গান। এরপর রঞ্জিতা বোসের পরিচালনায় 'উপাসনা ড্যান্স স্কুল'-এর খুদেদের নৃত্য, 'উত্তরণ'-এর সমবেত গান এবং অভিজিৎ রায় গাঙ্গুলির আবহ সহযোগে দেবাশিস ভট্টাচার্য ও লোপামুদ্রা বাগচীর শ্রুতিনাট্য 'ফুলসজ্জা' দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই সাংস্কৃতিক উদ্যোগের ধারাবাহিকতার প্রশংসা করেন মেয়র গৌতম দেব ও নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরী। শেষ পর্বে শিলিগুড়ি নাট্যরঙ্গ মঞ্চস্থ করে শ্রাবণী মণ্ডল মিত্রের লেখা ও নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অণু নাটক 'গলগ্রহ'। বৃদ্ধাশ্রমে পালিত মায়ের ছেলেকে দত্তক নেওয়ার করুণ কাহিনীটি দর্শক মনে গভীর রেখাপাত করে। নাটকের আবহপ্রয়োগে ছিলেন সায়ন রায়চৌধুরী। ছিল উত্তরাপণের পরিবেশিত শ্রুতিনাটকও। সবশেষে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সংবর্ধনা জানান বিশ্বজিৎ রায়, কুন্তল ঘোষ ও কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তী। *–বিমান দাশগুপ্ত*

সাহিত্য বৈঠক

উত্তরের তিন জেলার লেখকদের নিয়ে ইসলামপুরের দীভম ভবনে অনুষ্ঠিত হল দীভম সাহিত্য পত্রিকার 'সাহিত্য বৈঠকি'। সম্প্রতি একদিন বিকেলে অর্পিতা দত্তের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দীপককুমার রায়, প্রাবন্ধিক অশেষকুমার দাস, লেখক কুণাল নন্দী, নৃত্যশিল্পী শিপ্রা রায় এবং কবি নিশিকান্ত সিনহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিশিকান্ত সিনহা। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক ভবেশ দাস। সহযোগিতায় ছিলেন প্রকাশক দীপ্তি দাস ও মনীষা দাস। এদিন ডঃ দীপককুমার রায়, কুণাল নন্দী, সমাপ্তি দাস ও সুলেখা সরকারের হাতে 'দীভম সাহিত্য সম্মান' তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্বে আয়োজিত স্বরচিত সাহিত্য পাঠের আসরে অংশ নেন উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং ও কোচবিহারের লেখকরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন সুদীপ্ত ভৌমিক। *–সুশান্ত নন্দী*

ইতিহাসের জন্য

মালদার ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে দিল্লির কুণাল বুকস প্রকাশ করল এম আতাউল্লাহ, ডঃ কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর ও ডঃ পৌলোমী ভাওয়ালের লেখা বই 'ইতিহাস ও ঐতিহ্য মালদহ : সেকাল ও একাল'। অসীম সরকারের উদ্বোধনী সংগীতে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ বইটিকে বিশ্বের গবেষকদের কাছে মূল্যবান আকর এবং পুরাতন মালদার গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বর্ণনা করেন। এটি জেলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে বলে জানান লেখক কার্তিকচন্দ্র। ডঃ সমরকুমার মিশ্র ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মিনতি দত্ত মিশ্রের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গবেষক অভিজিৎ মণ্ডল। *–সৌকর্য সোম*

পেঙ্কেটুর দুনিয়া

সম্প্রতি ধূপগুড়ি প্রেস ক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল ফালাকাটার খগেনহাট উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক সুশান্ত রায়ের লেখা রাজবংশী তথা কামতাপুরি ভাষার উপন্যাস 'পেঙ্কেটুর দুনিয়া'-র প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডে মূল চরিত্র পেঙ্কেটুর জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত ঘটনাক্রম তুলে ধরা হয়েছে। লেখকের কথায়, শৈশব ও কৈশোরের কথা মাথায় রেখেই তাঁর এই নতুন প্রয়াস। চরিত্রটির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ডগুলিও প্রকাশিত হবে। এদিনের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নরেশ রায়, প্রকাশক শচীন রায় এবং বিশিষ্ট লেখক ধরিত্রী রায় সহ অন্যরা। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

অজানার খোঁজ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র'-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হল লেখক উমেশ শর্মার গবেষণামূলক বই 'উত্তরবঙ্গের অসুর শবর বেদে ইরানি কোরা জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি'। জলপাইগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বসবাসকারী এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিই এই বইয়ের মূল উপজীব্য। নিজের জন্মভূমি ও বেড়ে ওঠার জেলার প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা এবং শিকড়ের সন্ধানের তাগিদ থেকেই তাঁর এই নিরলস অনুসন্ধান প্রচেষ্টা বলে জানিয়েছেন লেখক উমেশ শর্মা। *–পূর্ণেন্দু সরকার*

যুদ্ধের দিনগুলি

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ১৮ দিনের ঘটনাক্রম নিয়ে প্রকাশিত হল বিশেষ পত্রিকা 'ধর্মক্ষেত্র'। কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি সায়েন্স সেন্টারে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্যের আলো'-র উদ্যোগে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসবে এটি উন্মোচিত হয়। সংস্থার সভাপতি চিরঞ্জিৎ সূত্রধর, উপদেষ্টা বিশ্বজিৎ দাস ও সম্পাদক পান্না দাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও নেপাল থেকে আগত দেবনারায়ণ দাস, অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ হীরেন্দ্রকুমার ভাগবতী সহ বহু গুণীজন এতে অংশ নেন। 'ধর্মক্ষেত্র' বিষয়ক আলোচনায় প্রথম হন সবাশিস পাল ও দ্বিতীয় সজল গুহ। স্থানীয় শিল্পীদের নৃত্যগীতের পাশাপাশি এই মেলবন্ধনে উজ্জ্বল ছিল সংস্থার দুঃস্থ ও ক্যানসার আক্রান্তদের সাহায্য এবং কম্বল বিতরণের মতো সামাজিক কর্মসূচির বার্তাও। *–সম্পা পাল*

যৌথ অধিবেশন

মালদা জেলা গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় বইবাগানে 'আলোর দিশা'র ২৯ এবং ৩০তম অধিবেশন সম্পন্ন হল। সম্পাদক দুলাল ভদ্রের সঞ্চালনায় উভয় পর্বের সূচনা হয় দেবলীনা পালের উদ্বোধনী সংগীতে। ২৯তম অধিবেশনে মণিশংকর ও বৈশালীর গানের পর আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম 'বাংলা ব্যাকরণের উদ্ভব ইতিহাস' প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন হরিরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল ওহাব। অন্যদিকে, ৩০তম অধিবেশনে সুব্রত ও মণিশংকরের সংগীতের পর ডঃ আইরিন শবনম 'শতবর্ষে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন। ডঃ ইন্দ্রজিৎ পানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। *–সৌকর্য সোম*

বইটই

দারুণ বাংরেজি

'সে এক স্বপ্ন তুমি বুনে যাচ্ছ রুক্ষতার মাঠে/You are sowing a dream in the rough field.' কবি উত্তম চৌধুরীর লেখা নির্মাণকথা/Construction Story কবিতার প্রথম দুটি লাইন। মোট ২৮টি কবিতা নিয়ে তাঁর নবতম কাব্য সংকলন বাংরেজির ফেরিওয়ালা। ২৮টি কবিতা বলা হয়তো ভুল হল। বইটিতে রয়েছে বাংলায় লেখা এই ২৮টি কবিতার ইংরেজি তর্জমাও। এই এআই-এর দুনিয়ায় যেখানে অনুবাদ অনেকটাই যান্ত্রিকতায় ভরা, সেখানে মানবদরদি অনুবাদে যে কতটা সাবলীল গতি রয়েছে, তা পরিষ্কার বোঝা যায় উত্তমের এই সৃষ্টিতে। সাহিত্যের জগতে দ্বিভাষিক এই কবিতার সমন্বয় প্রশংসার দাবিদার।

বিয়ে নিয়ে

বিয়ে। যাঁরা করেননি তাঁদের তো বটেই, যাঁরা করেছেন, তাঁদের জীবনেও শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। একে এড়াবার জো নেই। সাহিত্যিক অম্বরীশ ঘোষেরও সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্ম এই বিয়েকে ঘিরেই। লিখেছেন নানা জনজাতির বিয়ের রীতিনীতি। সাওঁতালদের মধ্যে বহির্গোত্র বিয়ে প্রচলিত। ক'জনই বা জানেন তাঁরা বিয়েতে কোনও পণ নেন না। অম্বরীশের এই বইয়ে সাঁওতালদের পাশাপাশি রয়েছে অসুর, রাভা, মেচ, তামাং, লিম্বু, মুন্ডা, মঙ্গর, ওরাওঁ ও মাহালিদের বিয়ের নানা খুঁটিনাটি। বিয়েকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে যে কত রীতি লুকিয়ে তা হয়তো অনেকে বইটি না পড়লে কোনওদিন জানতেও পারবেন না।

অভিনব উদ্যোগ

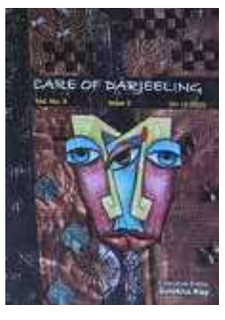

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য তো রয়েইছে, এছাড়া আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, গ্রিস সহ গোটা বিশ্বের আরও ৩০ দেশের কবিতাও ঠাঁই পেয়েছে কেয়ার অফ দার্জিলিং পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত কোনও পত্রিকায় হয়তো এর আগে এতগুলি দেশের কবিরা এভাবে অংশগ্রহণ করেননি। রয়েছে ধিমাল, গারো, ব্যাধের মতো বিভিন্ন উপজাতির জীবনযাত্রা, ভাষা, সাহিত্য, উৎসব, চিকিৎসা নিয়ে নানা লেখা। কবি সাধু রামচাঁদ মুর্মুকে সম্মান জানাতে 'জানাম অতরে রামচাঁদ আঃ নেঁহর' কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সম্পাদনায় সুলেখা রায় (সরকার)। অন্য ধরনের প্রচ্ছদটি তাঁরই আঁকা।

জীবনের গান

'পুনরায় নিভে যায় আলো/ আকাশ মেঘলা হয়ে ওঠে।' শঙ্খ অধিকারীর লেখা 'মায়ামেঘ' কবিতাটি এভাবেই শেষ হয়ে পাঠকদের ভাবায়। আরও ৫৫টি কবিতাকে নিয়ে পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে শঙ্খের কবিতা সংকলন মুক্তা দ্বীপের কবিতা। কবি উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যসৃষ্টিতে মগ্ন। কবিতার পাশাপাশি ছড়া, গল্প, উপন্যাস লেখেন। পেশায় চিকিৎসক। পেশাকে সময় দিয়ে হাতে যেটুকু অবশিষ্ট সময় পান খাতাকলমে ডুবে যান। একরাশ আবেগ নিয়ে লিখে ফেলেন, 'অন্ধ শ্রাবণের দিন শেষ হয়ে আসে/ মরুভূমি ভিজে যায় বালিয়ারি রাতে।'

বৈশাখী বিশেষ

প্রকাশিত হয়েছে চন্দননগর থেকে প্রকাশিত গোধূলি মন পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যা। অন্যান্য সংখ্যার মতোই নানা রংয়ে রঙিন হয়ে। সুব্রমানিয়া ভারতীকে নিয়ে শচীন দত্তের লেখা, অন্বয় মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'মণি বাইজির রথ এবং মাছের মেলা' পাঠকমনকে ভাবায়। রয়েছে বেশ কয়েকটি গল্প, কবিতা ও ছড়া। বৈশাখ মানেই কবিগুরুকে স্মরণ। নানা আঙ্গিকে তাঁকে ছোঁয়ার চেষ্টা পত্রিকার এই সংখ্যাতেও বর্তমান। তিথি মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'অনুভবে-ক্ষুধিত পাষাণ' পাঠকদের নতুনভাবে রবীন্দ্রসৃষ্টিকে ভালোবাসতে বাধ্য করবে। বেশ কয়েকটি পত্রিকা ও বই নিয়ে এই পত্রিকার পুস্তক সমীক্ষা বিভাগটি এবারও তারিফযোগ্য। অস্মিতা মুখোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদটি সুন্দর।

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com-এ।

পুষ্টি বাগানে মরশুমি সবজি চাষ

পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে গিয়ে পড়ুয়াদের বাস্তবমুখী ও মানবিক বিকাশ ঘটাতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসি চক্রের রবীন্দ্র হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রান্তিক এলাকার এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি খুদেদের হাতেকলমে বিষমুক্ত জৈব উপায়ে সবজি চাষের শিক্ষা দিচ্ছেন শিক্ষকরা। একইসঙ্গে দুর্মূল্যের বাজারে মিড-ডে মিলের শাকসবজির চাহিদা মেটাতে স্কুলের প্রায় দু'কাঠা জমিতে তৈরি করা হয়েছে একটি 'কিচেন গার্ডেন', যার নাম দেওয়া হয়েছে 'পুষ্টি বাগান'।

মঙ্গলবার সকালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রাজমণিকা খালকো ও সহ শিক্ষক প্রদীপ রজককে দেখা গেল পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়ে সেই বাগান থেকে মিড-ডে মিলের জন্য স্কোয়াশ তুলতে। শিক্ষকদের সূত্রে জানা গেল, এদিনের মেনু ছিল ভাত, ডাল, পাঁপড়, আচার এবং বাগান থেকে তোলা তাজা স্কোয়াশ-আলুর তরকারি। বিদ্যালয়ের পৌনে দু'বিঘা ক্যাম্পাসের এক কোণে গড়ে ওঠা এই বাগানে পেঁয়াজ, বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, পেঁপে, কাঁকরোল, লংকা ও নিম গাছ লাগানো হয়েছে। সম্পূর্ণ জৈব উপায়ে এখানে মরশুমি সবজি চাষ হয়।

এই পুষ্টি বাগান পরিচর্যার মূল দায়িত্ব স্কুলের শিশু সংসদের। টিফিনের সময়ে বা অবসরে চাষবাস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে উৎসাহিত করতেই এবং খুদেদের এই প্রচেষ্টা। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির অনুপ মুর্মু, প্রিয়াংকা বাসফোর, দীপেশ বাস্কে, রঞ্জিত কুজুর ও বিবেক সাহানিরা জানাল, স্কুলের বাগানে জৈব উপায়ে সবজি চাষ শিখে তারা নিজেরাও বাড়িতে সবজি বাগান তৈরি করেছে। সবজি চাষের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বাড়াতে হরেক রকমের ফুলের গাছও লাগিয়েছে এই খুদেরা। শিক্ষকরা আরও জানান, সপ্তাহে একদিন শিশুদের নিমপাতা ভাজা এবং গরমের দিনে গ্লুকন-ডি দেওয়া হয়।

৫৮ জন পড়ুয়ার এই স্কুলটি ২০১৬-'১৭ শিক্ষাবর্ষে 'নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার' এবং ২০১৮ সালে 'শিশু মিত্র পুরস্কার' লাভ করে। সহ শিক্ষক প্রদীপবাবু জানান, প্রথমে নিজেদের উদ্যোগে বাগানটি শুরু হলেও শিশু মিত্র পুরস্কারের ২৫ হাজার টাকা এটিকে বড় করতে সাহায্য করেছে। প্রধান শিক্ষিকা রাজমণিকাদেবী বলেন, 'পুষ্টি বাগানের সবজি যেদিন মিড-ডে মিলে রান্না হয়, সেদিন শিশুদের মধ্যে এক অন্যরকম আনন্দ লক্ষ করা যায়।'

বাতাসি চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দিলীপকুমার বর্মন জানান, এই স্কুলের উদ্যোগ দেখেই এখন খড়িবাড়ি ব্লকের মোট ২২টি স্কুলকে কিচেন গার্ডেন তৈরিতে উৎসাহিত করতে বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। পড়াশোনা ও খেলাধুলোর পাশাপাশি হাতেকলমে এই চাষবাস শিশুদের পূর্ণাঙ্গ মানসিক বিকাশে বড় ভূমিকা নিচ্ছে।

বিজ্ঞানমনস্কতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজে আয়োজিত সেমিনারের হাত ধরে তৈরি হল এক প্রাণবন্ত মননশীল পরিবেশ। সম্প্রতি কলেজের বাংলা ও দর্শন বিভাগের উদ্যোগে সাহিত্য, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের নানা দিক নিয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

৭ মে কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একদিবসীয় রাজ্যস্তরীয় আলোচনাচক্র। রবীন্দ্র জয়ন্তীকে সামনে রেখে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান, রাজনীতি, প্রেম ও মনুষ্যত্ব ভাবনা। বক্তারা কবিগুরুর বহুমাত্রিক সাহিত্যচেতনা, মানবতাবাদী দর্শন এবং বর্তমান সমাজে তাঁর চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই পর্বের সফল আয়োজনে বিশেষ ভূমিকা নেন অধ্যাপক ডঃ কৌশিক কর, সুরজিৎ দে এবং রঞ্জিত দাস।

এর ঠিক পরের দিন, ৮ মে দর্শন বিভাগ, এনএসএস ইউনিট-১ এবং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় জাতীয় স্তরের একটি সেমিনার। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক দর্শনের আলোকে ব্যক্তি ও সামগ্রিক উন্নয়ন ছিল এর মূল বিষয়। অনুষ্ঠানে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্মলকুমার রায় স্বামীজির সর্বধর্মসমন্বয় ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শকে বিশ্বশান্তির মূল চাবিকাঠি হিসেবে বর্ণনা করেন। ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জয় সাহা যুবসমাজের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নৈতিক মূল্যবোধের ওপর জোর দেন। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের

অধ্যক্ষ স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দজি 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শের ব্যাখ্যা দেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের স্বামী বেদস্বরূপানন্দজি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে যুবশক্তির ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দেন। সেমিনারের আহ্বায়ক ডঃ বিনোদ ঘোষ জানান, স্বামীজির তত্ত্বকে মানুষের বিকাশে প্রয়োগ করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

দুটি অনুষ্ঠানেই ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্রী চতুর্দশী সাহা জানান, স্বামীজির বাণী তাঁদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের জোয়ার এনেছে। অন্য শিক্ষার্থী পূর্ণিমা সাহা, মৌমিতা রায় ও সুদীপ্ত বর্মন জানান, এই আলোচনা তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। কুহেলিকা সাহা ও রিয়া টোপ্পো স্বামীজির নারী জাগরণ ভাবনার ওপর নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীজিৎ দাস বলেন, এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের অন্তরের অসীম সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার একটি নিরন্তর প্রয়াস। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে কলেজটিকে মানুষ গড়ার কারখানায় পরিণত করাই তাঁদের লক্ষ্য। এদিন কলেজে ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে একটি 'ইন্টার‍্যাক্টিভ প্যানেল'-এরও উদ্বোধন করা হয়।

বিউটিসিয়ান কোর্সে কর্মসংস্থানের দিশা

বিয়েবাড়ি হোক বা অন্য কোনও অনুষ্ঠান, সবাই চায় নিজেদের সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে। এর জন্য অনেক সময় মহিলারা বিউটি পার্লারে যান। তাই কালিয়াচক কলেজে পড়ুয়াদের জন্য বিউটিসিয়ান কোর্স চালু হয়েছে। এই কোর্স সম্পূর্ণ করে অনেক ছাত্রী নিজেকে স্বাবলম্বী করতে উদ্যোগী হয়েছেন। কলেজের ৬০ জন ছাত্রী তিন মাসের বিউটিসিয়ান কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে মোট আটটি সার্টিফিকেট কোর্স সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে বিউটিসিয়ান কোর্সটি ছাত্রীদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে।

কলকাতার দমদম নিখিল বঙ্গ বিদ্যাপীঠের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই বিউটিসিয়ান কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছাত্রীদের পেডিকিওর, ম্যানিকিওর, পার্লার ব্যবস্থাপনা সহ অনেককিছু শেখানো হয়েছে। বিউটিসিয়ান কোর্স পরিচালনার জন্য কলেজের অধ্যাপক বিজয়া মিশ্র বিশেষ সহযোগিতা করছেন। তিনি বলেন, 'কালিয়াচক কলেজে এবছর আটটি সার্টিফিকেট কোর্স করানো হয়েছে, তার মধ্যে বিউটিসিয়ান কোর্স অন্যতম। এই কোর্স করে ছাত্রীরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। ভবিষ্যতে নিজে বিউটি পার্লার খুলে স্বাবলম্বী হতে পারবে।'

কলেজ পড়ুয়াদের বিউটিসিয়ান কোর্স সম্পন্ন করার জন্য ২১ মে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ঊর্মিলা মণ্ডল, তনুশ্রী দাস, সাবিনা খাতুনরা জানান, এই সার্টিফিকেট তাঁদের জীবনে আগামীদিনে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। কোর্সে তাঁদের হাতে ধরে কাজ শেখানো হয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ নাজিবর রহমানের বক্তব্য, 'বিউটিসিয়ান কোর্সের ছাত্রীরা যেমন অংশগ্রহণ করে ইতিমধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে, তেমনি জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা কর্মসংস্থান পেতে চলেছে। ভবিষ্যতে আরও এধরনের জীবনমুখী কোর্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

পরিবেশ বাঁচানোর অঙ্গীকার

পরিবেশ রক্ষা করতে স্কুলের চারপাশে গাছ লাগাল পড়ুয়ারা। গত রবিবার মালদার চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে স্কুল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়। তার মধ্যে ছিল দেবদারু, মেহগনি, পাতাবাহার ইত্যাদি গাছ। লায়ন্স ক্লাবের সদস্যদের পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এই কর্মসূচিতে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্কুল চত্বরকে সবুজে ভরিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ছাত্রী সাথি দাসের বক্তব্য, 'বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই ধরনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে পেরে খুব খুশি। এর মাধ্যমে আমরা শুধু গাছ লাগানোর গুরুত্বই বুঝতে পারছি না, পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারেও আরও সচেতন হয়ে উঠছি।'

একই কথা বলল আরেক পড়ুয়া শেখ আসিফ। সে বলল, 'গাছ আমাদের জীবনের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ,

এই কর্মসূচির মাধ্যমে তা আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। ভবিষ্যতেও আমরা সবাই মিলে বেশি গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে সবুজ ও সুন্দর রাখার চেষ্টা করব।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তী, লায়ন্স ক্লাবের রিজিওন চেয়ারপার্সন সুদীপ্ত ঘোষ সহ অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সংস্থার রিজিওনাল চেয়ারপার্সন সুদীপ্ত ঘোষ পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সবুজায়নের লক্ষ্যে এই ধরনের কর্মসূচি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানালেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তী বলেন, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এর ফলে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে, তেমনি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও গাছ লাগানো ও পরিবেশ সচেতনতার গুরুত্ব বাড়বে।

ছাত্র/ছাত্রীর নাম ঃ .....
বাবার নাম ঃ .....
সম্পূর্ণ ঠিকানা ঃ .....
.....
যোগাযোগের মোবাইল নং ঃ .....কোন বোর্ডের পরীক্ষার্থী ঃ.....
বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত / পূর্ণ নম্বর ঃ...../..... শতাংশের হিসাব ঃ .....%
বাবার পেশা এবং বার্ষিক আয় ঃ .....
মায়ের পেশা এবং বার্ষিক আয় ঃ.....
পারিবারিক মোট বার্ষিক আয় ঃ.....
ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ .....
.....
.....
.....
আবেদনকারীর বাবা-মা কেউ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের সদস্য ? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
(উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী/সংবাদদাতা/এজেন্ট/হকার/বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়
সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি কমিটি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
● নিজের হাতে পরিষ্কার অক্ষরে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে ● শুধুমাত্র ২০২৬-এর পরীক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে ● যাদের পারিবারিক মাসিক আয় ১০০০০ টাকার নীচে এক যারা ন্যূনতম ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে ● ফর্মের ফোটোকপি অথবা বাইরের ছাপানো ফর্ম গ্রাহ্য হবে না ● প্রয়োজনে ফর্মের সঙ্গে বাড়তি পাতা যোগ করা যাবে ● মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কোনওরকম সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না ● পেশার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী / ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী / চাকুরিজীবী না লিখে বিশদে জানাতে হবে।
আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে ঃ ১) মাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ২) স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র, ৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা মোট বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র।
আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২৯ মে

ছাত্র/ছাত্রীর নাম ঃ .....
বাবার নাম ঃ .....
সম্পূর্ণ ঠিকানা ঃ .....
.....
যোগাযোগের মোবাইল নং ঃ .....
কোন বোর্ডের পরীক্ষার্থী ঃ.....কোন শাখা ঃ বিজ্ঞান / কলা / বাণিজ্য
বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত / পূর্ণ নম্বর ঃ...../..... শতাংশের হিসাব ঃ .....%
বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষার্থীদের জন্য ঃ জয়েন্ট এন্ট্রান্স / নিট দিয়ে থাকলে তার র‍্যাংক.....
২০২৪ সালে সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি (মাধ্যমিক) পেয়েছ কি? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
বাবার পেশা এবং বার্ষিক আয় ঃ .....
মায়ের পেশা এবং বার্ষিক আয় ঃ.....
পারিবারিক মোট বার্ষিক আয় ঃ.....
ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ .....
.....
.....
.....
আবেদনকারীর বাবা-মা কেউ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের সদস্য ? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
(উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী/সংবাদদাতা/এজেন্ট/হকার/বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়
সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি কমিটি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
● নিজের হাতে পরিষ্কার অক্ষরে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে ● শুধুমাত্র ২০২৬-এর পরীক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে ● যাদের পারিবারিক মাসিক আয় ১০০০০ টাকার নীচে এক যারা ন্যূনতম ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে ● ফর্মের ফোটোকপি অথবা বাইরের ছাপানো ফর্ম গ্রাহ্য হবে না ● প্রয়োজনে ফর্মের সঙ্গে বাড়তি পাতা যোগ করা যাবে ● মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কোনওরকম সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না ● পেশার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী / ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী / চাকুরিজীবী না লিখে বিশদে জানাতে হবে।
আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে ঃ ১) উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ২) মাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ৩) স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র ৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা মোট বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র।
আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২৯ মে

স্কুলে জিম, পড়ার সঙ্গে শরীরচর্চা

স্বাস্থ্যই সম্পদ। শরীর ঠিক থাকলে যে কোনও কাজই করা সম্ভব। সেই কথা ভেবেই মালদার চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে সম্প্রতি চালু হল একটি জিম। বিদ্যালয়ের ইউরোপিয়ান গেস্টহাউসে এই অত্যাধুনিক পরিকাঠামোসম্পন্ন জিমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

গত সপ্তাহের রবিবার ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে জিমরুমটির উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তী, সহ শিক্ষক জয়শংকর চৌধুরী, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অমিতেশ পান্ডে সহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জানালেন, ছাত্রছাত্রীদের শরীরচর্চায় আগ্রহ বাড়াতে এবং তাদের সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পার্থ চক্রবর্তী বললেন, 'বিধায়কের উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় দুই লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে এই জিমরুমটি তৈরি করা হয়েছে। আধুনিক বিভিন্ন ব্যায়াম সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো এই জিমরুমে বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা নিয়মিত শরীরচর্চার সুযোগ পাবে।' বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা, এই উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্কুলেই জিম চালু হচ্ছে শুনে খুশি পড়ুয়ারা। এবার থেকে বন্ধুদের সঙ্গে শরীরচর্চা করতে পারবে ভেবেই তারা উত্তেজিত। ছাত্রী নাফিসা পারভিন বলে, 'স্কুলে জিমরুম চালু হওয়ায় আমরা খুবই খুশি। পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চার সুযোগ পাওয়া আমাদের জন্য বড় প্রাপ্তি। এতে আমরা শারীরিকভাবে আরও সুস্থ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারব।' একই বক্তব্য স্কুলের আরেক ছাত্রী সুইটি সাহার। সে স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। তার কথায়, 'এখন স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা করতে পারব।'

জীবনশৈলীর পাঠ

বর্তমান ইঁদুর দৌড়ের যুগে কর্মব্যস্ত জীবনের নানা অসতর্কতায় যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বড়সড়ো দুর্ঘটনা। এমন পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি কমাতে এবং আগাম সতর্কতামূলক প্রস্তুতি নিতে একটি বিশেষ উদ্যোগ দেখা গেল মালদার গৌড় মহাবিদ্যালয়ে। কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে এবং সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের মালদা জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় কলেজ প্রাঙ্গণে একটি হাতেকলমে কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সাতদিনব্যাপী এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের জীবনশৈলীর শিক্ষা দেওয়া। এর পাশাপাশি প্রাথমিক চিকিৎসা (ফার্স্ট এইড), হার্ট অ্যাটাক, থ্যালাসিমিয়ার মতো ভয়াবহ রোগ প্রতিরোধ এবং রক্তদানে উদ্বুদ্ধকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের লেকচারার তথা বিশিষ্ট রক্তদান আন্দোলন কর্মী অনিলকুমার সাহা এবং সমাজকর্মী সুরজিৎ মণ্ডল। এছাড়াও পুরো কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন গৌড় মহাবিদ্যালয় এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার ডঃ বিজয় ঘোষ, অধ্যাপক অর্ক চক্রবর্তী এবং এনএসএস-এর একঝাঁক স্বেচ্ছাসেবক। খুদে পড়ুয়াদের পাশাপাশি কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরও এই ধরনের সামাজিক সচেতনতামূলক পাঠ আগামীদিনে যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বড় ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণির শ্রেয়া মণ্ডল। পড়াশোনার সঙ্গে নাচে পারদর্শী।

খইনি নিয়ে বিবাদে মার

শিলিগুড়ি, ২২ মে : খইনি চাওয়ার পরও দেননি বয়স্ক দম্পতি। তাই ক্ষিপ্ত তরুণ সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে মারধর করার পর ওই বাড়ির বিদ্যুতের কাটআউট নিয়ে চম্পট দেয়। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে যায় দীপনগরে। কিছুতেই সেই তরুণের খোঁজ না মেলায় খবর দেওয়া হয় ভক্তিনগর থানায়। পুলিশ এসে ঘণ্টাখানেক তল্লাশি চালানোর পর ওই তরুণকে কাটআউট সহ পাকড়াও করে। ওই দম্পতি মারধর ও হেনস্তার লিখিত অভিযোগ করেন থানায়। পুলিশ তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ওই তরুণের নাম মহম্মদ আজহার। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণ এলাকারই বাসিন্দা। মণি দাস নামের ওই বৃদ্ধের অভিযোগ, ‘বৃহস্পতিবার খাওয়াদাওয়া শেষে বাড়ির বাইরে বসেছিলাম। হঠাৎ ওই তরুণ আমার কাছে আসে। খইনি চায়।’ তখন ওই বৃদ্ধ ক্ষোভ প্রকাশ করলে ওই তরুণ তাঁর ওপর চড়াও হয়। এরপর ওই বৃদ্ধের স্ত্রী এগিয়ে এলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

২ বছর বাদে মিলল স্কুটার

শিলিগুড়ি, ২২ মে : দুই বছর আগে চুরি যাওয়া স্কুটার আর ফিরে পাওয়ার আশা শিলিগুড়ির চার্চ রোডের ব্যবসায়ী মনোজকুমার জৈন বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু এনজেপি থানার পুলিশ সেই স্কুটারটি উদ্ধার করে দেওয়ায় তিনি খুবই খুশি। দুই বছর আগে এক সন্ধ্যায় চার্চ রোডে নিজের দোকানের সামনে স্কুটারটি রেখে মনোজ ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে আর সেটি সেখানে পাননি। পরে এ নিয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করলেও কোনও কাজের কাজ হয়নি।

বৃহস্পতিবার এনজেপি থানার পুলিশ ফুলবাড়ির ক্যানাল রোডে একটি ঝোঁপে ঘেরা গর্ত থেকে স্কুটারটি উদ্ধার করে। তদন্ত করতে গিয়ে এক্ষেত্রে মনোজের নাম সামনে আসে। পুলিশ পরে মনোজকে এনজেপি থানায় ডাকে। স্কুটারটি মনোজেরই বলে নিশ্চিত হওয়ার পর সেটি তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পাশাপাশি, কে সেটি চুরি করে ক্যানাল রোডে রেখে এসেছিল, সেটি জানারও চেষ্টা চলছে। মনোজ দারুণ খুশি, ‘পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ।’

গরমে সঙ্গে থাক সঞ্জীবনী পানীয়

- নুন-চিনি ছাড়া ৪ চামচ দই ও ১২০ মিলি জল দিয়ে তৈরি ঘোল গরমে দারুণ কার্যকর
- সারারাত ভেজানো মৌরি-জল এই সময় পেট পরিষ্কার ও শরীর সতেজ রাখে
- লেবু, পুদিনা, আদা, শসা ও ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফল দিয়ে তৈরি ডিটক্স ওয়াটার সপ্তাহে ৩ দিন অল্প করে খাওয়া যাবে
- ভিটামিন-সি বা টক সমৃদ্ধ যে কোনও পানীয় শুধুমাত্র কাচের পাত্রে ব্যবহার করতে হবে
- কোল্ড ড্রিংকস না খেয়ে ওআরএস বা ঘরে তৈরি ছাঁচ সঙ্গে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২২ মে : মাঝেমধ্যে ঝুপঝাপ বৃষ্টি হলেও জ্যৈষ্ঠের চড়া রোদ তার দাপট দেখাচ্ছে। এই সময় সামান্য শীতলতার খোঁজে যখন প্রাণ একটু ঠান্ডার ছোঁয়া পেতে চায়, তখন সাময়িক আরাম পেতে বাজারচলতি কৃত্রিম নরম পানীয় বা কোল্ড ড্রিংকসের দিকে হাত বাড়ানোই দস্তুর। কিন্তু পুষ্টিবিদরা বলছেন, এই তীব্র গরমে রঙিন রাসায়নিকযুক্ত পানীয় খাওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং শরীরকে সতেজ, আর্দ্র এবং রোগমুক্ত রাখতে ঘরের তৈরি প্রাকৃতিক পানীয়ই এই পরিস্থিতিতে একমাত্র সঞ্জীবনী। রোদে বাইরে বেরোনোর সময় বোতলে করে সহজেই এই ঘরোয়া টোটকা সঙ্গে রাখা যায়। এতে তাৎক্ষণিক শক্তি যেমন মিলবে তেমনি শরীরে জলের ঘাটতিও পূরণ হবে।

শহরের বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ ডাঃ প্রজ্ঞা চট্টোপাধ্যায় কোল্ড ড্রিংকস সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁর মতে, ‘ফলের রস খেতে হলে তরমুজ বা আখের রস খাওয়া যেতে পারে। তবে ডায়াবিটিস রোগীদের ক্ষেত্রে আখের রস খাওয়া যাবে না।’ তিনি জানান, এই গরমে সবচেয়ে উপকারী হল লেবুর শরবত, যাতে সামান্য লবণ ও মধু মিশিয়ে নেওয়া ভালো। এছাড়া পেট ঠান্ডা রাখতে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে আখের গুড় ভেজানো জল খাওয়া যেতে পারে। ২৫০ মিলি জলে ১০ গ্রাম গুড় অন্তত ৪ থেকে সর্বোচ্চ ১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে এই জল তৈরি করতে হবে (এটিও ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য নয়)। গরমে দারুণ আরাম দেয় দইয়ের ঘোল। ৪ চামচ দই ফেটিয়ে তার সঙ্গে ১২০ মিলি জল মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ঘোল, এতে নুন বা চিনি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লিভার ও পেট পরিষ্কার রাখতে জাদুকরী ভূমিকা নেয় মৌরি-জল। এক চামচ মৌরি একগ্লাস জলে সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে বা কাজের শেষে বাড়ি ফিরে ছেঁকে খেলে ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়।

ইদানীং জনপ্রিয় হওয়া ‘ডিটক্স ওয়াটার’ নিয়ে কিছু জরুরি সতর্কবার্তা দিয়েছেন ডাঃ চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, ১ লিটার কাচের জারে জল নিয়ে তাতে লেবু, পুদিনা পাতা, আদা, শসা ও ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ যে কোনও ফল ভিজিয়ে ফ্রিজে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজনমতো জল ছেঁকে অল্প অল্প করে খেতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, ডিটক্স ওয়াটার তৈরির ৪-১০ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে এবং এটি সপ্তাহে সর্বোচ্চ তিনদিন খাওয়া যাবে। প্রতিদিন বা এককালীন অতিরিক্ত ডিটক্স ওয়াটার খেলে ডিহাইড্রেশন বা বুক জ্বালা হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভিটামিন-সি বা টকজাতীয় যে কোনও পানীয় তৈরিতে এবং বহনে অবশ্যই কাচের পাত্র ব্যবহার করতে হবে, প্লাস্টিক বা অন্য ধাতু একেবারেই নয়। তবে গুড় বা মৌরি-জল সাধারণ বোতলে রাখা যাবে।

অন্য এক পুষ্টিবিদ দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পারদ যত চড়বে, জল খাওয়ার পরিমাণ (একজন সুস্থ-স্বাভাবিক বড় মানুষের ক্ষেত্রে আড়াই-তিন লিটার দিনে) তত বাড়াতে হবে। রাস্তাঘাটের খোলা কাটা ফল বা কোল্ড ড্রিংকস এড়িয়ে বাড়ি থেকে ডাবের জল, তরমুজের রস, নুন-চিনির জল বা ‘ছাঁচ’ (দই, জল, বিট নুন ও জিরে গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি) ক্যারি করা যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের এই পরামর্শ ইতিমধ্যেই মনে ধরেছে নতুন প্রজন্মের। কলেজ পড়ুয়া সুহানা ছেত্রী শরীরচর্চা শুরু করার পর থেকেই ব্যাগে কাচের বোতলে ডিটক্স ওয়াটার রাখছেন। সুহানার কথায়, ‘এটি ভীষণ রিফ্রেশিং ও আরামদায়ক।’ অন্যদিকে, অফিসযাত্রী বনিতা পালের দুপুরের ভরসা ডাবের জল। পাশাপাশি বাড়ি থেকে ওআরএস তৈরি করে বোতলে ভরে বেরোন তিনি। তীব্র রোদে সুস্থ থাকার এই ঘরোয়া দাওয়াই এখন ট্রেন্ড শিলিগুড়িতে।

তীব্র গরমে বাজারচলতি কোল্ড ড্রিংকস সাময়িক আরাম দিলেও শরীরের ক্ষতি করে। তাই এগুলো সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদরা। তাঁদের মতে, সামান্য নুন ও মধু মেশানো লেবুর শরবত এই গরমে সেরা। যাঁরা ডায়াবিটিক নন, তাঁদের জন্য ৪-১০ ঘণ্টা ভেজানো আখের গুড়ের জল (২৫০ মিলি জলে ১০ গ্রাম গুড়) পেট ঠান্ডা রাখতে অত্যন্ত কার্যকরী।

নির্মাণ ভাঙতে বাধা নেতার

বিজেপির প্রতিরোধে উত্তেজনা ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২২ মে : রাজ্যে পালাবদলের পর শুক্রবার প্রথম অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পথে নামল শিলিগুড়ি পুরনিগম। অভিযোগ, প্ল্যান পাশ ছাড়াই শহরের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের পোকাইজোত এলাকার বাসিন্দা অজয় মাহাতো দোতলার ছাদ তৈরি করেছিলেন। এদিন পুরনিগমের তরফে সেই ছাদ ভাঙতে অভিযান চালানো হয়। তবে আগাম নোটিশ ছাড়া এই অভিযান চালানোর অভিযোগ তুলে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি নেতা দীনেশকুমার সিং রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘটনায় এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। চাপের মুখে একটা সময় পুরকর্মীরা নির্মাণ ভাঙার কাজ বন্ধ করে দেন। যদিও পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পরে প্রধাননগর থানার পুলিশের উপস্থিতিতে ওই অবৈধ নির্মাণ ভাঙা শুরু হয়। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, ‘বাড়ির মালিককে কোনও সময় না দিয়ে আচমকাই অভিযান চালানোর প্রতিবাদ করেছিলেন দীনেশকুমার সিং। তবে, অবৈধ নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়নি।’ তাঁর আরও সংযোজন, ‘শহরে একাধিক বড় অবৈধ নির্মাণ রয়েছে। পুরনিগম সেক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ কেন করছে না।’

- পুরনিগমের অভিযান চলে শহরের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের পোকাইজোত এলাকায়
- সেখানে এক ব্যক্তি প্ল্যান অনুমোদন ছাড়াই দোতলার ছাদ তৈরি করেছিলেন
- নোটিশ ছাড়া অভিযান চালানোর অভিযোগ তুলে রুখে দাঁড়ান এক বিজেপি নেতা

মাস ছয়েক আগে পুরনিগমের তরফে অজয় মাহাতোকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। জল গড়িয়েছিল আদালত পর্যন্ত। অবৈধ নির্মাণ ইস্যুতে নোটিশ পাওয়ার পর বাড়ির মালিক ছাদের এক পাশের বাড়তি কিছু অংশ ভেঙে ফেলেন। যদিও গোটা ছাদ অক্ষত ছিল। এদিন পুরনিগমের তরফে অভিযান চালিয়ে সেই অবৈধ ছাদ ভেঙে ফেলা হয়। বাড়ির মালিকের দাবি, বিজেপি সমর্থক হওয়ায় তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডের তরফে হেনস্তা করতেই এদিন তড়িঘড়ি অভিযান চালানো হয়েছে। অজয় মাহাতো বলেন, ‘ভোটের আগে এক তৃণমূল নেতা হুমকির সুরে বলেছিলেন ভোটের পর দেখাব। আমি আশঙ্কা করছি এদিনের এই অভিযান তারই ফলশ্রুতি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আগে কিছুটা অংশ ভেঙেছিলাম। এরপর আর কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। এদিন হঠাৎ করেই অভিযান চালানো হল। আমাকে সময় দেওয়া হলে নিজেই নির্মাণটি ভেঙে ফেলতাম। এভাবে সময় না দিয়ে হঠাৎ করে অভিযান চালানোর ফলে একতলার ছাদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।’

অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে পুরনিগমের তরফে এলাকায় বুলডোজার সহ বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছাতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে বিজেপি নেতা দীনেশকুমার সিং সেখানে পৌঁছান। বাড়ির মালিকের পক্ষ নিয়ে একটা সময় তিনি পুরকর্মীদের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলেন। যদিও শেষপর্যন্ত পুরকর্মীরা আশ্বস্ত করেন একতলার ছাদের ক্ষতি না করেই অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলা হবে। দীনেশকুমার সিং বলেন, ‘অবৈধ নির্মাণ ভাঙা নিয়ে আমাদের কোনও প্রশ্ন নেই। তবে বাড়ির মালিককে সময় দেওয়া প্রয়োজন ছিল।’

এনিয়ে মেয়র গৌতম দেব বলেন, ‘একদিকে বিজেপির সরকার বলছে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে হবে। আবার বিজেপি নেতারাই আটকাচ্ছেন। এমন ঘটনা আগেও হয়েছে। মানুষ দেখুক।’

তরুণের বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২২ মে : শিলিগুড়ির নৌকাঘাট সংলগ্ন তৃতীয় মহানন্দা সেতুর কাছে ঝোপের মধ্যে এক তরুণের বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার হল। শুক্রবার সকালে এক পথচারী ঝোপের মধ্যে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে তরুণের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে দেহটি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় পাওয়ায় রহস্য দানা বাঁধছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নৌকাঘাট সংলগ্ন এই নির্জন এলাকায় প্রায়ই অসামাজিক কার্যকলাপ ও নেশার আসর বসে। ওই তরুণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন কি না, কিংবা তাঁর পোশাক কোথায় গেল তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে এনজেপি থানার পুলিশ জানিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। পুলিশ আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করছে।

মঠে চুরির সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

শিলিগুড়ি, ২২ মে : শুক্রবার দেশবন্ধুপাড়ায় শ্রীশ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে চুরির ঘটনায় চুরি যাওয়া ২২টি অষ্টধাতুর গোপালের মূর্তি সহ বাসনপত্র উদ্ধার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় সবমিলিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে প্রসেনজিৎ সরকার শান্তিনগরের বাসিন্দা। দিলীপ সরকার ও পিয়াল সরকার ইস্টার্ন বাইপাসের ঢাকেশ্বরী মোড় এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে এদিন দুপুরে প্রসেনজিৎ সরকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে এর আগেও চুরির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। যদিও এক্ষেত্রে পুলিশ জানতে পেরেছে, মূল অভিযুক্তের থেকে প্রসেনজিৎ চুরির সামগ্রীগুলো বিক্রি করার জন্য নিয়েছিলেন।

প্রসেনজিৎকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দিলীপ সরকার ও পিয়াল সরকারের নাম জানতে পারে পুলিশ। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে প্রসেনজিতের দাবি, চুরির ওই সামগ্রী ওই দুজন স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ীকে বিক্রি করেছেন তিনি। এরপর এদিন রাতে ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে দিলীপের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া ২২টি গোপালের মূর্তি সহ চুরি করা বাসনপত্র ভাঙা অবস্থায় বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এরপর দিলীপ ও পিয়ালকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও ঘটনায় জড়িত মূল অভিযুক্ত হাতের নাগালে না আসায় তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

এদিকে, বৃহস্পতিবার চুরির ঘটনার পর থেকেই চাপ বাড়তে শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অন্দরে। শুক্রবার গৌড়ীয় মঠে গিয়ে অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবিও জানিয়েছিলেন বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যরা। সংগঠনের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, ‘প্রশাসনের ওপর আমাদের আস্থা ছিল। অভিযুক্তদের যাতে কড়া শাস্তি দেওয়া হয়, আমরা সেটার দাবি জানাচ্ছি।’ ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

প্রতিশোধ

আদিম আক্রোশ আর বদলার আগুন সেই কবে থেকে মানুষকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী মহাসংগ্রাম থেকে ফরাসি বিপ্লবের নির্মম গিলোটিন, কিংবা শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি থেকে সেলুলয়েডের ‘শোলে’— আমরা সবাই এরই সাক্ষী। ক্ষমতার দম্ভ আর হিংসার বৃত্তে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিনিয়ত কাণ্ডজ্ঞান ভুলি। অথচ সমস্ত অপবাদ আর ক্ষোভ ভুলে নিজের কাজ করে যাওয়াই যে শ্রেষ্ঠতম জবাব তা মনেই রাখি না।

প্রচ্ছদ কাহিনী অনুরাধা কুণ্ডা, সহেলী দে ঘোষ ও শৌভনিক চৌধুরী
রম্যরচনা ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য
ছোটগল্প জয়ন্ত চক্রবর্তী
অণুগল্প শিপ্রা পাল ও সুপ্রিয় দেব রায়
কবিতা শর্মিষ্ঠা শেলী চক্রবর্তী, ঋতুপর্ণা ধর, সুবীর সরকার ও জয় বর্মন

শ্রমিকদের নিরাপত্তা নেই গোডাউনে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ মে : বৃহস্পতিবার ট্রাক থেকে লোহার সামগ্রী আনলোডিং করে একটি আসবাবের গোডাউনের র‍্যাকে রাখার সময় দুর্ঘটনার মুখে পড়েন তদারকির দায়িত্বে থাকা এক মিস্ত্রি এবং এক লেবার। লোহার সামগ্রী গায়ে এসে পড়ায় মৃত্যু হয় রণজিৎ অধিকারীর (৩৫) এবং কৃষ্ণ সিংহের (৫০)। ঘটনার পর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে দিনমজুর হিসেবে লোডিং-আনলোডিংয়ের কাজ করা এই মানুষজনের নিরাপত্তা নিয়ে। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা আক্ষেপের সুরে বলেন, আমাদের কথাও একটু যদি ভাবা হত, তাহলে আমরাও কাজ করার সময় নিরাপদ বোধ করতাম।

শহর শিলিগুড়িতে বিভিন্ন জায়গায় গজিয়ে উঠেছে গোডাউন। কোনটা বৈধ, কোনটা অবৈধ, তা নিয়ে তর্জা চলতেই পারে। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার, গোডাউনগুলোতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, মাল লোডিং-আনলোডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের নিরাপত্তার জন্য একাধিক নির্দেশিকা রয়েছে। ঘাড়ে কিংবা মাথায় করে কোনওভাবেই শ্রমিকরা যাতে মাত্রাতিরিক্ত ভারী সামগ্রী বহন না করেন, সে ব্যাপারে গোডাউন কর্তৃপক্ষের নজর রাখা প্রয়োজন। আছে আরও হাজারো নিয়ম। ধারালো জিনিস আনলোডিংয়ের সময় হাতে গ্লাভস থাকতে হবে। পায়ে জুতো থাকতে হবে। থাকতে হবে গ্লাসের শেড দেওয়া হেলমেট। কিন্তু নিয়ম আর বাস্তবের ফারাক অনেক। হেলমেট, গ্লাভস, জুতো সব কেতাবি দুনিয়ার বাসিন্দা। বাস্তবে ক'টা টাকার জন্য শ্রমিকদের রোজ প্রাণ বাজি রাখতে হয়।

মাল আনলোডিং করে কত টাকা পান? প্রশ্ন করতেই কর্তৃপক্ষের কড়া নজরদারিতেই একের পর এক বস্তা গোডাউনে ঢোকানোর পরে কিছুটা জিরিয়ে নিতে নিতে অরুণ মাহাতো বলেন, ‘কোনও গোডাউনে মাল নিয়ে আসা হলে কিংবা মাল ট্রাকে লোডিং করার জন্য আমাদের ডাকা হয়। ৫০০-৬০০ টাকা মতন হাজিরা পাই। মালিকপক্ষের উদ্দেশ্য থাকে তাড়াতাড়ি মাল লোডিং কিংবা মাল আনলোডিংয়ের ওপর নজর দেওয়া। আমাদের খোঁজ কে রাখবে বলুন?’

ধারালো জিনিস আনলোডিংয়ের সময় হাতে গ্লাভস থাকতে হবে। পায়ে জুতো থাকতে হবে। কিন্তু কিছুই থাকে না।

অরুণ যে খুব একটা কিছু ভুল বলেননি, সেটা অবশ্য খালপাড়ার একটি গোডাউনেই দেখা গেল। হাতঘড়ির সময় মিলিয়ে একজন শ্রমিকদের তাড়া দিয়ে গোডাউন থেকে ভারী ভারী বস্তা ট্রাকে লোডিংয়ের কাজ করাচ্ছিলেন। ওই ব্যক্তির কথায়, ‘বেশি সময় দিলে আমাদের ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে যাবে।’ গোটা বিষয়টাই খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন মহকুমা শাসক। এদিন বৃহস্পতিবারের ঘটনায় মৃত মিস্ত্রি রণজিৎ ও লেবার কৃষ্ণ সিংহের দেহের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয়। মালিকপক্ষকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। ভক্তিনগর থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

শিস দিয়ে কথা বলা

স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ হল লা গোমেরা। এখানকার পাহাড় এবং গভীর খাদের কারণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কথা বলা খুব কঠিন। তাই এখানকার আদিবাসীরা হাজার হাজার বছর ধরে শিস দিয়ে যোগাযোগের এক অদ্ভুত ভাষা তৈরি করেছেন, যার নাম সিলবো গোমেরো। এই শিসের আওয়াজ প্রায় তিন কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা যায়। বর্তমানে সেখানকার স্কুলে শিশুদের বাধ্যতামূলকভাবে এই শিস দেওয়ার ভাষা শেখানো হয় যাতে প্রাচীন এই অভিনব যোগাযোগ ব্যবস্থা চিরকাল বেঁচে থাকে।

রাখে হরি মারে কে

উনিশশো বাহাত্তর সালে যুগোস্লাভিয়ার একটি যাত্রীবাহী বিমানে মাঝ আকাশে বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিমানটি তেত্রিশ হাজার ফুট ওপর থেকে ভেঙে মাটিতে আছড়ে পড়ে। বিমানের সবাই মারা গেলেও ভেসনা ভুলোভিচ নামের এক তরুণী বিমানসেবিকা অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। তাঁর কোনও প্যারাশুট ছিল না। বিমানের একটি ভাঙা টুকরোর ভেতর আটকে তিনি বরফে ঢাকা পাহাড়ে এসে পড়েন। তাঁর শরীরের অনেক হাড় ভেঙে গেলেও চিকিৎসার পর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। প্যারাশুট ছাড়া এত উঁচু থেকে পড়ে বেঁচে ফেরার বিশ্বরেকর্ড আজও তাঁরই নামে রয়েছে।

এক মানুষের আস্ত গ্রাম

আমেরিকার নেব্রাস্কা রাজ্যে মনোয়ি নামের একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের জনসংখ্যা মাত্র এক। এলসি আইলার নামের এক আশি পেরোনো বৃদ্ধা এই গ্রামের একমাত্র বাসিন্দা। তিনিই এই গ্রামের মেয়র, লাইব্রেরিয়ান এবং একটি ছোট পানশালার মালিক। প্রতি বছর তিনি নিজেই নিজের মেয়র পদের জন্য ভোট দেন এবং নিজের পানশালার লাইসেন্স নিজেই রিনিউ করেন। গ্রামের লাইব্রেরিতে প্রায় পাঁচ হাজার বই আছে। দূরদূরান্ত থেকে পর্যটকরা এই একাকী মেয়রের পানশালায় আসেন তাঁর সঙ্গে গল্প করতে।

চড়াই পাখির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

উনিশশো আটান্ন সালে চিনের সরকার মনে করেছিল চড়াই পাখিরা প্রচুর শস্য খেয়ে দেশের ক্ষতি করছে। তাই তারা চড়াই মারার জন্য এক দেশজোড়া অভিযান শুরু করে। মানুষ টিন বাজিয়ে, জাল পেতে লক্ষ লক্ষ চড়াই পাখি মেরে ফেলে। কিন্তু এর ফল হয় ভয়ংকর। চড়াই পাখি কমে যাওয়ায় ফসলের ক্ষতিকারক পোকা এবং পঙ্গপালের সংখ্যা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়, কারণ তাদের খাওয়ার মতো কোনও পাখি ছিল না। এর ফলে চিনে এক বিশাল দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং কোটি কোটি মানুষ মারা যায়।

ফ্রি যাত্রায় বাড়তে পারে ক্ষতির বোঝা

কোচবিহার ও শিলিগুড়ি, ২২ মে : স্মার্ট কার্ড তৈরির আগে ভরসা সচিত্র পরিচয়পত্র। বিজেপি সরকারের ঘোষণায় ১ জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলা যাত্রীদের গুনতে হবে না এক টাকাও। তবে রাখতে হবে সরকার প্রদত্ত ৯টি সচিত্র পরিচয়পত্রের মধ্যে একটি। বৃহস্পতিবারই এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে (এনবিএসটিসি)। শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে প্রতিটি ডিভিশনের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করে সরকারের নির্দেশিকা স্পষ্ট করে দেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) দীপঙ্কর পিপলাই। সংস্থা সূত্রে খবর, মহিলা যাত্রীদের কাছ থেকে কোনও টাকা না নেওয়া হলেও, তাঁদের দেওয়া হবে একটি জিরো ভ্যালুর টিকিট। কিন্তু সরকারি পরিবহণ সংস্থাগুলি যখন কার্যত রুগ্ন, তখন এমন সিদ্ধান্তে ক্ষতির বোঝা বাড়বে না? মহিলাদের জিরো ভ্যালুর টিকিট পুরুষদের দিয়ে 'সমঝোতা' করবেন না তো কনডাক্টররা? সংস্থার অন্দরে কিন্তু এমন প্রশ্ন উঠছে। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শুধু বলছেন, '১ জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলারা ফ্রি-তে যাতায়াত করতে পারবেন। তবে তার জন্য তাঁদের ৯টির মধ্যে একটি পরিচয়পত্র (আসল) রাখতে হবে। এই সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা আমাদের কাছে এসেছে।'

বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'সরকারি বাসে মহিলাদের ফ্রি' প্রতিশ্রুতি ছিল বিজেপির। রাজ্যের ক্ষমতায় এসে তা ১ জুন থেকে কার্যকর করছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। তবে এই সুবিধা পাবেন শুধু এরাজ্যের মহিলারাই। যে কারণে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সচিত্র পরিচয়পত্র। ছাত্রীদের ক্ষেত্রে রাখতে হবে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিত্র পরিচয়পত্র। সরকারি সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মহিলা যাত্রীরা। যেমন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা সর্বাণী দে বলেন, 'আমার বাপের বাড়ি কোচবিহারে। আমি প্রায়ই সেখানে যাই। ১ জুন থেকে বাসে যাতায়াত করার জন্য আর স্বামীর কাছ থেকে ভাড়ার টাকা চাইতে হবে না। খুব ভালো লাগছে।' কোচবিহার শহরের বাসিন্দা পিংকি দাস বলেন, 'বাসে যখন বিনা পয়সায় যাতায়াত করতে পারব, তখন একটা পরিচয়পত্র নিয়ে উঠতে অসুবিধা কোথায়?'

সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা মূলত ভরতুকিতে চলে। ফলে সরকারের নতুন সিদ্ধান্তে ক্ষতির পরিমাণ নিঃসন্দেহে বাড়বে। এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, প্রতিদিন গড়ে ৫৫০-৫৭০টি বাস চলে। প্রতি মাসে টিকিট বিক্রি থেকে ১৫ কোটি টাকা আয় হলেও, জ্বালানি, বেতন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্র মিলিয়ে খরচ হয় ২১-২২ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে ৬-৭ কোটি টাকা সরকারকে ভরতুকি দিতে হয়। সংস্থা সূত্রে খবর, বাসে কত মহিলা উঠছেন, তাঁদের গাড়িভাড়া কত হচ্ছে, সেই হিসেব রাখা হবে এবং তা সরকারকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সরকার এই ক্ষেত্রে টাকা দেবে নিগমকে। কিন্তু পুরুষ যাত্রীদের জিরো ভ্যালুর টিকিট দিয়ে সমঝোতা করবেন না তো কনডাক্টররা? তা হলে ধরা হবে কী করে? কেননা, ১০ বছর আগেও ৬০ জন 'চেকিং পার্সন' থাকলেও, বর্তমানে এই পদে রয়েছেন মাত্র পাঁচজন। সরকারি সিদ্ধান্তে বেসরকারি বাসে মহিলা যাত্রীর সংখ্যা কমার আশঙ্কা রয়েছে। নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রণব মানি বলেন, 'কিছুটা প্রভাব তো পড়বেই। কারণ, এই সুবিধা শুধুমাত্র সরকারি বাসেই থাকবে। আমাদের নজর থাকবে। প্রয়োজনে সরকারের দ্বারস্থ হব।'

- ১ জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলা যাত্রীদের গুনতে হবে না এক টাকাও
- সঙ্গে রাখতে হবে ভারত সরকারের ৯টি সচিত্র পরিচয়পত্রের মধ্যে যে কোনও একটি
- স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দেওয়া আইডেন্টিটি কার্ড

স্কুলে বোঝা কমাতে উদ্যোগ

নাগরাকাটা, ২২ মে : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের গাইডলাইন অনুযায়ী পড়ুয়াদের বইপত্রের ব্যাগ যাতে শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি না হয়, এরাজ্যের শিক্ষা দপ্তর তা নিশ্চিত করতে বলল। শুক্রবার দপ্তরের পক্ষ থেকে সব জেলার সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) কাছে এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। নির্দেশিকা মোতাবেক পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে উত্তরবঙ্গের এক শিক্ষা আধিকারিক জানান।

স্কুল ব্যাগের ওজন দীর্ঘদিন ধরেই নানা মহলের কাছে আলোচনা, সমালোচনা ও উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে (এনইপি) স্কুল ব্যাগ সংক্রান্ত বিষয়ে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের (এনসিইআরটি) পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞানসম্মত পন্থা তৈরি করে দেওয়া হয়। অনর্থক নানা ধরনের বইপত্রের ভারী বোঝা বহন করতে গিয়ে পড়ুয়াদের পিঠের ব্যথা, ব্যাগ পিঠ থেকে খুলতে না পারা, খুলতে গিয়ে পড়ে যাওয়া এবং সামনের দিকে শরীর ঝুঁকে গিয়ে গলা, কাঁধ ও পিঠের মাংসপেশির ওপর টান ধরার মতো নানা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ২০২০-তেই রাজ্যগুলিকে ওই নির্দেশিকা পাঠিয়েছিল। এবার পশ্চিমবঙ্গেও সেটি যাতে যথাযথভাবে মেনে চলা হয়, তার ওপর রাজ্য শিক্ষা দপ্তর জোর দিচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অভিভাবক মহল বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে।

অধিকার রক্ষার ডাক

কিশনগঞ্জ, ২২ মে : নিজেদের সংস্কৃতি, পরম্পরা ও অধিকার রক্ষার দাবিতে শুক্রবার দিল্লি রওনা হয়েছেন কিশনগঞ্জ জেলার জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত ৪০০ জন। জানা গিয়েছে, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা 'জনজাতি গরজনা সমাবেশ'-এ যোগ দিতে গিয়েছেন তাঁরা। রওনা দেওয়ার আগে এদিন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের ব্যানারে শহরের গান্ধি চকে নিজেদের পারস্পরিক বেশভূষায় জমায়েত করেন তাঁরা। এরপর গণসমাবেশে নিজেদের দাবিদাওয়া ঘোষণা করেন।

যুদ্ধের লাথি

প্রথম পাতার পর

তার মধ্যেই আমাদের রান্না করতে হয়। তাতে ভালো করে রান্না করাই মুশকিল। এর থেকে কম তেলে রান্না করব কী করে? সেটা করতে গেলে রান্নার কোনও স্বাদ থাকবে না। ছাত্রছাত্রীরাও খাবে কি না সন্দেহ।'

মালদা জেলার আরেকটি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সেই স্কুলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৮০০ জন ছাত্র মিড-ডে মিল খায়। প্রধান শিক্ষক বলছিলেন, 'এখন তো গ্যাস মিলছে না। একেকটা সিলিন্ডার ১৮০০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। সেই টাকাও কিন্তু ওই মিড-ডে মিলের বরাদ্দ থেকেই আসছে। আমাদের স্কুলে প্রতি মাসে ৬ থেকে ৮টা সিলিন্ডার খরচ হয়। এটা ন্যূনতম খরচ। আরও কী করে খরচ কমানো সম্ভব সেটা বুঝতে পারছি না।'

এবার ডুয়ার্সের একাধিক স্কুল রয়েছে, যেগুলি জঙ্গল লাগোয়া। সেসব স্কুলের কর্তৃপক্ষ যদি ভেবে থাকেন যে জঙ্গল থেকে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে এসে সেই কাঠের আঁচে রান্না করবে, সে গুড়ে বালি। কারণ, জঙ্গল রক্ষায় আবার বন দপ্তর সদা সতর্ক। জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আসা চলবে না। জলপাইগুড়ির সুচন্দ্রা রায় নামে এক রাঁধুনি বলছিলেন, 'একদিকে তেল পর্যাপ্ত দেওয়া হয় না। যা বরাদ্দ করা হয়, সেটাও কম। আর কাঠ আনতে দেবে না, গ্যাস আনার টাকা দেবে না, তাহলে জ্বালানি কোথা থেকে আসবে?' শিক্ষা দপ্তরের কর্তারাও কোনও সমাধান দেখাতে পারছেন না। জলপাইগুড়ি জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) শ্যামল রায় কেবল বলেন, 'যেভাবে নির্দেশ এসেছে, সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।'

ডাবল ইঞ্জিনের ভরসায় স্বপ্ন দেখছে কেএসডিসি

আলাদা রাজ্যের আশা

শালকুমারহাট, ২২ মে : রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার ক্ষমতায় আসায় এবার কি বদলাবে উত্তরবঙ্গের সমীকরণ? কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি)-এর প্রত্যাশা যেন তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। শুক্রবার সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শালকুমারহাটে। সেখানে কেএসডিসি-র কেন্দ্রীয় সভাপতি তপতী রায় মল্লিক সেই আশার কথা জানিয়েছেন।

বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিকে সমর্থন জানায় কেএসডিসি। আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে প্রার্থী দিলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এতে শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, গোটা উত্তরবঙ্গে সার্বিকভাবে ভালো ফল করে বিজেপি। জীবন সিংহের সঙ্গে কেন্দ্রের শান্তি চুক্তির আলোচনা, পৃথক কামতাপুর রাজ্য গঠন এবং রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি দ্রুত পূরণ হবে বলে আশাবাদী কেএসডিসি।

এদিন শালকুমারহাটের মুন্সিপাড়া কদমতলা প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে কেএসডিসি-র জেলা সম্মেলনে জেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। পাশাপাশি, সাংগঠনিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলে। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সভাপতি ছাড়াও জেলা সভাপতি স্বপনকুমার রায়, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক কোঅর্ডিনেটর হীরেন দেব সিংহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন কেএলও-র পর্যবেক্ষক মিল্টন বর্মা, দেবা দাস ও নিত্যানন্দ দাস। এরপর ব্লক ও অঞ্চল ভিত্তিক কেএসডিসি-র সম্মেলন ও কমিটি পুনর্গঠন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

শালকুমারহাটে কেএসডিসি'র সম্মেলন। শুক্রবার।

সম্মেলন শেষে কেএসডিসি-র কেন্দ্রীয় সভাপতি তপতী বলেন, 'আমরা বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারকে ক্ষমতায় এনেছি। উত্তরবঙ্গ থেকে বিপুল আসন উপহার দিয়েছি বিজেপিকে। কারণ, আমরা চাই জীবন সিংহের সঙ্গে ভারত সরকারের যে শান্তি আলোচনা চলছিল, তা দ্রুত চুক্তিতে পরিণত হোক। ওই চুক্তির মাধ্যমে কামতাপুর রাজ্য পুনর্গঠন এবং রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি পূরণ হবে।'

এদিকে, এমন আশার মধ্যেও আন্দোলনের সুর সংগঠনের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক কোঅর্ডিনেটর হীরেনের গলায়। তিনি বলেন, 'ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে আমাদের প্রত্যাশা ও দাবি পূরণ হবে। কিন্তু টালবাহানা হলে আমরা ফের আন্দোলনে নামতে পারি।'

এদিকে বিজেপি বলছে, উত্তরবঙ্গের প্রতি আগের সরকার যে বঞ্চনা করেছে, তা এবার পূরণ করা হবে। বিজেপির আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের আহ্বায়ক লক্ষ্মীকান্ত সরকারের কথায়, 'কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং তৃণমূলের আমলে উত্তরবঙ্গের প্রতি রাজ্য সরকার বঞ্চনা করেছিল। এটা অস্বীকার করা যাবে না। তবে এবার ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সেই বঞ্চনা দূর করবে। উন্নয়নে কোনও খামতি থাকবে না।' যদিও ইঙ্গিতপূর্ণভাবে পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে তিনি মন্তব্য করতে চাননি।

> ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে আমাদের প্রত্যাশা, দাবি পূরণ হবে। কিন্তু টালবাহানা হলে আমরা ফের আন্দোলনে নামতে পারি।
>
> **হীরেন দেব সিংহ**
> ব্লক কোঅর্ডিনেটর
> কেএসডিসি

'শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, যা বলেছি করবও'

প্রথম পাতার পর

এই প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা দেন, 'কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে দেওয়ার কারণে এতদিন বরাদ্দ আটকে ছিল। আমরা সেই সমস্যার সমাধান করে দিলে দ্রুত কেন্দ্রীয় বরাদ্দের রাস্তা খুলবে। নিয়ম মেনে সব হবে। প্রকল্পের নাম বদলে টাকা চাইলে তো পাওয়া যায় না।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করতে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা চলছে। শনিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সঙ্গে রাজ্য সরকারের এ বিষয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক হবে।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় তৈরি হয়েছে। ফলে আটকে থাকা বকেয়া দ্রুত মিটবে। দিল্লির আপ সরকারের আমলে তৈরি মহল্লা ক্লিনিকের আদলে বাংলায় 'আয়ুষ্মান মন্দির' নামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকার রাজনৈতিক কারণে এই নাম ব্যবহার করেনি।

অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে নিজের কড়া অবস্থান ফের সামনে এনে তাঁর বক্তব্য, 'অনুপ্রবেশকারীদের জেলে রেখে ভারতীয় করদাতাদের টাকা নষ্ট করবে না সরকার। চিহ্নিত করার পর তাঁদের ফেরত পাঠানো হবে।'

বৃহস্পতিবার রাতে তিনি রাজধানীতে পৌঁছান। রাতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বাসভবনে গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক করেন তিনি। রাত কাটান দিল্লির সিন্ধু অ্যাপার্টমেন্টের সাংসদ কোয়ার্টারে।

শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি। বিজেপির সদর দপ্তর দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে গিয়ে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সঙ্গে বৈঠক করেন। দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি অবশ্যই মোদির বাসভবনে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি উপহার দেন।

কলকাতার পুর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক

লড়াইয়ের বার্তা মমতার

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মে : কলকাতা পুরসভাকে কেন্দ্র করে তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। শুক্রবার সকালে পুরসভার অধিবেশন কক্ষ তালাবন্ধ থাকায়, নিয়ম ভেঙে পুরসভার ক্লাবঘরে অধিবেশন করেন তৃণমূল পুরপ্রতিনিধিরা। যা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। অন্যদিকে, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে সম্পত্তি সংক্রান্ত নোটিশ নিয়েও রাজনৈতিক মহলে কম তরজা হয়নি। এহেন পরিস্থিতিতে শুক্রবার বিকেলে তৃণমূল পুরপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কালীঘাটের বাসভবনে বৈঠক করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রভাবে ব্যাপক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে কলকাতা পুরসভার অন্দরে। শুক্রবার সকালের পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, 'এভাবে কাউন্সিলরদের ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি। ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধর্নার দিক ঠিক করুন। কাউন্সিলররাও সেখানে থাকবেন। পুলিশ মামলা করলে আইনজীবী দিয়ে লড়াই করব।' নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাড়ি বাড়ি নোটিশ পাঠাচ্ছে কলকাতা পুরসভা।

শুক্রবার কলকাতায় বৈঠকে মমতা।

এবিষয়েও নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করে মমতা বলেন, 'শুধু নোটিশ পাঠিয়ে বাড়ি ভাঙা যায়না। তারজন্য নির্দিষ্ট আইনগত ব্যবস্থা রয়েছে।' এরপর দলীয় নেতাদের আশ্বস্ত করে দলনেত্রী বলেন, 'চাপ আসতে পারে। ভয়ও দেখাতে পারে। কিন্তু কেউ পদত্যাগ করবেন না। জানবেন দল আপনাদের পাশে রয়েছে।' সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার ৯ নম্বর বোরোর চেয়ারপার্সন দেবলীনা বিশ্বাস পদত্যাগ করেন। সেবিষয়ে অসন্তোষের সুরে মমতা বলেন আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন বোরো চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করা হবে। কিছু বিষয়ে দলীয় পুরপ্রতিনিধিদের উপর বিরক্তি প্রকাশ করতেও দেখা যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'আপনারা মানুষের দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত। তাঁদের ঠিক করতে দিন আপনাদের রাখবে কিনা। বিজেপি এটা ঠিক করবে না।'

কালীঘাটের বাসভবনে ইতিমধ্যে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন সাংসদ, বিধানসভার জয়ী ও পরাজিত প্রার্থীদের সঙ্গে। রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুরবোর্ডের আভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনেও আসরে নামতে হল তাঁকে। তবে কলকতা পুরসভায় তৃণমূলের ১৩৭ জন জনপ্রতিনিধি থাকলেও, নেত্রীর ডাকা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ১১০ জন। বাকিরা অনুপস্থিত কেন, তা নিয়ে কিন্তু চর্চার অবকাশ থেকেই যাচ্ছে।

বৈঠকে আসবেন বিধায়করাও

শিলিগুড়ি, ২২ মে : রাজ্যের ক্ষমতা পরিবর্তনে পরিস্থিতির বদল। এবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সাধারণ বোর্ড সভায় উপস্থিত থাকতে চলেছেন রাজ্যের শাসকদল বিজেপির দুই বিধায়ক। আগামী সোমবার মহকুমা পরিষদের তৃণমূল বোর্ডের সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে মহকুমা পরিষদের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সাংসদ রাজু বিস্ট ছাড়াও মহকুমার দুই বিধায়ক— বিজেপির আনন্দময় বর্মন এবং দুর্গা মুর্মুকে। সাংসদ উপস্থিত থাকতে না পারলেও বৈঠকে থাকবেন বলে দুই বিধায়ক আশ্বস্ত করেছেন।

আনন্দময় বলেন, 'মহকুমা পরিষদের বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে। আমরা থাকব।' দুর্গার বক্তব্য, 'এতদিন কোনও বৈঠকে ডাকা হত না, ডাকলেও অসম্মানের চোখে দেখা হত। হিসেব পাওয়া যেত না। এবার আমরা উন্নয়নের কাজের খতিয়ান চাইব।'

মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'আমরা আইন মেনে বৈঠকে সাংসদ এবং বিধায়কদের ডেকেছি।' তৃণমূলের বোর্ডে বিজেপি বিধায়কদের উপস্থিতি মহকুমা পরিষদের বোর্ড সভাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে বলে মনে করছেন প্রশাসনের আধিকারিকরাও। সেজন্য তাঁরাও জোরকদমে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে সভাধিপতির বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ। তিনি বিল্ডিং ভেটিংয়ের নামে দুর্নীতি এবং নিজস্ব তহবিলের খরচের বিবরণ চেয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, কথা ছিল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির চেম্বারের সঙ্গে কর্মাধ্যক্ষ এবং আধিকারিকদের ঘরগুলির সংস্কার হবে। কিন্তু শুধু সভাধিপতির ঘরটি সাজানো হয়েছে। টেন্ডার করা হয়েছে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার। সভাধিপতির ঘর সংস্কার করতে এত টাকা কীভাবে খরচ হল, তার হিসেব চাওয়া হবে। জানা গিয়েছে, টেন্ডারে বরাদ্দ টাকার মধ্যে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

অজয় মহকুমা পরিষদের এক অস্থায়ী বাস্তুকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে দুর্নীতির টাকার লেনদেন হতে পারে বলে অনুমান। অথচ তিনি অন্য দপ্তরের বাস্তুকার বলে দাবি। বিধায়করা মহকুমা এলাকার বিল্ডিং প্ল্যান সম্পর্কিত খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি পরিষদের আয় বৃদ্ধিতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কোথাও কিছু ভাড়ায় দেওয়া হয়েছে কি না, সেই তথ্য চাইতে পারেন। পরিষদের দখলে থাকা জমির খোঁজও নিতে পারেন তাঁরা।

একবার মিলা দে... তৃণমূলে তীব্র ছটফটানি

প্রথম পাতার পর

সাধারণ নেতা-কর্মীরা তো বটেই। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও সেই দলে। বিশেষ করে পঞ্চায়েত ও পুরসভার সদস্যরা। হেরো বিধায়করাও। যাঁরা জিতেছেন, তাঁরাও কুণ্ঠিত, সংকুচিত। যাব কী যাব না। বিধানসভায় তৃণমূলের ধর্না হল। ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে ৪৮ জনই অনুপস্থিত। বিরোধী দলনেতার ঘর না মেলায় ধর্নায় মাত্র ১৮ বিধায়ক। এমনকি কালীঘাটের সভায় অনেকে গরহাজির। তৃণমূলের তীর্থক্ষেত্র কালীঘাট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। যেখান থেকে ডাক এলে এতদিন নিজেকে ধন্য মনে করতেন অনেকে।

সেই তীর্থক্ষেত্রের আকর্ষণ ফিকে হয়ে আসছে। ডাক পেলেও কেউ কেউ কালীঘাটমুখো হচ্ছেন না। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও পুরসভার প্রতিনিধিদের 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। রাজ্যের সব জেলা পরিষদ এখনও তৃণমূলের দখলে। পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ তাই। অথচ কোথাও তৃণমূলের সদস্যদের আর আগ্রহ নেই। অধিকাংশরা দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু বেতনভুক কর্মচারীরা আছেন বলে দপ্তরের দরজাটা খুলছে।

প্রধান, সভাপতি, সভাধিপতি না থাকায় অনেক কাজ আটকে। মানুষের চরম দুর্ভোগ। পরিষেবা না পেয়ে ফিরছেন অনেকে। তাতে সদস্য, পদাধিকারীদের কী! 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' যে। কলকাতা পুরসভার দোর্দণ্ডপ্রতাপ মেয়র ফিরহাদ হাকিম পর্যন্ত নাকি ইস্তফা দিতে চাইছেন। মাঝপথে পদ, চেয়ার ছেড়ে যেন পদ্ম-জলে শুদ্ধ হতে মরিয়া পঞ্চায়েত, পুরসভার প্রতিনিধিরা। অথচ পঞ্চায়েতের মেয়াদ শেষ হতে ঢের দেরি। কোনও পুরসভার মেয়াদও শেষ হয়নি।

তাহলে এই তাড়াহুড়ো ও সরে থাকার রহস্যটা কী! সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে যেমন খুশি চলার লাইসেন্সটা যে খোয়া গিয়েছে। বাংলা আবাস থেকে গ্রামীণ বা শহরের নানা প্রকল্পে যা খুশি তাই করা না গেলে আর চেয়ার আটকে পড়ে থেকে কী লাভ! তাই 'রইল ঝোলা, চলল ভোলা।' পঞ্চায়েতের বা পুরসভার পদাধিকারী হলে কী হবে, মাথার ওপর দলের সরকারি ছাদটা যে আর নেই। ফলে ক্ষমতার মধুভাণ্ড নাগালের বাইরে।

এই মধুভাণ্ডের আকর্ষণেই তো গত ১৫ বছর মৌ-লোভীদের ভিড় জমেছিল তৃণমূলে। ঠিকাদার, জমির দালাল, বালি বা কয়লা পাচারকারী, প্রোমোটার... তালিকাটা দীর্ঘ। গাড়ি, অটো, টোটো কিংবা বাজারের দোকানদার বা হাটের কৃষকের কাছে তোলাবাজি... অনৈতিক রোজগারের পথ ছিল অনেক, কারবারিও বহু। তাঁদের যে কামাই-ধান্দা আপাতত শাট ডাউন। বদলে কাটমানি ফেরত চেয়ে পঞ্চায়েত অফিস, প্রধানের বাড়ি ঘেরাওয়ের হিড়িক। পঞ্চায়েত, পুরসভায় মধুভাণ্ডটি বেশ বড়ই ছিল।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অধিকাংশ তৃণমূলের শুধু শাসন দেখেছে। ২০১১-র আগের বিরোধী ভূমিকাটা দেখেনি। যে ভূমিকায় তাঁরা স্বচ্ছন্দও নন। শাসনদণ্ড দলের হাতে না থাকায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা। তদন্ত হলে এঁদের অনেকে ফাঁসবেন। সেকথা হলফ করে বলতে পারি। দলের বড় অংশ তাই পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলেছে। শুধু একবার বিজেপি নেতৃত্ব কৃপা করলেই হয়। জয় শ্রীরাম বলে লাফিয়ে পড়তে সময় লাগবে না।

বিজেপি সেই দরজাটা কতদিন বন্ধ রাখতে পারবে, তা ভবিষ্যৎ বলবে। গ্রামগঞ্জে, শহরে বিজেপির চুনোপুঁটি নেতাদেরও যে এখন ভালো কদর তৃণমূলের লোকেদের কাছে। বিজেপি দোর খুলে দিলে 'এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই' করে দিতে সময় লাগবে না। খাইখাই মনোভাব শোধরানোর কোনও মন্ত্র কখনও তৃণমূল শেখায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝে মুখে সতর্ক করেছেন। কিন্তু একটি দুর্নীতিতেও পদক্ষেপ করেননি।

তৃণমূলে নাম লেখানো থাকাটা ছিল লাইসেন্স। দুর্নীতি, অনিয়ম, বেআইনি তৎপরতার ছাড়পত্র। শুধু পঞ্চায়েত, পুরসভার প্রতিনিধি বা সাংসদ, বিধায়কদের নয়। ঠিকাদার, প্রোমোটার, জমি-বালি মাফিয়াদেরও। তৃণমূল সরকারি দলের তকমা হারানোয় সেই লাইসেন্সটা আর কাজে আসছে না। তাই মানে মানে এখন কেটে পড়ার ইচ্ছা দলে দলে। সেই কারণে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, পুরসভা ফাঁকা। নির্বাচিত বিধায়কদেরও মন নেই।

একসময় দিদির নাম ছিল দলকে বেঁধে রাখার আঠা। সেই আঠার শক্তিও যেন কমেছে। মমতার ডাকে সাড়া না দেওয়া তার প্রমাণ। বিজেপি দরজা না খুললেও তৃণমূলে প্রাণের স্পন্দন জোগাবে কে? মৌ-লোভীরা পদ্মের ডাকের অপেক্ষায়!

৪১৭ কলেজে প্রশাসক নিয়োগ

কলকাতা, ২২ মে : ৪১৭টি সরকার পোষিত কলেজের তালিকা প্রকাশ করে প্রশাসক নিয়োগ করল রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর। শুক্রবার সল্টলেকের বিকাশ ভবন থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি। সেই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গত ১২ মে-র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কলেজগুলির মনোনীত পরিচালন সমিতি ভেঙে দেয় স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এই সব সরকার পোষিত কলেজে এবার প্রশাসক নিয়োগ করা হল বলে জানানো হয়েছে।

২০১৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ ইউনিভার্সিটি ও কলেজ আইন বলে, পরবর্তী পরিচালন সমিতি গঠন না হওয়া পর্যন্ত এই প্রশাসকদের কলেজের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকার সঙ্গে প্রকাশিত নামের তালিকায় দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলার বিভিন্ন কলেজে যাঁরা প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা হলেন— ডঃ সম্বুদ্ধ ঘোষ, ডঃ মহম্মদ আনিসুর রহমান, ডঃ জয়ারতি দাশগুপ্ত, ডঃ অরিন্দম ভট্টাচার্য এবং অরিত্র রুদ্র। এই ৪১৭টি কলেজের আর্থিক দিকগুলি ভবিষ্যতে কারা দেখভাল করবেন, সেই নিয়ে এদিনের নির্দেশিকায় কিছু জানানো হয়নি। এদিকে, একই প্রশাসকের হাতে একাধিক কলেজের দায়িত্ব থাকায় কতটা সুষ্ঠুভাবে সামলানো সম্ভব হবে, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

অভিযান

শিলিগুড়ি, ২২ মে : এবারে মাদক কারবারের ঘাঁটি এমন এলাকাগুলিতে শুধু পোস্টার লাগানোই নয়, মাদকাসক্তদের পাকড়াও অভিযানে একেবারে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নেমেছে পুলিশ প্রশাসন। শুক্রবার খালপাড়া ফাঁড়ির ওসি সন্দীপ দত্তের নেতৃত্বে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বহিনীর যৌথ টিম পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ওই এলাকাগুলিতে অভিযান চালায়। সেখানে মাদক পাচারে অভিযুক্তদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের খোঁজ করা হয়। এধরনের ব্যবসা বন্ধ করার ব্যাপারেও পরিবারের সদস্যদের সতর্ক করা হয়। এছাড়াও অভিযান চলাকালীনই এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে, এদিন আলুপট্টি সহ হিলকার্ট রোডের ফুটপাথেও অভিযান চালানো হয়। ফুটপাথ যাতে ফাঁকা রাখা হয় সেব্যাপারেও দোকানদারদের সতর্ক করা হয়।

আশা বাড়াচ্ছে

প্রথম পাতার পর

শহর এবং লাগোয়া এলাকাগুলিকে নগরের মধ্যে ধরা হয়। জেলায় কমবেশি ৯-১০টি গ্রামীণ খণ্ড রয়েছে। ইতিমধ্যে 'পশ্চিম কোচবিহার জেলা'র কয়েকটি খণ্ডে শিবির শুরু হয়েছে। নিশিগঞ্জের একটি খণ্ডে প্রারম্ভিক শেষের পথে। আলিপুরদুয়ার জেলার কয়েকটি খণ্ডেও প্রারম্ভিক শিবির শুরু হয়েছে। শুধু নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে নকশালবাড়ি নগরখণ্ড এবং তার সঙ্গে আরও ৮টি খণ্ড রয়েছে। শনিবার নকশালবাড়ির একটি খণ্ডে তিনদিনের সেই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হবে। শিলিগুড়ি শহরে কয়েকটি নগরখণ্ড রয়েছে। এ মাসের শেষদিকে বা আগামী মাসের গোড়ায় এই শিবিরগুলি শুরু হতে পারে বলে সংঘ সূত্রে খবর। সংঘের প্রথম বর্ষ প্রশিক্ষণ শিবির বসেছে রায়গঞ্জে। সংঘ সূত্রে খবর, ১৫ দিন ধরে চলা সেই শিবিরে কমবেশি ১৮০ জন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

তিনদিনের এই শিবিরগুলিতে কারা সুযোগ পেতে পারেন? সংঘকর্তারা জানিয়েছেন, যাঁরা শাখার সঙ্গে যুক্ত তাঁদেরই এই প্রারম্ভিক শিবিরে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যাঁদের পরিবার সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিল বা সংঘ মনোভাবাপন্ন পরিবারের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ঘরের ছেলেরা সুযোগ পাবে। বাকিদের আগে নিয়মিত শাখায় গিয়ে প্রশিক্ষণ নিলে তবে সুযোগ মিলতে পারে। তিনদিনের এই শিবিরগুলিতে বর্তমানে ভিড় বাড়ছে। কোথাও শতাধিক, কোথাও ৫০-এর বেশি তরুণকে নিয়ে শিবিরগুলি হচ্ছে।

রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতায় আসার কারণেই সংঘের শিবিরে ভিড় কি না, এমন প্রশ্নও অবশ্য উঠছে। সেজন্য সংঘ এবার থেকে সরাসরি সাতদিনের শিবিরে সুযোগ দিতে চাইছে না নতুনদের। আগে শাখায় প্রশিক্ষণ নিলেই সরাসরি সাতদিনের প্রাথমিক শিবিরে সুযোগ দেওয়া হত। কিন্তু এবার থেকে আগে প্রারম্ভিক করলে তবেই সাতদিনের শিবিরে সুযোগ দেওয়া হবে। সংঘের একাংশের দাবি, কেউ যদি মনে করেন রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে বলে সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার ফায়দা তুলতে পারবেন, তাহলে সেই ধারণা ভুল। কারণ, সংঘ সমাজ গড়ার কারিগর, জাতীয়তাবাদী ধারণা তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। সেখানে চরিত্র নির্মাণের সঙ্গে দেশ গঠনের কাজে যুক্ত থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজনৈতিক ফায়দার জন্য সংঘ নয়।

সংঘের শিলিগুড়ির এক নেতা বলেন, রাজ্যে বিধানসভা ভোটের কারণে সংঘ কর্তারা তাদের জাগরণ কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শিবির পিছিয়ে যাওয়ার সেটাও একটা কারণ হতে পারে। এবার প্রারম্ভিক শিবিরগুলিতে ভিড় হচ্ছে।'

কনকাশন ও ভাঙা আঙুল

ছিটকে গেলেন রঘুবংশী

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মে : চোট সমস্যা কাটতেই চাইছে না কলকাতা নাইট রাইডার্সের।

মরশুমের শুরু হয়েছিল চোট সমস্যা নিয়ে। হর্ষিত রানা, আকাশ দীপরা একে একে ছিটকে গিয়েছিলেন। মরশুমের প্রায় শেষ পর্বে পৌঁছানোর পরও নাইটদের অন্দরের ছবিটা একই। এবার চোটের তালিকায় কেকেআরের সবচেয়ে ধারাবাহিক ব্যাটার অঙ্গকৃষ রঘুবংশী।

দিন দুয়েক আগে ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল নাইটদের উইকেটকিপার-ব্যাটার রঘুবংশীর। সেই চোট পাওয়ার সামান্য সময় পরই মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি। সেদিন বোঝা যায়নি নাইটদের সবচেয়ে ধারাবাহিক ব্যাটারের চোটটা কত গুরুতর। শুক্রবার বিকেলের ইডেনে বাঁহাতে স্লিঙ্গ ঝুলিয়ে রঘুবংশী যখন কেকেআর টিম বাস থেকে নামলেন, তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় রবিবারের দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে তাঁর খেলার কোনও সম্ভাবনাই নেই। পরে রাতের দিকে কেকেআরের তরফে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মুম্বই ম্যাচে বরুণের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পাশাপাশি কনকাশন যেমন হয়েছিল তাঁর, একইসঙ্গে বাঁহাতের কড়ে আঙুলও ভেঙেছিল রঘুবংশীর। চলতি উনিশ নম্বর আইপিএল থেকে তো বটেই, অন্তত দেড় মাসের জন্য ক্রিকেটের বাইরে চলে গিয়েছেন রঘুবংশী।

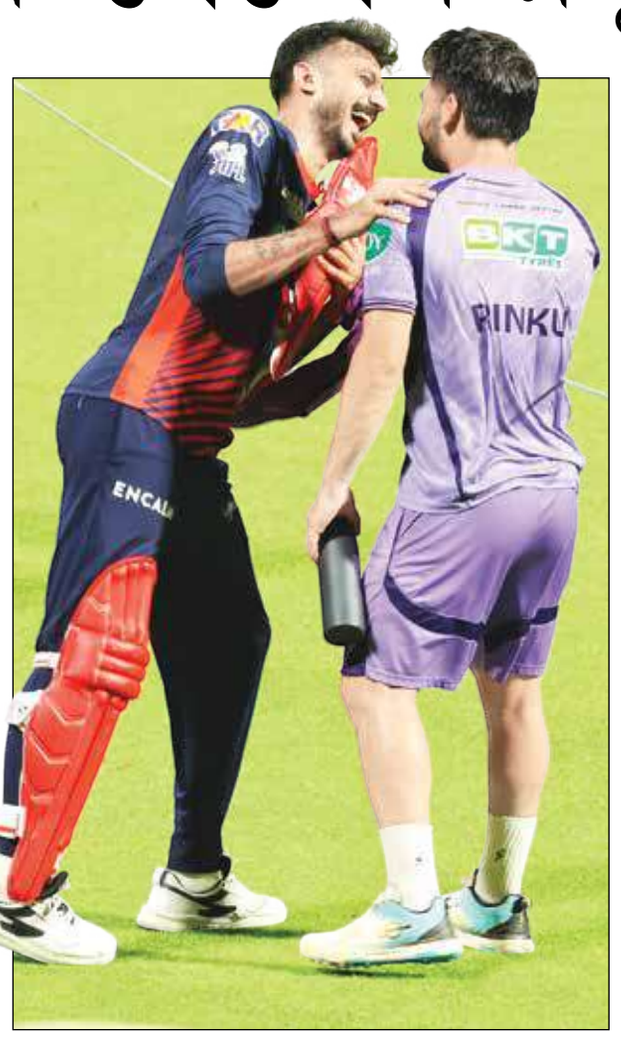

অনুশীলন শুরুর আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে খুনশুটিতে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল। -ডি মণ্ডল

চলতি আইপিএলের ১২ ম্যাচে ৪২২ রান করেছেন রঘুবংশী। তাঁর মতো ধারাবাহিকতা এবার কেকেআরের কোনও ব্যাটারই দেখাতে পারেননি। তাই রবিবার দিল্লির বিরুদ্ধে জিততেই হবে, এমন পরিস্থিতিতে খেলতে নামার আগে কেকেআরের অন্দরে বড় ধাক্কা হিসেবে হাজির রঘুবংশী। তাঁর পরিবর্ত নিয়েও চলছে জল্পনা। নাইটদের অন্দরের খবর, মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের মতোই তেজস্বী দাহিয়াকে দিয়ে কাজ চালানোর কথা ভাবা হচ্ছে। যদিও রঘুবংশীর অভাব তেজস্বী কতটা মেটাতে পারবেন, তা

ফের ধাক্কা নাইটদের

নিয়েও চলছে জল্পনা। প্রয়োজনে টিম সেইফার্টকে খেলানো যায় কি না, ভাবছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট।

কখনও খুনশুটি। কখনও আবার সিরিয়াস অনুশীলন। সন্ধ্যার ইডেনে মাঠের দুইদিকে টানা অনুশীলন করে গেল কেকেআর ও দিল্লি। দুই দলের অন্দরে বন্ধুত্বের আবহটা দারুণ। প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়ক নীতীশ রানা, মিচেল স্টার্ক, কুলদীপ যাদবদের সবারই মনের কোণে নাইট সংসার নিয়ে 'অভিমান' জমে। সেই অভিমান রবি-সন্ধ্যায় ক্ষোভ হিসেবে আজিঙ্কা রাহানেদের বিরুদ্ধে ঝরে পড়বে কি না, সময় তার জবাব দেবে। সন্ধ্যার ইডেনে আরও একটি মজার দৃশ্য আজ নজরে এল। নেটে ব্যাটিংয়ের পর আচমকা দিল্লির দরবারে হাজির হয়েছিলেন কেকেআরের সহ অধিনায়ক রিঙ্কু সিং। রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করলেন। শুরু হল জমাটি আড্ডা। এমন দৃশ্য দেখে অনেকে মজা করে বলছিলেন, রিঙ্কু হয়তো অক্ষরের থেকে ব্যাট চাইবেন।

বাস্তবে নাইট সহ অধিনায়ক এমন কিছু চেয়েছেন কি না, জানা নেই। কিন্তু খেলা শুরুর দুইদিন আগেই প্রতিপক্ষ দুই শিবিরের অন্দরে 'মিলে সুর মেরা তুমহারা'-র ছবিটা চিরকালীন হয়ে থাকবে নিশ্চিতভাবেই।

স্লিং হাতে নিয়ে ইডেন গার্ডেন্সে শুক্রবার প্র্যাকটিস দেখলেন অঙ্গকৃষ রঘুবংশী। ছবি : ডি মণ্ডল

ভিনেশকে নিয়ে কোর্টের কড়া ধমক ফেডারেশনকে

নয়াদিল্লি, ২২ মে : মাতৃত্বকালীন ছুটির পর কুস্তির ম্যাটে ফিরতে মরিয়া ভিনেশ ফোগটকে 'অযোগ্য' ঘোষণা করায় সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনকে কড়া ভর্ৎসনা করল দিল্লি হাইকোর্ট। আসন্ন এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে (৩০-৩১ মে) ভিনেশকে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতে কেন্দ্রকে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ার বেঞ্চ ফেডারেশনের এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করে বলেছে, 'খ্যাতনামা অ্যাথলিটদের ক্ষেত্রে পুরোনো নিয়ম থেকে সরে আসাটা অনেক কিছুই ইঙ্গিত করে। মাতৃত্ব কোনও অপরাধ নয়, তাই ফেডারেশনের এমন প্রতিহিংসামূলক আচরণ কাম্য নয়।'

আদালত আরও প্রশ্ন তুলেছে, গত বছরের জুলাই মাসে মা হওয়া ভিনেশকে আটকানোর জন্যই কি ফেডারেশন তড়িঘড়ি নিজেদের যোগ্যতা অর্জনের নিয়ম বদলেছে? 'খেলাধুলোর ক্ষতি কেন হবে? এটা খেলার বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী,' মন্তব্য করেছে বেঞ্চ। প্যারিস অলিম্পিকে মাত্র ১০০ গ্রাম ওজন বেশি হওয়ায় ভিনেশের বাতিল হয়ে যাওয়াকে ফেডারেশন জাতীয় লজ্জা বলায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আদালত।

ফেডারেশন অ্যান্টি ডোপিং নিয়মের কারণ দেখিয়ে ২০২৬ সালের ২৬ জুন পর্যন্ত ভিনেশকে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট থেকে নির্বাসিত করেছে। এর আগে ২০২৩ সালে তৎকালীন ডব্লিউএফআই সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার প্রতিবাদে ভিনেশ শামিল হয়েছিলেন।

মাতৃত্বকালীন ছুটির পর ভিনেশ ফোগটকে কুস্তিতে ফিরতে বাধা দিয়েছিল সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন।

বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে ফের আশঙ্কা

নতুন চোট নেইমারের

সাও পাওলো, ২২ মে : অনেক আশঙ্কা-দোলাচলের পর আসন্ন বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা হয়েছে তারকা স্ট্রাইকার নেইমারের। কিন্তু নতুন চোট ফের একবার তাঁর বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি করেছে। স্যান্টোসের এই স্ট্রাইকারের কাফ মাসলে চোট ধরা পড়েছে। যার জন্য নেইমার গতকাল কোপা সুদামেরিকানা টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনার স্যান লরেঞ্জোর বিরুদ্ধে নামতে পারেননি। গ্যালারি থেকেই দলকে উৎসাহ দেন। স্যান্টোসের

ভিআইপি বক্স থেকে স্যান্টোসের খেলা দেখলেন নেইমার।

মেডিকেল টিমের ডিরেক্টর রডরিগো জোগাইব বলেছেন, 'নেইমারের ডান পায়ের কাফ মাসলে ২ মিলিমিটারের একটি ওয়েডেমা ধরা পড়েছে। চোট বিশেষ গুরুতর নয়। আশা করি ও যেভাবে রিকভারি করছে তাতে আগামী সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার জন্য ফিট হয়ে যাবে।' ২৭ মে-র মধ্যে ব্রাজিলের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি বিশ্বকাপ স্কোয়াডের প্রতিটি ফুটবলারকে জাতীয় শিবিরে যোগ দিতে বলেছেন। ফলে চোট সারিয়ে নেইমার সুস্থ হয়ে ওঠেন কি না, এখন সেটাই দেখার।

বাদ ফোডেন, ম্যাগুয়ের

দল ঘোষণা ইংল্যান্ডের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মে : তিনি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করেন।

আর তাই হয়তো ফিল ফোডেন, কোল পামার, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড বা হ্যারি ম্যাগুয়েরকে দল তিনি থেকে বাদ দিতে কোনও দ্বিধাবোধ করেননি টমাস টুচেল। শুক্রবারই বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করলেন ইংল্যান্ড কোচ। আর তারপরই তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন, 'আমি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করি।' ফোডেন, ম্যাগুয়েরদের বাদ দেওয়ার পর অবশ্য তাঁর এই ২৬ জনের দল দেখে তাঁকে 'নির্মম' বলে আখ্যা দিয়েছে ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম। শুধু বাদ দেওয়াই নয়, স্কোয়াডে থাকা কিছু নাম নিয়েও বিতর্ক আছে। যেমন জেড স্পেনস, ইভান টনি এবং জর্ডন হেন্ডারসন।

ফিল ফোডেন, হ্যারি ম্যাগুয়েরদের বাদ দেওয়ায় ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম কোচ টমাস টুচেলকে নির্মম বলছে।

এছাড়া তিনি নিশ্চিত করেছেন যে অ্যালেক্স স্কট, জস কিং ও রিও নাওমুহা ফ্লোরিডার বেস ক্যাম্পে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। টুচেল কোনও সমালোচনাকে পাত্তা না দিয়ে জানিয়েছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপ জেতার জন্য তাঁর দল অত্যন্ত উদগ্রীব এবং স্বপ্ন দেখছে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে কী এবার স্বপ্ন দেখার সুযোগ আছে। আমরা শুরু থেকেই নিশ্চিত ছিলাম যে এবার জিতে দেখাতে হবে। তার জন্য দলে ঐক্য থাকলে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলে যে জেতা যায় সেটা সমর্থকরা দেখতে পাবেন। তবে বাড়তি উদ্দীপনার সঙ্গে খেলতে হবে সেই বিষয়টাও আমাদের কাছে পরিস্কার।' তবে তাঁর নিজের বাছাই নিয়ে একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন টুচেল, 'কিছু ফুটবলার প্রথম থেকেই শুরু করবে। কিন্তু পরিবর্তরাও যাতে সেই উচ্চমানেই খেলতে পারে, সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে। তাছাড়া কিছু ফুটবলার এমন আছে যারা সব পজিশনে স্বাচ্ছন্দ্য। আমাদের দলে বিরাট একটা অংশ তরুণ। যাদের মধ্যে অন্তত ছয়জন ফুটবলার আছে যারা ২১ বছর হওয়ার আগেই ট্রফি জিতেছে। যেমন কোবি মাইনো বা নিকো ও'রেইলি।' তাঁর বিশ্বকাপ নিয়ে যে পরিকল্পনা তার শুরুটা শিবির থেকেই করতে হবে বলে জানাচ্ছেন ইংল্যান্ড হেড কোচ।। তারপর তা করে দেখাতে হবে গ্রুপ পর্যায় থেকে। টুচেলের পরিকল্পনা এরকমই। আপাতত শিবিরে যোগ দিচ্ছেন না ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন আর্সেনালের ফুটবলাররা। তাঁরা যোগ দেবেন ১ জুন থেকে। এবারও আক্রমণে হ্যারি কেনই হয়তো তাঁর প্রধান অস্ত্র হতে চলেছেন।

ইংল্যান্ডের স্কোয়াড

গোলকিপার
জর্ডন পিকফোর্ড, ডিন হেন্ডারসন, জেমস ট্রাফোর্ড

ডিফেন্ডার
ড্যান বার্ন, মার্ক গুয়েহি, রিস জেমস, এজরি কোনসা, টিনো লিভরামেন্টো, নিকো ও'রেইলি, জ্যারেল কুয়ানসা, জেড স্পেনস, জন স্টোনস

মিডফিল্ডার
ইলিয়ট অ্যান্ডারসন, জুডে বেলিংহাম, এবেরেচি এজে, জর্ডন হেন্ডারসন, কোবি মাইনো, ডেকলান রাইস, মরগ্যান রজার্স

স্ট্রাইকার
অ্যান্থনি গর্ডন, হ্যারি কেন, নোনি মাদুয়েকে, মার্কাস র‍্যাশফোর্ড, বুকায়ো সাকা, ইভান টনি ও অলি ওয়াটকিন্স।

বিশ্বকাপের আগে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। এই প্রসঙ্গে ইংল্যান্ড 'বস' বলেছেন, 'দুটি প্রস্তুতি ম্যাচকে আমরা ছন্দ তৈরির জন্য ব্যবহার করব। আর্সেনালের ছেলেরা পরে আসবে।' প্রথম দশদিন বিকেলের দিকে হালকা মেজাজে থাকতে পারবেন ফুটবলাররা। প্রয়োজনে দেখা করতে পারেন বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে। টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই আর হালকা থাকার কোনও সুযোগ নেই। তবে টুচেল যাই বলুন না কেন, এবারও সম্ভাব্য ফেভারিটদের তালিকার নীচের দিকেই রাখা হচ্ছে ইংল্যান্ডকে।

মাহির ভবিষ্যৎ জানে শুধু ধোনিই : সিমন্স

আহমেদাবাদ, ২২ মে : প্রথমবার মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ছাড়া আইপিএলে গোটা মরশুম খেলল চেন্নাই সুপার কিংস। বৃহস্পতিবার গুজরাট টাইটান্সের কাছে হেরে চেন্নাইয়ের প্লে-অফের স্বপ্ন চুরমার হওয়ার পর ফের সেই চেনা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে, ২০২৭ সালের আইপিএলে কি ফিরবেন থালা? অবাক করা বিষয় হল, উত্তরটা খোদ সিএসকে কোচ বা অধিনায়কের কাছেও নেই! বোলিং কোচ এরিক সিমন্স এবং অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় দুজনেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী মরশুমে খেলা বা না খেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত একমাত্র ধোনি নিজেই নেবেন।

ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ধোনির প্রসঙ্গে সিমন্স বলেছেন, 'আপনারা কি সত্যিই এই প্রশ্নটা আমাকে করছেন? আমরা তো সবসময়ই চাই ও মাঠে নামুক। নেটে ও এখনও দুর্দান্ত শট মারছে। পায়ের চোটের কারণে দৌড়াতে সমস্যা হচ্ছিল বলেই এই মরশুমে ধোনি খেলেনি। তবে ও কবে পুরোপুরি ফিট হবে বা আদৌ খেলবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত ধোনি নিজেই নেবে। ধোনি সবসময় দলের স্বার্থেই সিদ্ধান্ত নেয়। ও যদি মনে করে ফিট নয়, তাহলে ও নিজে থেকেই খেলবে না।' এছাড়া তিনি দলের তরুণ ক্রিকেটারদের পারফরমেন্সের প্রশংসা করলেও ফিল্ডিংয়ের আরও উন্নতি প্রয়োজন বলে মনে করেন।

কোচের মতো একই সুরে কথা বলেছেন অধিনায়ক রুতুরাজও। ধোনির ভবিষ্যৎ নিয়ে দলের অন্দরেও যে চূড়ান্ত ধোঁয়াশা রয়েছে, তা স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন, 'ধোনি আগামী বছর খেলবেন কি না, তা আমরা পরের বছরই জানতে পারব। ক্রিজে ধোনির উপস্থিতিটাই

চিপকে চেন্নাইয়ের শেষ ম্যাচে মহেন্দ্র সিং ধোনির জার্সি নিয়ে খেলা দেখলেন ভক্ত।

ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।' সবমিলিয়ে, ধোনির ক্রিকেটীয় ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা অব্যাহত থাকলেও, তাঁর মনের কথা পড়া আপাতত সিএসকে শিবিরের কারও পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না।

এই সিএসকে আর ধোনির নয় : অশ্বীন

চেন্নাই, ২২ মে : টানা তৃতীয় মরশুম আইপিএলের প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে গুজরাট টাইটান্সের কাছে ৮৯ রানের লজ্জাজনক হারের পর সিএসকে ম্যানেজমেন্টকে কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, মহেন্দ্র সিং ধোনির আমলের সেই পুরোনো ফর্মুলার ওপর ভরসা করে আর বেশিদিন এগোনো যাবে না।

অশ্বীন বলেছেন, 'এটা আর ধোনির সিএসকে নেই, সময় বদলেছে। দলকে এখন অনেক বেশি কোয়ালিটি এবং অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের ওপর বিনিয়োগ করতে হবে। তরুণ প্রতিভার পাশাপাশি দলে অভিজ্ঞতার মিশেল থাকাটা খুব জরুরি।' তিনি আরও মনে করেন, চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়ামের স্পিন সহায়ক পিচে খেলার জন্য যে ধরনের ধৈর্যশীল ব্যাটারের প্রয়োজন, তা বর্তমানে সিএসকে দলে নেই। শিবম দুবের প্রশংসা করলেও অশ্বীন মনে করেন, শুধুমাত্র পাওয়ার হিটিং দিয়ে চিপকে সফল হওয়া সম্ভব নয়। তবে কার্তিক শর্মার স্পিন খেলার দক্ষতার প্রশংসা করেছেন অশ্বীন।

দলের এই ব্যর্থতার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের তীব্র সমালোচনা করছেন সিএসকে সমর্থকরা। অশ্বীন এই বিষয়ে কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, 'রুতুরাজ বিশ্বমানের ক্রিকেটার। ওর খারাপ ফর্ম যেতেই পারে, তাই বলে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা অনুচিত। সিএসকে সমর্থকরা ১৮ বছর ধরে ধোনির আমলে টানা প্লে-অফে খেলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু এখন আইপিএল অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক। ১০টি দলের টুর্নামেন্টে যে কোনও দল যে কাউকে হারাতে পারে।' ধোনি পরবর্তী যুগে চেন্নাইকে নতুন করে দল গুছিয়ে নিতে একটু সময় দেওয়া উচিত বলে মনে করেন অশ্বীন।

> **রুতুরাজ বিশ্বমানের ক্রিকেটার। ওর খারাপ ফর্ম যেতেই পারে, তাই বলে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা অনুচিত। সিএসকে সমর্থকরা ১৮ বছর ধরে ধোনির আমলে টানা প্লে-অফে খেলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু এখন আইপিএল অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক।**
>
> **-রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

অবশেষে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির দায়িত্ব ছাড়লেন গুয়ার্দিওলা

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ মে : 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা।' দুই ম্যাঞ্চেস্টারে এখন এই সুরই বাজছে। দুই বছরের চুক্তিতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের স্থায়ী কোচ হলেন মাইকেল ক্যারিক। অন্যদিকে, শুক্রবারই ম্যান সিটির কোচের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়লেন পেপ গুয়ার্দিওলা।

চলতি মরশুমের মাঝপথে অস্থায়ী দায়িত্ব নিয়ে ক্যারিক ১৬টির মধ্যে ১১টি ম্যাচে দলকে জিতিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, এবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ক্যারিকের অধীনে তিন নম্বরে শেষ করে দুই বছর পর লাল ম্যাঞ্চেস্টার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফিরে এসেছে। ফলে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, ক্যাসেমিরোরা আগেই ক্যারিককে স্থায়ী কোচ করার আবেদন করেছিলেন। এদিন যা দিনের আলো দেখল। ক্যারিকের নতুন চুক্তিতে সই করে ক্যারিক বলেছেন, '২০ বছর আগে ফুটবলার হিসেবে যখন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে পা রাখার সময় থেকেই এই ক্লাবের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করি। গত পাঁচ মাসে ছেলেরা বুঝেছে এই ক্লাবে খেলার জন্য কী কী গুণ দরকার। এবার সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা।'

ক্যারিক যখন নতুন শুরুর ভাবনায় মশগুল তখন সিটির সঙ্গে ১০ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন হল গুয়ার্দিওলার। যার জন্যই ম্যান সিটিকে ২০টি ট্রফি দেওয়া আবেগপ্রবণ পেপ বলেছেন, 'আমি কেন চলে যাচ্ছি, তার কারণ জানতে চাইবেন না। সত্যি বলতে কোনও কারণ নেই। আসলে মনে হল, এটাই সরে যাওয়ার সঠিক সময়। কেউই চিরস্থায়ী হয় না। চিরস্থায়ী শুধু অনুভূতি, এই ক্লাবের প্রতি আমার ভালোবাসা, এই ক্লাবের লোকজন। আমার উপর ভরসা রাখার জন্য ধন্যবাদ।'

কোচ হিসেবে দায়িত্ব ছাড়লেও সিটি ফুটবল গ্রুপের গ্লোবাল অ্যাম্বাসাডরের ভূমিকা পালন করবেন পেপ। ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, এতিহাদ স্টেডিয়ামের নর্দান স্ট্যান্ড গুয়ার্দিওলার নামে করা হবে।

স্থায়ী কোচ ক্যারিক

দুই বছরের জন্য ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচের চুক্তিতে সই করলেন মাইকেল ক্যারিক।

জোড়া গোলে ট্রফি রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ২২ মে : অবশেষে ট্রফির খরা কাটালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বৃহস্পতিবার রিয়াধের আল আউয়াল পার্কে ডামাককে ৪-১ গোলে হারিয়ে সৌদি প্রো লিগ চ্যাম্পিয়ন হল আল নাসের। এই জয়ের ফলে ২০১৮-'১৯ মরশুমের পর প্রথমবার লিগ খেতাব জিতল তারা। রোনাল্ডো এই ম্যাচে জোড়া গোল (৬২ ও ৮০ মিনিটে) করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। গত সপ্তাহে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে হারের হতাশা কাটিয়ে এদিন দুরন্ত পারফরমেন্স করেন তিনি। নাসেরের হয়ে অন্য গোল দুটি করেন সাদিও মানে (৩৩ মিনিট) এবং কিংসলে কোমান (৫২ মিনিট)। ডামাকেরএকমাত্র গোলটি করেন মোরলায়ে সিলার। এই হারের ফলে ডামাকের লিগ থেকে অবনমন নিশ্চিত হল।

তিন মন্ত্রে সাফল্য গুজরাট টাইটান্সের

আহমেদাবাদ, ২২ মে : চেন্নাই সুপার কিংসকে ৮৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে এবারের আইপিএলে ছন্দ ধরে রেখেছে গুজরাট টাইটান্স। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের ১৪ ওভারের মধ্যে গুটিয়ে দিয়ে লিগ টেবিলের প্রথম দুইয়ে থাকার দাবি জোরালো করল শুভমান গিলের দল। গুজরাটের এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের পেছনে মূলত তিনটি বড় কারণ রয়েছে।

প্রথমত, শুভমান ও বি সাই সুদর্শনের দুরন্ত ওপেনিং জুটি। পাওয়ার হিটিং সর্বস্ব টি২০ ক্রিকেটে এই দুজন নিখুঁত টাইমিং এবং ক্রিকেটীয় শটে প্রায় প্রতি ম্যাচে রান করছেন। বৃহস্পতিবার সিএসকে-র বিরুদ্ধে ১২৫ রানের পার্টনারশিপে গুজরাটের বিশাল স্কোরের (২২৯) ভিত গড়ে দেন তাঁরা। সুদর্শনের ধারাবাহিকতা (শেষ আট ইনিংসে সাতটি অর্ধশতরান) এবং শুভমানের নিখুঁত শট নির্বাচন সিএসকে বোলারদের অসহায় করে তুলেছিল।

দ্বিতীয়ত, জস বাটলারের ফর্মে ফেরা। ১৩তম ওভারে ক্রিজে এসে মাত্র ২৭ বলে অপরাজিত ৫৭ রান করেন এই অভিজ্ঞ ইংরেজ ব্যাটার। আইপিএলের মঞ্চ বাটলারকে যেন নতুন করে উদ্দীপ্ত করেছে। পেস ও স্পিনের বিরুদ্ধে তাঁর সাবলীল ব্যাটিং গুজরাটকে শেষদিকে দ্রুত রান তুলতে সাহায্য করেছে।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল গুজরাটের বোলিং আক্রমণ। মহম্মদ সিরাজ, কাগিসো রাবাদা এবং রশিদ খানের মতো বিশ্বমানের বোলারদের উপস্থিতিতে গুজরাটের বোলিং লাইনআপ এই টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা। সিরাজ এবং রাবাদার গতির পাশাপাশি রশিদের স্পিনের ভেলকি সামলানো যে কোনও ব্যাটিং লাইনআপের জন্যই কঠিন। সিরাজের প্রথম ওভারেই সঞ্জু স্যামসন এবং পরে রুতুরাজ আউট হওয়ায় সিএসকে-র মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

চেন্নাইকে হারিয়ে মহম্মদ সিরাজ, শুভমান গিল ও জস বাটলারের সেলিব্রেশন।

দলের সাফল্যের রহস্য নিয়ে বলতে গিয়ে রশিদ বলেছেন, 'শুভমন এবং সুদর্শনের বোঝাপড়াই দলের ব্যাটিং সাফল্যের মূল কারণ। ওরা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের খেলা বদলায় না। শুভমান খুব ভালো করেই জানে কখন শুরু করতে হবে, কখন রান বাড়াতে হবে এবং কীভাবে শেষ করতে হবে।' রশিদ আরও মনে করেন যে, দলের দুর্বলতা নিয়ে বেশি না ভেবে নিজেদের শক্তির ওপর ফোকাস করাই গুজরাটের ধারাবাহিক সাফল্যের আসল কারণ। ১৪টি ম্যাচের মধ্যে ৯টি জিতে গুজরাট যে এবারের আইপিএলের অন্যতম বড় দাবিদার, তা বলাই বাহুল্য।

গো ব্যাক স্লোগান অতীত

থেকে যাওয়ার আর্জি অস্কারকে

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মে : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্য গ্যালারিতে তিলধারণের জায়গা নেই। প্রথম আইএসএল জয়ের উৎসবে শামিল আট থেকে আশির লাল-হলুদ জনতা।

ক্লাবে ট্রফি চলে এসেছিল বৃহস্পতিবার রাতেই। এদিন সকাল থেকেই সাধারণ সমর্থকদের জন্য ক্লাবের তোরণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বেলা বাড়তেই ভিড় জমতে শুরু করে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব তাঁবুতে। ঘরির কাঁটায় তখন দুপুর ৩টা। একে একে আসতে শুরু করলেন লাল-হলুদের ভারতসেরা দলের সদস্যরা। গাড়ি থেকে নেমে ক্লাব তাঁবু পর্যন্ত আসতে এডমুন্ড লালরিনডিকা, মিগুয়েল ফিগুয়েরাদের রীতিমতো বেগ পেতে হল। কেউই অবশ্য সমর্থকদের এই আনন্দের আতিশয্যে বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হননি। বরং হাসিমুখে সব সমর্থকের সেলফির আবদার মেটাতে দেখা গেল এডমুন্ডকে। উচ্ছ্বাসে গা ভাসালেন প্রভসুখান সিং গিল নিজেই।

সুদূর বসিরহাট থেকে এসেছিলেন কল্পনা দেবী। বয়স আশি ছুঁইছুঁই। একটা সময় নিয়মিত গ্যালারিতে আসতেন ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখতে। এদিন জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে। আবার দমদমের ছোট্ট ঈশানী। বয়স সাত মাস। বাবার কোলে চড়েই এদিন হাজির খেতাব জয়ের উৎসবে শামিল হতে। কিছু না বুঝলেও খুদে ঈশানী যে পরিবেশটা বেশ উপভোগ করছে ছোট্ট মুখের হাসিটা দেখেই তা বোঝা গেল। এই সমর্থকদের জন্যই যে এত আনন্দ-আয়োজন।

এদিন ফুটবলারদের উপস্থিতিতে বিকেল ৪টা নাগাদ ক্লাব তাঁবুতে পতাকা উত্তোলন করেন ইস্টবেঙ্গল সভাপতি মুরারিলাল লোহিয়া ও চ্যাম্পিয়ন দলের হেড কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। তারপর মাঠে মেগা সেলিব্রেশন। বৃহস্পতিবার রাতে কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মাঠের দখল নিয়েছিল কয়েক হাজার লাল-হলুদ জনতা। ফলে ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয় স্টেডিয়ামের ব্যালকনিতে। অপূর্ণ থেকে যায় খেতাব জয়ের উৎসব। এদিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যাম্পিয়ন পদক ও আরও একবার আইএসএল শিরোপা তিন অধিনায়ক সৌভিক চক্রবর্তী, সাউল ক্রেসপো ও মহম্মদ বসিম রশিদের হাতে তুলে দেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

গ্যালারিতে তখন আনন্দে আত্মহারা হাজার-হাজার লাল-হলুদ সমর্থক। আবেগ-উন্মাদনা মিলেমিশে একাকার। কারও হাতে ইস্টবেঙ্গলের পতাকা আবার কারও হাতে মশাল। তীব্র গরমকে রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেন এক টুকরো বসন্তের ছোঁয়া। মরশুমের মাঝেই ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার ঘোষণা করেছিলেন অস্কার। কিছুদিন আগে 'গো ব্যাক' স্লোগানও শুনতে হয়েছে তাঁকে। অথচ সেই অস্কারকেই থেকে যাওয়ার আর্জি জানিয়ে একাধিক পোস্টার এদিন চোখে পড়ল। সম্ভবত তা স্প্যানিশ কোচেরও নজর এড়ায়নি। লিগ জয়ের পর লাল-হলুদে ব্রুজোঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা বেড়েছে। অস্কার জানিয়েছেন বিভিন্ন ক্লাব থেকে তাঁর কাছে প্রস্তাব আসছে। তবে ক্লাব চাইলে আলোচনায় বসতে রাজি তিনি। এটাই যে কলকাতা ময়দানের মাহাত্ম্য।

অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ স্লোগানে-স্লোগানে রচিত হল জয়গাথা। সমর্থকদের মুখগুলো লাল-হলুদ আবিরে রাঙা। ২২ বছরের প্রতীক্ষা যে শেষ হল। একটা প্রজন্ম প্রথমবার ভারতসেরা হতে দেখল প্রিয় ক্লাবকে।

কোচ অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে ট্রফি নিয়ে সৌভিক চক্রবর্তী। ছবি : ডি মণ্ডল

আইএসএল ট্রফি নিয়ে বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসে সাউল ক্রেসপো, মহম্মদ বসিম রশিদ, নন্দকুমার শেকররা। ছবি : ডি মণ্ডল

বেঙ্গালুরু ম্যাচটাই ছিল টার্নিং পয়েন্ট : সৌভিক

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২২ মে : গ্যালারিতে জ্বলছে লাল-হলুদ মশাল। পুড়ছে নানা রকম আতশবাজি। লাল-হলুদ জনতার চিৎকারে ময়দানে কান পাতা দায়। আর মাঠে ট্রফি নিয়ে আবেগে ভাসছেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা।

২২ বছরটা কম সময় নয়। সেই ২০০৪ সালে শেষবার ভারতসেরার তকমা। তারপর দুই দশকের অপেক্ষা। এত সহজে কি আবেগ নিয়ন্ত্রণ হয় ইস্টবেঙ্গল জনতার? আইএসএল ট্রফি সাউল ক্রেসপো-মহম্মদ বসিম রশিদরা হাতে নিতেই আবেগের বিস্ফোরণ। পাগলপারা লাল-হলুদ জনতা। তাদের সঙ্গে উৎসবে শামিল প্রভসুখান সিং গিল-সৌভিক চক্রবর্তীরা।

আগামী মরশুমেও ইস্টবেঙ্গলে থাকতে চান প্রভসুখান

ডুরান্ড কাপে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কাছে হার। তারপরে সুপার কাপ ফাইনালে এফসি গোয়ার কাছে টাইব্রেকারে পরাজয়। সমর্থকরা কার্যত কাঠগড়ায় তুলেছিলেন গোলরক্ষক প্রভসুখানকে। কিন্তু ডার্বির পর চিত্রনাট্যে পরিবর্তন। ডার্বিতে জেমি ম্যাকলারেনের নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে খলনায়ক থেকে নায়ক প্রভসুখান। যদিও ইস্টবেঙ্গল দুর্গপ্রহরীর মুখে দলগত সংহতির কথাই উঠে আসছে। তিনি বলেছেন, 'শুধু ডার্বির ওই সেভটার কথা বললে ভুল হবে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পিছোনে গোটা দলের অবদান রয়েছে। মরশুমের প্রথমদিন থেকে সবাই কঠোর পরিশ্রম করছি। ডার্বিতে ওই সময় নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেটাই করেছি। এটাই এখনও পর্যন্ত আমার কেরিয়ারের সেরা সেভ।'

আইএসএল জেতার পর সমর্থকদের এতটা ভালোবাসা পাবেন, তা আন্দাজ করতে পারেননি প্রভসুখান। তাঁর কথায়, 'সুপার কাপ জেতার সময় সমর্থকদের ভালোবাসার খানিকটা পরিচয় পেয়েছিলাম। এবার ঘরের মাঠে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন। এমন অভ্যর্থনা পাব স্বপ্নে ভাবিনি। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এই ভালোবাসা খেলেই অর্জন করা সম্ভব।' আগামী মরশুমেও ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে খেলতে চান এই পাঞ্জাবি গোলকিপার।

এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম অধিনায়ক সৌভিক। অভিজ্ঞ বঙ্গতনয় যখনই সুযোগ পেয়েছেন, নিজেকে নিংড়ে দিয়েছেন। সৌভিক বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচকেই টার্নিং পয়েন্ট মনে করছেন। বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দশজনে মিলে বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচ ড্র করেছিলাম। ওই ম্যাচটাই আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।'

চোট পেয়ে মরশুমের শেষদিকে দল থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল নাওরেম মহেশ সিংকে। কিন্তু বৃহস্পতিবার গ্যালারিতে বসেই সতীর্থদের উৎসাহ দিয়েছেন। তবে চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচে মাঠে না থাকতে পারার আক্ষেপ খানিকটা রয়েই গিয়েছে। ম্যাচের পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে নাওরেম বলছিলেন, 'আজ মাঠে থাকতে পারলে ভালো লাগত। তবে দলের সাফল্যে খুশি। দীর্ঘদিন পরে খেতাব জিতেছি আমরা। এই শিরোপা ধরে রাখার চেষ্টা করব।' খেতাব জয়ের আরেক কারিগর আনোয়ার আলি ম্যাচের পর বলে যান, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এমন অনুভূতি আগে কখনও হয়নি। ইস্টবেঙ্গলে খেলতে পেরে আমি গর্বিত। এই ক্লাবটা আমার পরিবারের মতো।'

তবে আইএসএল জয়ের উচ্ছ্বাসের মাঝেই সমর্থকদের দাবি, 'এবার এশিয়া সেরা হতে চাই।' শুক্রবার থেকেই সেই লক্ষ্যে নীরব প্রস্তুতি শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল।

ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের দর্শন পেতে ক্লাবে ভিড় ভক্তদের। -ডি মণ্ডল

বাইরের আওয়াজে কান দিচ্ছেন না পন্টিং

বেঁচে থাকার ম্যাচ শ্রেয়সদের

লখনউ, ২২ মে : এবারের আইপিএলে ২৫ এপ্রিল তারিখটা বহুদিন মনে রাখবে পাঞ্জাব কিংস। সেদিন অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে রেকর্ড ২৬৪ রান তুলে ম্যাচ জিতেছিল শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেড। যার ফলে তাদের ৭ ম্যাচে পয়েন্ট দাঁড়ায় ১৩। বাকি দলগুলি তখন পাঞ্জাবকে হারানোর ফর্মুলা খুঁজছিল।

মজার বিষয়, ২৫ এপ্রিলের পর জয় শব্দটাই উধাও হয়ে গিয়ে পাঞ্জাব শিবির থেকে। হারের ডাবল হ্যাটট্রিকে পাঞ্জাব শিবির এখনও আটকে সেই 'আনলাকি থার্টিনেই।' পরিস্থিতি এমন যে, শনিবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে জিততে পারলে গতবারের ফাইনালিস্ট পাঞ্জাব এবারের লিগে বেঁচে থাকবে। কিন্তু প্লে-অফে ওঠার জন্য অনেক 'যদি', 'কিন্তু'-র উপর নির্ভর করতে হবে তাদের। কারণ, সেক্ষেত্রে ১৫ পয়েন্টে পৌঁছানো পাঞ্জাব শিবির মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের হার চাইবে। তাহলে রবিবার দিল্লি ক্যাপিটালসকে ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স হারালেও ভালো রানরেটের সুবাদে পাঞ্জাব প্লে-অফে যাবে।

এবারের আইপিএলে শ্রেয়সদের অভিযান যে কোনও সিনেমার দুই সিজনের গল্প। প্রথম পর্বে যে দলটাকে ঝলমলে দেখাচ্ছিল, তারাই গত ছয়টি ম্যাচে টানা হেরে প্লে-অফের রাস্তা কঠিন করে ফেলেছে। অথচ, এই দলটাই এবারের টুর্নামেন্টে আটটি ২০০ প্লাস স্কোর করেছে। কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতে খেই হারানোর ওষুধ বার করতে পারেননি রিকি পন্টিংরা। প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরান সিং, কুপার কনোলি, শ্রেয়স সমৃদ্ধ ব্যাটিং লাইনআপকে আইপিএলে দ্বিতীয় পর্বের কিছুটা ধারহীন লাগলেও কাজ চালানোর মতো।

আইপিএলে আজ
INDIAN PREMIER LEAGUE
লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম **পাঞ্জাব কিংস**
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

পাঞ্জাব দলটার মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বোলিং ব্রিগেড। ২৫ এপ্রিলের পর থেকে ছয়টি ম্যাচ খেলেছে পাঞ্জাব। যার মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে পাঁচবার দুশোর বেশি রান উঠেছে। তবে লখনউয়ের বিরুদ্ধে মরণবাঁচন ম্যাচে নামার আগে বোলারদের পাশে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবের কোচ পন্টিং বলেছেন, 'গত তিন ম্যাচে বোলাররা ভালো পারফর্ম করেছে। বিশেষত অর্শদীপ সিং। প্রথম তিন ম্যাচের পর ও ছন্দে ফিরেছে।' আগামীকাল শুধু অর্শদীপ নয়, পাঞ্জাবের গোটা বোলিং ব্রিগেডকেই ছন্দে থাকতে হবে।

টানা হারে বিধ্বস্ত পাঞ্জাবের ড্রেসিংরুমের পরিবেশ খারাপ হয়ে গিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমেও এমন সমালোচনা হচ্ছে। পন্টিং যদিও বাইরের আওয়াজে কান দিচ্ছেন না। বলেছেন, 'মাঠের বাইরের কোনও ঘটনায় আমি চিন্তিত নই। দলের পরিবেশ খুব ভালো জায়গায় রয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে এখন সবকিছুকেই বড় করে দেখানো হয়। আমরা এসব নিয়ে ভাবছি না। দল প্লে-অফে উঠলে সব আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাবে।' সম্মান রক্ষার লড়াইয়ে নামা লখনউকে হারিয়ে পাঞ্জাব ভেসে থাকতে পারে কিনা, সেটাই দেখার। উলটোটা হলে 'বাইরের আওয়াজে' বিদ্ধ হবেন পন্টিংরা।

অনুশীলনের ফাঁকে লখনউ সুপার জায়েন্টসের প্রিন্স যাদবের সঙ্গে আড্ডা পাঞ্জাব কিংসের অর্শদীপ সিংয়ের।

ফাইনালে অঙ্ক, ইংরেজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের স্নাতকোত্তর স্তরের ক্রীড়ায় পুরুষ ও মহিলাদের আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল অঙ্ক ও ইংরেজি। দুই বিভাগের ফাইনাল ২৫ মে।

পুরুষদের প্রথম সেমিফাইনালে অঙ্ক ৭ উইকেটে ইতিহাস বিভাগকে হারিয়েছে। টসে হেরে ইতিহাস ৬ উইকেটে ৫৭ রান তোলে। প্রসেনজিৎ বাউল ১৯ রান করেন। অনুপম সরকার ১৭ ও সিদ্ধার্থ ছেত্রী ১৯ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে অঙ্ক ৭.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৬২ রান তুলে নেয়। শ্রীনন্দ সরকার ২০ ও অভিনব চৌধুরী ১৬ রান করেন। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইংরেজি ১ উইকেটে কেমিস্ট্রির বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে কেমিস্ট্রি ৬ উইকেটে ৫০ রান তোলে। দেব দাস ৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ইংরেজি ৯ উইকেটে ৫২ রান তুলে নেয়। বিপ্রজিৎ দাস ১৪ রান করেন। প্রিয়াংশু সিং ১৫ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট।

মহিলাদের প্রথম সেমিফাইনালে ইংরেজি জয় পায় নেপালি বিভাগের বিরুদ্ধে। প্রথমে নেপালি ৪ উইকেটে ৭২ রান তোলে। গৌরিতা রায় ২৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ইংরেজি ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৭৩ রান তুলে নেয়। প্রিয়াংকা ভট্টাচার্য ৪৫ রান করেন। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অঙ্ক ৭২ রানে বোটানিকে হারিয়েছে। টসে জিতে অঙ্ক ২ উইকেটে ১২০ রান তোলে। সরোজিনী রাই ৫৭ ও ভাস্বতী বর্মন ৪৫ রান করেন। জবাবে বোটানি ৩ উইকেটে ৪৮ রানে আটকে যায়।

হেরেও এক নম্বরে আরসিবি

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-২৫৫/৪
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-২০০/৪

হায়দরাবাদ, ২২ মে : এবার প্রথম সাক্ষাৎকারে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে জয় পেয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। শুক্রবার প্যাট কামিন্স ব্রিগেড তার বদলা নিলেও কোয়ালিফায়ারের লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ। ২৫৬ রানের টার্গেট দেওয়া সানরাইজার্সকে বিপক্ষকে ১৬৫ রানে আটকাতে হতো। রজত পাতিদার (৩৯ বলে ৫৬), ক্রুণাল পান্ডিয়া (৩১ বলে অপরাজিত ৪১) সেই সমীকরণ মেলানোর সুযোগ দেয়নি হায়দরাবাদকে। তাই ৫৫ রানে জিতেও ২৭ মে নিউ চণ্ডীগড়ে তাদের এলিমিনেটরে নামতে হচ্ছে। সেখানে জয় পেলেই কামিন্সদের সামনে সুযোগ থাকবে কোয়ালিফায়ারে উঠে আসার। অন্যদিকে এক নম্বরে শেষ করে আরসিবি প্রথম কোয়ালিফায়ারে ২৬ মে মুখোমুখি হবে গুজরাট টাইটান্সের।

বল দেখো, আর চালাও। সানরাইজার্সের ব্যাটিং দর্শনে টেকনিক নিয়ে খুব বেশি কচকচানি নেই। উপ্পলের রাজীব গান্ধি ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের বাইশ গজ যার সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায়। শুক্রবার যা ভালো মতো উপলব্ধি করলেন চলতি আইপিএলে সবাধিক উইকেট শিকারির পার্পল ক্যাপের দৌড়ে এক নম্বরে থাকা ভুবনেশ্বর কুমার, জোশ হ্যাজেলউডরা। উপ্পলের ব্যাটিং সহায়ক পিচে সুইং হারিয়ে দেদার রান বিলোলেন হ্যাজেলউড (৫৫/০), ভুবি (৫১/০)। এই নিয়ে আইপিএলে নবমবার ইনিংসে ৫০ রান খরচ করলেন ভুবনেশ্বর, যা মহম্মদ সামির সঙ্গে যুগ্মভাবে সবাধিক। ওভার প্রতি ১২ রান করে দিলেন বেঙ্গালুরুর দুই স্পিনার সুযশ শর্মা (৩৬/১), ক্রুণাল পান্ডিয়াও (২৪/১)। সানরাইজার্স থামে ২৫৫/৪ স্কোরে।

কুড়ির ক্রিকেটে টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার চেনা স্ক্রিপ্ট ছেড়ে প্যাট কামিন্স এদিন ব্যাটিং বেছে নেন। তারপর দ্বিতীয় বলটাই ট্রাভিস হেড বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দেন। আর অভিষেক শর্মা শুরুই করেন ভুবনেশ্বরকে মিড-অফের ওপর দিয়ে ছক্কা হাঁকিয়ে। ৪ ওভারেই ওপেনিং জুটিতে ট্রাভিষেক ৪৫ রান তুলে দেন। রসিক সালাম দার (৫২/২) দুরন্ত ইয়র্কারে হেডকে (২৬) ফেরালেও অভিষেক পঞ্চাশের গণ্ডি পেরিয়েই থামেন। এরপর আরসিবি বোলারদের দুঃস্বপ্ন হয়ে হাজির হন ঈশান কিষান (৪৬ বলে ৭৯) ও হেনরিচ ক্লাসেন (২৪ বলে ৫১)। দুইজনে ১১৩ রান যোগ করে সানরাইজার্সের দুশো পার নিশ্চিত করেন। শেষবেলায় নীতীশ কুমার রেড্ডি (১২ বলে অপরাজিত ২৯) ক্যামিও উপহার দিয়ে যান।

আরসিবি টানা ব্যর্থ হয়ে চলা জ্যাকব বেথেলকে সরিয়ে ওপেনিং করতে পাঠায় আগের ম্যাচেই বিস্ফোরক অর্ধশতরান করা ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে। এদিন তাঁর ব্যাট থেকে ১৯ বলে এসেছে ৪৪ রান। বিরাট কোহলি (১৫) ও দেবদত্ত পাডিক্কাল (২১) অবশ্য এদিন তাঁদের সোনালি ফর্ম ধরে রাখতে পারেননি। এজন্যই ইনিংসের মাঝ পর্যায়েই আস্কিং রেটের লড়াইয়ে তারা পিছিয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত আরসিবি ৪ উইকেটে ২০০ রানে আটকে যায়।

অর্ধশতরানের পথে ঈশান কিষান।

মোহনবাগান ছাড়ছেন পেত্রাতোস-কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মে : দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেসন কামিন্সের দল ছাড়া নিশ্চিত। সঙ্গে হয়তো চলে যাবেন টম অ্যালড্রেডও। তবে এখনই আগামী মরশুমে দল কেমন হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করতে নারাজ মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট।

সদ্যই শেষ হয়েছে আইএসএল এবং এবারের ফুটবল মরশুম। বহুদিন পর মোহনবাগান চ্যাম্পিয়নশিপের বাইরে। পয়েন্ট সমান হলেও দ্বিতীয় হওয়া কেউ মনে রাখে না। তাছাড়া টানা কাপ অথবা শিল্ড জিততে জিততে এখন রানার্স হওয়াকে ব্যর্থতাই ধরেন

চুক্তি আছে ম্যাকলারেন-রবসনের

সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। তাই ম্যাচের পর তাঁরা মুণ্ডপাত করেছেন চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও ফুটবল দলের সর্বেসর্বা বিনয় চোপড়ার। বরং এতদিন অপছন্দ হলেও শেষদিন দিমি এবং কামিন্সের বিদায়ে অনেক সমর্থকেরই চোখে জল। বিশেষ করে গত চার বছরের বহু বড়ো ম্যাচ, বহু আটকে যাওয়া ম্যাচ, বহু কঠিন পরিস্থিতি থেকে বার করে আনা 'দিমি গড'-এর কথা বারবার মনে পড়েছে তাঁদের। যদিও দুজনেই জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা আর থাকছেন না। শুধু মোহনবাগানে নয়, সম্ভবত এদেশ থেকেই বিদায় নিতে চলেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই দুই প্রাক্তন বিশ্বকাপার। বৃহস্পতিবার রাতে টিম হোটেলে দাঁড়িয়ে ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন কামিন্স। অজি স্ট্রাইকার বলেছেন, 'মনে হয় না এই দলের আমাকে আর প্রয়োজন। এই মরশুমে ম্যাচের পর ম্যাচ বেঞ্চে বসে থাকতে হয়েছে। এভাবে চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। মোহনবাগানে কামিন্সের যাত্রা এখানেই শেষ হচ্ছে।'

তবে থাকবেন জেমি ম্যাকলারেন। তাঁর সঙ্গে ক্লাবের চুক্তি রয়েছে। এছাড়াও চুক্তির তালিকায় আছেন আরও দুই বিদেশি আলবার্তো রডরিগেজ ও রবসন রোবিনহোও। রবসন আবার খেতাব হাতছাড়া হওয়ার জন্য সরাসরি দায়ী করছেন কোচ সের্জিও লোবেরাকেই। রবসন বলেছেন, 'আমাদের আরও অনুশীলন প্রয়োজন ছিল। আমরা ফুটবলাররাও চেয়েছিলাম সেটা। প্রতিদিন ১ ঘণ্টার প্রস্তুতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় না।' তবে ব্রাজিলীয় উইঙ্গারের খেলা এবার একেবারেই পছন্দ হয়নি কারও। ফলে তাঁকে রেখে দিলেও একজন গেম মেকার হয়তো নিতেই হবে মোহনবাগানকে। যার অভাব প্রতিনিয়ত বোধ করেছেন ম্যাকলারেনরা। গ্রেগ স্টুয়ার্টের পরিবর্ত যে তিনি নন, এই কথা বুঝতে ফুটবলবোদ্ধা হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

বিদেশি ফুটবলারদের পাশাপাশি হয়তো আর নাও রাখা হতে পারে কোচ সের্জিও লোবেরাকেও। তাঁর কোচিংয়ে কোনও বড় দলের বিপক্ষে জেতেনি মোহনবাগান। তেমনি ইস্টার কাশীর মতো দুর্বল দলের বিপক্ষেও জিততে ব্যর্থ তারা। যা মেনে নিয়ে নিজেকে 'ব্যর্থ' তকমা দিয়েছেন লোবেরা নিজেও।

লেজার শো ইডেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মে : রবিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের ইনিংস বিরতিতে অভিনব লেজার শো হবে ইডেন গার্ডেন্সে। ইডেনের যাবতীয় ইতিহাস এই ২ মিনিট ৪০ সেকেন্ডের লেজার শো-র মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে। যেখানে ২০০২ সালের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভিভিএস লক্ষ্মণ-রাহুল দ্রাবিড়ের ঐতিহাসিক ইনিংস, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, জগমোহন ডালমিয়ার বাংলা ও ভারতীয় ক্রিকেটে অবদান সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হবে।

মাইকেলের হ্যাটট্রিক, জয়ী নবোদয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার নবোদয় ৬-২ গোলে বিধ্বস্ত করে ভিবজিয়োর স্পোর্টিং ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মাইকেল গ্ল্যাক্সো হ্যাটট্রিক করেন। তাদের বাকি তিনটি গোল সাইমন কুজুর, হেমন্ত তিরকে ও মহেশ মুর্মুর। ভিবজিয়োরের গোলস্কোরার প্রফুল এক্কা ও রাহুল গোরের। ম্যাচের সেরা হয়ে মাইকেল পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। শনিবার খেলবে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ও নরেন্দ্রনাথ ক্লাব।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন নবোদয় সংঘের মাইকেল। শুক্রবার।

হারল শিলিগুড়ি

কোচবিহার, ২২ মে : সিএবি-র সিনিয়ার ক্রিকেটে কোচবিহার জোনের খেলায় শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনা ৩৪ রানে হারিয়েছে শিলিগুড়িকে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে উত্তর ২৪ পরগনা ৩৩.৩ ওভারে ১৬৬ রানে অল আউট হয়। প্রভাত মৌর্য্য ৬৫ রান করেন। সুমিতকুমার সিং ৩৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে শিলিগুড়ি ৩৪ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩২ রানে আটকে যায়। ডোনিল দত্তর অবদান ৪৯ রান। ম্যাচের সেরা দীপক পান্ডে ৯ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন।

ঐক্যমত হল না ক্লাব-ফেডারেশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মে : শুক্রবার ক্লাব এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বৈঠক খুব ফলপ্রসূ হল না। এবার শনিবার ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভায় যদি কল্যাণ চৌবে জিনিয়াস স্পোর্টসকে বিপণন সঙ্গী হিসাবে নেওয়ার বিষয়টি যদি পাশ করিয়ে নিতে পারেন তাহলে হয়তো আর ক্লাবদের বক্তব্য মানার আর কিছুই থাকবে না। সেক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ক্লাবের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

আগেই ক্লাবগুলি প্রস্তাব দেয় যে জিনিয়াস স্পোর্টসকে না নিয়ে সেই অর্থ তারাই দেবে। বিনিময়ে লিগ চালানো থেকে নতুন বিপণন সঙ্গী আনা, সবকিছুর অধিকারই তাদের দিতে হবে। এদিন সেই বিষয়েই আলোচনায় বসে ফেডারেশন এবং ক্লাব কর্ণধাররা। যেখানে ফেডারেশনের তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়, ১৫ জুনের মধ্যে কারা আগামী মরশুমে খেলতে রাজি তা জানাতে হবে। কারণ জুলাই থেকে ডুরান্ড কাপ এবং সেপ্টেম্বর থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু করার কথা ভাবা হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঐক্যমতে পৌঁছাতে না পারায় ক্লাবদের তরফ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। যেখানে বলা হয়েছে, 'আইএসএলের ক্লাবগুলি খুবই হতাশ এবং উদ্বিগ্ন পেশাদার ভারতীয় ফুটবল ঘিরে যে অনিশ্চয়তা তা আমাদের বাধ্য করছে বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে। আমরা ক্লাবগুলি ভারতীয় ফুটবলে বিনিয়োগ করে চলেছি। খুবই কঠিন ও অনিশ্চিত পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিনিয়োগ করে আসছি। কিন্তু সঠিক পরিকাঠামো ও বাণিজ্যিক স্বচ্ছতা এবং দীর্ঘমেয়াদি দূরদর্শিতার অভাব ক্রমশ আমাদের আর্থিক বিনিয়োগ ও দল চালানো কঠিন করছে।' আরও লেখা হয়, 'ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছলতা এবং পাকাপোক্ত লিগ প্রয়োজন। এর জন্য একটা বিকল্প মডেলের প্রস্তাব ক্লাব রেখেছে। যা স্থায়ী ও গঠনমূলক বলে আমরা মনে করি। এআইএফএফের উচিত সবকিছু মাথায় রেখে মিলিতভাবে একটা পরিকল্পনা করা দরকার, যেখানে সবারই ভালো হয়।' মূলত ক্লাবগুলি নতুন বিপণন সঙ্গীর কাছ থেকে কী পাবে তা নিয়ে সংঘাত। এদিনের সভায় বহু কর্ণধাররা থাকলেও মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সিইও-রা অংশ নেন।

এখন দেখার শেষপর্যন্ত ক্লাবদের প্রস্তাব নিয়ে বিশেষ সাধারণ সভায় কী সিদ্ধান্ত হয়। আর তার উপরেই নির্ভর করছে বেশ কিছু ক্লাবের ভবিষ্যৎ।